Contents
মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১০ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০৭

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১০তম বর্ষ জুলাই ২০০৭ ইং ১০ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

জঙ্গীবাদ সম্পর্কে বাবরের স্বীকারোক্তিঃ প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

গত ২৮ মে যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেফতারকৃত বিগত সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুযযামান বাবর জেআইসির জিজ্ঞাসাবাদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন মর্মে পত্র-পত্রিকায় বেশ লেখালেখি হয়েছে। তিনি গত সরকারের শেষ সময়ের 'হট ইস্যু' জঙ্গীবাদের উত্থান সম্পর্কেও নানা তথ্য দিয়েছেন। বিশেষ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে কিভাবে ফাঁসানো হয়েছে এ প্রসঙ্গে পরিষ্কার তথ্য প্রকাশ করেছেন। যা গত ৫ জুন একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। জনাব বাবর তার স্বীকারোক্তিতে বলেছেন যে, দেশের যেকোন স্থানে জঙ্গী ধরা পড়লে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নির্দেশেই তা ধামাচাপা দিতেন তিনি। ডিসি-এসপিরা তার নির্দেশে জঙ্গীদের জবানবন্দী পরিবর্তন করতেন। এসপিদের প্রতি নির্দেশ ছিল, কোথাও জঙ্গী ধরা পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে জানাতে হবে; এমনকি আইজি জানার আগেই। সূত্র মতে, ২০০৫ সালের ১৭ জানুয়ারী গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ব্র্যাক অফিসে ডাকাতির সময় ৭ ডাকাত স্থানীয় জনতার হাতে ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদেরকে ছিদ্দীকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইয়ের অনুসারী ও জেএমবি'র সদস্য পরিচয় দেয়। পুলিশ সুপার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে জানালে তিনি মামলার এজাহারে জঙ্গী লিখতে বারণ করে ডাকাতির মামলা রেকর্ডের নির্দেশ দেন। ২ ফেব্রুয়ারী গোপালগঞ্জ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শাহ আলমের আদালতে তাদের ১৬৪ ধারা জবানবন্দী নেয়া হয়। এই জবানবন্দীতেও তারা নিজেদেরকে জেএমবি'র সদস্য বলে পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে বাবরের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট শাহ আলমের আদালতে দেয়া ৭ জঙ্গীর জবানবন্দী নথি থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এরপর গোপালগঞ্জের তৎকালীন যেলা প্রশাসক আব্দুর রঊফ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ছালাউদ্দীনকে তার অফিস কক্ষে ডেকে এনে বলেন, জেআইসির গাইড লাইনে বলা হয়েছে, জবানবন্দীতে আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের নাম লেখা যাবে না। বরং আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতা ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নাম উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর ডিসির নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট ছালাউদ্দীন ৫ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১-টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫-টা পর্যন্ত তার অফিস কক্ষে ঐ ৭ জনের ১৬৪ ধারা জবানবন্দী

Contents

পুনরায় রেকর্ড করে এবং ডঃ গালিব ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নাম অন্তর্ভুক্ত করে *(আমাদের সময়, ৫ জুন, পৃঃ ১)*।

এভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গীদের স্বীকারোক্তি রদবদল করেই যে প্রফেসর ডঃ গালিবকে ফাঁসানো হয়েছে উপরোক্ত ঘটনা থেকে তা সুস্পষ্ট। তাছাড়া ভয়ভীতি দেখিয়ে ও মারপিট করে ধৃত কোন কোন জঙ্গীর ১৬৪ ধারা জবানবন্দীতে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে সেখানে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে সেটি ঐ ধৃত জঙ্গীর জবানবন্দী বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম হাযারো মিথ্যা ও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিগত জোট সরকার কর্তৃক ইতিহাসের বর্বরোচিত যুলুম চালানো হয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও তার নির্দোষ নেতৃবৃন্দের উপর। যার ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত আছে। দীর্ঘ ২৯ মাস অতিক্রান্ত হ'লেও দেশের একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও স্বনামধন্য আলেম প্রফেসর ডঃ গালিব আজও বিনা অপরাধে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তার মত একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম, গবেষক, একটি মাসিক গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক ও জাতীয় ভিত্তিক একটি ইসলামী সংগঠনের আমীরকে প্রথম শ্রেণীর কারা মর্যাদা না দেওয়াও আরেক জঘন্য যুলুম। আমরা মনে করি যে আইনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা ডিভিশন পায় অথচ দেশ ও বিদেশের খ্যাতিমান একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোচ্চ জ্ঞানকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র প্রফেসর ডিভিশন পায় না সে আইন অবশ্যই সংশোধনযোগ্য। এইরূপ নীতিহীন আইন দ্বারা দেশ পরিচালিত হ'লে সে দেশে কোনদিন কল্যাণ আসতে পারে না।

আজ একথা খুব জোরালোভাবেই বলা যায় যে, আলেম-ওলামার উপরে এই অন্যায় নির্যাতনের ফলশ্রুতিতেই দেশে বিপর্যয় নেমে এসেছে। ক্ষমতার মসনদ তছনছ হয়েছে। অত্যাচারীরা পাকড়াও হয়েছে। কেননা সর্বময় ক্ষমতার মালিক হ'লেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, আবার যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন *(আলে ইমরান ২৬)*। তাছাড়া যালেমরাই হবে ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক নিঃস্ব। তাদের পর্যাপ্ত নেকী থাকলেও মযলূমকে বিলিয়ে দিয়ে সে শূন্য হাতে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে *(মুসলিম)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলিম সম্প্রদায়ের শাসক নিযুক্ত হন। আর তিনি প্রজাদের সাথে প্রতারণা করে মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন *(বুখারী, মুসলিম)*। বিচারক সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বিচারক তিন প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকারের বিচারক জান্নাতে যাবে। আর দুই প্রকারের বিচারক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যে বিচারক বিচারকার্য করতে গিয়ে সত্য উপলব্ধি করবে এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে বিচারক সত্য জানবে কিন্তু ন্যায়বিচার করবে না এবং যে বিচারক কিছুই না জেনে মূর্খতার সাথে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ)*। সুতরাং অত্যাচারী শাসক ও ফাজের বিচারকদের সাবধান হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ্র বিচারে একদিন অবশ্যই পাকড়াও হ'তে হবে। যেদিন শত অনুশোচনায়ও কোন ফল হবে না।

জনাব বাবরের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যে সত্যটি অনেক দেরীতে প্রকাশিত হ'ল এ বিষয়ে আমরা আড়াই বছর আগে নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পর থেকেই জোরালো কণ্ঠে বলে আসছি। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলেছি যে, এটি স্রেফ ষড়যন্ত্র। প্রকৃত জঙ্গীদের আড়াল করার জন্য ষড়যন্ত্রের এই নব বীজ বপন করা হয়েছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় ঈর্ষান্বিত মহল বিশেষের প্ররোচনায় এই ন্যক্কারজনক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে রচিত হয়েছে ইতিহাসের এই কলঙ্কিত অধ্যায়। আমরা একথাও দৃঢ়তার সাথে বলেছি যে, প্রফেসর ডঃ গালিব ও আহলেহাদীছ আন্দোলন সব সময় জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। জঙ্গীদের বিরুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত লেখনীই যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের এই কথা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলেও তা তেমন ক্রিয়া করেনি। যাবতীয় ডকুমেন্টস উপস্থাপন করার পরও তা আমলযোগ্য হয়নি। ফলে নির্যাতনেরও সমাপ্তি ঘটেনি এবং অবসান হয়নি তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা সমূহের। এমনকি তাঁকে যামিনে পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। এর চেয়ে জঘন্য অবিচার আর কী হ'তে পারে?

পরিশেষে বর্তমান নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্দেশ্যে বলব, আজ সব সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি কার্যকর হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জঙ্গীবাদের পৃষ্ঠপোষকরাও গ্রেফতার হয়েছে। তাছাড়া শীর্ষ অপরাধীরাও এ বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য দিয়ে গেছে যে, 'ডঃ গালিব আমাদের সাথে জড়িত নন' *(প্রথম আলো, ডেইলী স্টার, যুগান্তর, ইনকিলাব, ১৬ মে '০৬)*। অতএব একটি মিথ্যা আর কতদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে? প্রফেসর ডঃ গালিবের মত নিরীহ নির্দোষ আলেমের উপর আর কত যুলুম চলবে? দেশ ও জাতীর কল্যাণের স্বার্থে এই যুলুমের অবসান হওয়া আবশ্যক। নতুবা আমরা সকলেই হয়তবা একদিন আল্লাহর গযবের শিকারে পরিণত হব। অতএব তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা সমূহ ৪৯৪ ধারায় প্রত্যাহার করে অনতিবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দানের জোর দাবী জানাচ্ছি! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের করণীয়

ডঃ মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল আলী*

[শেষ কিস্তি]

দ্বীন ক্বায়েমের জন্য অনৈসলামিক সরকারে শরীক হওয়া যাবে কি?

দ্বীন ক্বায়েমের শর্ত ব্যতীত নিম্ন বর্ণিত কারণ সমূহের দিক বিবেচনা করতঃ প্রচলিত কোন রাজনৈতিক দলের সরকারে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

(১) প্রচলিত রাজনীতি মানেই মানুষের উপর গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব ক্বায়েমের রাজনীতি। তারা মুসলমান হ'লেও ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীগণ কোন অবস্থাতেই বিনা শর্তে এমন কোন রাজনৈতিক দলের সরকারে যোগ দিতে পারেন না।

(২) মদ্য পান, মদের ব্যবসা, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি যেসব হারাম বিষয়গুলি দেশের প্রচলিত আইনে হালাল করে রাখা রয়েছে, সে সব বস্তু হারাম করার শর্ত ব্যতীত কোন সরকারে শরীক হ'লে, তা ঐ হারাম বস্তুগুলিকে হালাল বলে মেনে নেয়ার শামিল হবে। অথচ এমনটি ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীদের কাজ হ'তে পারে না।

(৩) শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন মূর্তিকে কেন্দ্র করে দেশে যেসব শিরকী কর্মকাণ্ড চালু আছে এগুলি পরিত্যাগ করার শর্ত বিহীন কোন সরকারে শরীক হ'লে, উক্ত শিরকী কর্মের প্রতি সমর্থন রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। অথচ এসবের প্রতিবাদ ও মূলোৎপাটন করাই হচ্ছে আসল কাজ।

(৪) শিরকী ও কুফরী কর্মের ছাড় দিয়ে দ্বীন ক্বায়েমের জন্য ক্ষমতা লাভ করা শরী'আত সম্মত নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এ জাতীয় ছাড়ের রাজনীতি করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,

وَلَوْلاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلاً، إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَتَجِدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا–

'আমি আপনাকে দৃঢ়পদে না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন, তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম, এ সময় আপনি আমার মোকাবেলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন না' *(বনী ইসরাঈল ৭৪-৭৫)*।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে সাঈদ ইবনু যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা শরীফ ত্বাওয়াফ করার সময় হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্পর্শ করছিলেন, এমন সময় কুরায়শরা তাঁকে বাধা দানপূর্বক বলেছিল, আমাদের দেবতাদের একটু নিকটে না গেলে তোমাকে তা স্পর্শ করতে দিব না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং মনে মনে ভাবছিলেন যে, হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে দেয়ার বিনিময়ে আমি যদি তাদের দেবতাদের নিকটে যাই, তাহ'লে এতে আমার কি অপরাধ হবে? আমি যে তা অপসন্দ করি, তাতো আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ কল্পনাকে অপসন্দ করলেন এবং উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন'।

অপর বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এ আয়াতটি ছক্বীফ গোত্রকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। তারা বলেছিল, আমাদেরকে এক বছর পর্যন্ত দেবতার মাধ্যমে সম্পদ আহরণের সুযোগ দিন। এজন্য যা কিছু হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হয়, তা গ্রহণ করার পর আমরা তা ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করব এবং মক্কার ন্যায় আমাদের উপত্যকাকেও হরম (সম্মানিত স্থান) হিসাবে ঘোষণা দেব। এতে সমগ্র আরবগণ তাদের উপর আমাদের কি ফযীলত আছে, তা অবগত হ'তে পারবে। তাদেরকে এ সুযোগ দেয়া যায় কি-না, এ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। তখন তাঁর উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়'।[১]

অপর বর্ণনায় রয়েছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন,

قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين فى شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গুনাহ থেকে মা'ছূম বা পবিত্র ছিলেন। তাঁর উম্মতের মধ্যকার কেউ যাতে আল্লাহ্র কোন হুকুম ও শরী'আতের কোন বিধানের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে মুশরিকদের কথার দিকে ঝুঁকে না পড়ে, সেজন্য তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়া হয়'।[২]

বৃহত্তর কল্যাণের দিক বিবেচনা করে আল্লাহ তা'আলা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মুশরিকদের দেবতাদের নিকটে যাওয়ার বা তাদেরকে দেবতাদের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করার অনুমতি না দেন, তাহ'লে দ্বীন ক্বায়েমের কর্মীদের

* *সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

১. *কুরতুবী, আহকামুল কুরআন ১০/৩০০*।
২. *তদেব*।

Contents

পক্ষেও বৃহত্তর কোন স্বার্থ হাছিলের জন্য শিরক লালন করে কোন সরকারে শরীক হওয়ার অনুমোদন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে থাকতে পারে না।

একটি মারাত্মক বিভ্রান্তিঃ

অনেকে প্রচলিত সরকারে অংশগ্রহণ করার বিষয়টিকে ইউসুফ (আঃ)-এর সময়কার সরকারে তাঁর অংশগ্রহণের সাথে তুলনা করে থাকেন। আবার অনেকে বলেন, প্রচলিত সরকারে অংশগ্রহণ হচ্ছে, ইসলামপন্থীদের একটি রাজনৈতিক পলিসি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সময়ে যেমন উপযুক্ত রাজনৈতিক পলিসি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি আমরাও আমাদের সময়ের উপযুক্ত রাজনৈতিক পলিসি গ্রহণ করছি মাত্র। এতে সমস্যার কি আছে?

মূলতঃ এটি একটি স্পষ্ট বিভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নয়। মনে রাখা আবশ্যক যে, যে বিষয়ে ছাড় দেয়া আমাদের নবীর জন্য জায়েয ছিল না, তা আমাদের জন্যও জায়েয নেই। কেননা এতে আল্লাহ্‌র তাওহীদের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়ে থাকে, অথচ এ ক্ষেত্রে কেবল তখনই ছাড় দেয়া যেতে পারে যখন শত্রু কর্তৃক জীবন নাশের আশঙ্কা থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশের রাজনীতি সে পর্যায়ে পৌঁছায়নি। বিধায় আমাদের পক্ষে তাওহীদের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়ার পলিসি অবলম্বন করা জায়েয হ'তে পারে না। আমাদেরকে আরো মনে রাখতে হবে যে, আমাদের নবী মক্কায় থাকাকালে দ্বীন ক্বায়েম করার জন্য তাওহীদের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে মুশরিকদের সাথে কোন রাজনৈতিক পলিসি গ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ন্যায় তাওহীদী দাওয়াতের উপর অবিচল থেকেই দ্বীন ক্বায়েমের রাজনীতি করতে হবে। এতে আল্লাহ্‌র মর্জি হ'লে দ্বীন ক্বায়েম হবে, নইলে নয়। এক্ষেত্রে ছয়-নয় করার কোন সুযোগ নেই। তা যদি থাকতো, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষে হিজরত করা ছাড়াই মক্কায় দ্বীন ক্বায়েম করা সম্ভব হ'ত। হিজরত করার প্রয়োজন ছিল না।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন কায়েমঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশে শতকরা ৯০% মুসলমানের বসবাস। সে হিসাবে এখানে দ্বীন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্বায়েম থাকারই কথা। কিন্তু বাস্তবে তা নেই। এ জন্য বহিঃশত্রুরা যতটুকু দায়ী, তার চেয়েও অধিক দায়ী হচ্ছে এদেশে বসবাসকারী মুসলমানরা। কেননা আমরা দ্বীন ক্বায়েমের কোন পূর্বশর্তই পূর্ণ করতে পারিনি। ইক্বামতে দ্বীনের জন্য ঈমান ও আমলে ছালেহ এর মৌলিক যে দু'টি শর্ত রয়েছে, সে দু'টি শর্ত পূর্ণ করা থেকে আমরা বহু দূরে অবস্থান করছি। আমাদের মধ্যে যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদের অনেকে নামে মুসলমান হ'লেও তাদের জীবনের কার্যাবলীর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তারা ছালাত ও ছিয়াম ইত্যাদি পালন করেন না। ইসলামী বিধান এ দেশের রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ক্বায়েম হয়ে এখানে আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত ও তাঁর আনুগত্য ক্বায়েম হোক, এ জাতীয় চিন্তা তারা নিজেরা করা তো দূরের কথা- কেউ সে চিন্তা করলেও তারা তা বরদাশত করতে পারেন না। যারা তা চান, তাদেরকে তারা মৌলবাদী বলে বাঁকা চোখে দেখেন। দ্বীনের সাথে রাষ্ট্র বা রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই মনে করে তারা দেশে ধর্মের নামে রাজনীতি করা বন্ধ করতে চান। ইসলাম ও এর অনুসারীদেরকেই সমাজ ও দেশের উন্নয়নের পথে এক নম্বর অন্তরায় বলে মনে করেন। দেশের উন্নতির জন্য তারা ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তে পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতি গ্রহণ করাকে পসন্দ করেন। ইসলামের সাথে এমন বৈরী ভাব রাখলে মুসলমান থাকা যায় কি-না, এ নিয়েও তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

আবার আরেক শ্রেণীর মুসলমান এমন রয়েছেন, যারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে ধর্মের কিছু বিধান পালন করে থাকেন, কিন্তু তারা ইসলামের সূদ বিহীন অর্থনীতিকে ভাল মনে করলেও ক্ষমতায় যেয়ে তা বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। তাদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ছালাত ক্বায়েম করলেও বা যাকাত প্রদান করলেও ক্ষমতায় যেয়ে তারা দেশের জনগণের প্রতি তা পালনের জন্য সরকারীভাবে কোন ফরমান জারী করেন না। দ্বীনের যে সব বিধি-বিধান লঙ্ঘন করলে শরী'আতে শাস্তির বিধান রয়েছে, অসংখ্য মুসলমান তা লঙ্ঘন করে থাকলেও তাদের উপর শরী'আতের নির্ধারিত সে শাস্তি প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা তারা করেন না। দেশের মানুষের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য চোর, ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের শাস্তি স্বরূপ পবিত্র কুরআনে যে সব বিধান রয়েছে, এর বাইরে মানুষের পক্ষে এদের শায়েস্তা করার জন্য অন্য কোন বিধান রচনা করে থাকেন। ইসলাম কল্যাণের ধর্ম এ কথা মুখে বা বক্তৃতায় বলে থাকলেও যেসব বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সে কল্যাণ আসবে, তা বাস্তবায়নের জন্যে তারা বাস্তব কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। এ জন্যে কাউকে সহযোগিতাও করেন না। যার কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। একজন মানুষ ছালাত ক্বায়েম না করলে তওবা করে ছালাত ক্বায়েম করা আরম্ভ না করা পর্যন্ত যেমন সে ব্যক্তি সার্বক্ষণিক কবীরা গোনাহের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, ঠিক তেমনি তারাও ক্ষমতায় যেয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী দেশের শাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা না করে মানব রচিত আইন অনুযায়ী করার কারণে সর্বদা কবীরা গোনাহের মধ্যে নিমজ্জিত থাকছেন, সে সম্পর্কেও তাদের কোন অনুভূতি নেই।

যারা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত রয়েছেন, তারা ঈমান ও আমলে ছালেহ এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকলেও তা সঠিকভাবে বুঝার ক্ষেত্রে তাদের অনেকের মধ্যে নানা রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। যার কারণে তাদের অনেকের

আক্বীদা ও বিশ্বাসে জ্ঞানগত, পরিচালনাগত, উপাসনাগত ও অভ্যাসগত শিরক রয়েছে। তাদের আমলের ক্ষেত্রে উত্তম বিদ'আতের নামে অনেক বিদ'আতী কর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

দ্বীন ক্বায়েমের জন্যে সকল মুসলমানের এক নেতা ও এক দলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে দেশের মুসলমানরা নানা ইসলামিক ও অনৈসলামিক দলে বিভক্ত হয়ে রয়েছেন। ইসলামী রাজনীতির বদলে অপর কোন রাজনীতি করার অর্থ যে আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বদলে মানুষ ও শয়তানের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করা, সে সম্পর্কেও আমাদের অনেকের কোন জ্ঞান নেই। আমরা স্বজ্ঞানে কেউই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ন্যায় কুফরী, শিরকী ও ফাসেকী কাজ করে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত প্রাপ্ত হ'তে চাই না ঠিকই, কিন্তু পবিত্র কুরআনের বিধান সমাজে বাস্তবায়নের পথে বিরোধিতা করার কারণে আমরা যে ওদের সাদৃশ্য হয়ে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত প্রাপ্ত হচ্ছি, সে সম্পর্কেও আমাদের কোন খবর নেই।

মুসলিম নামধারী আরো কিছু মুসলমান রয়েছেন, যারা তরীকত আর মা'রেফাত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এক সময় তারা রাজনীতিকে অপসন্দ করলেও বর্তমানে তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তা পসন্দ করেন।

এভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন ক্বায়েমের পূর্বশর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে এ দেশের মুসলমানদের দ্বারা তা ক্বায়েম হওয়ার কোন পরিবেশ গড়ে উঠছে না। এ অবস্থা যতদিন চলতে থাকবে ততদিন এ দেশে দ্বীন ক্বায়েম হওয়ার আশা করা যায় না।

এখানে এতো মুসলমান থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাতে দ্বীন ক্বায়েম হ'তে না পারার অর্থ হচ্ছে এখানে আল্লাহ্‌র একত্ব ও তাঁর আনুগত্য ব্যক্তি পর্যায়ে ক্বায়েম থাকলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তা ক্বায়েম নেই। তবে এজন্য কোন জঙ্গী অপতৎপরতারও কোন সুযোগ নেই। রাসূল ও তাঁর অনুসারীগণ যেমন জঙ্গী তৎপরতা পরিহার করে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামের পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তেমনি এখানে যারা দ্বীন ক্বায়েম করতে চান, তারাও রাসূলের সে পথ অবলম্বন করবেন। তাদের জানা উচিত যে, দ্বীন ক্বায়েমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পূর্বশর্ত পূরণ করে দ্বীন ক্বায়েম করতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরই যদি তের বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তাহ'লে আমাদেরকে এজন্য তেরশত বছরও অপেক্ষা করতে হ'তে পারে। আমাদের জীবদ্দশায় এখানে ইসলাম ক্বায়েম হচ্ছে না দেখে আমাদের ধৈর্যহারা হবার কিছুই নেই। কেননা যারা ইসলাম ক্বায়েম হওয়ার জন্য কাজ করেন, তাদের এতে হারাবার কিছুই নেই। তারা মরে গেলেও তাদের কর্মের প্রতিদান তারা পাবেন ইনশাআল্লাহ।

বর্তমান সময়ে আমাদের করণীয়ঃ

আমরা আখেরী নবীর আখেরী যুগের উম্মত। এ যুগে যে ইসলামের দুর্দিন হবে, সে সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বহু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। মুসলিম দেশের শাসন ব্যবস্থা ও শাসকদের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কেও তিনি অনেক কথা বলেছেন এবং সে সময় আমাদের করণীয় কী হবে, সে সম্পর্কেও তিনি অনেক উপদেশবাণী দান করেছেন। সে সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা করলেই আমরা আমাদের করণীয় ঠিক করে নিতে পারি। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

'হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন নবুঅত থাকবে, এরপর যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন নবুঅতের পদ্ধতি অনুযায়ী খেলাফত থাকবে, এরপর তিনি যখন চাইবেন, তখন তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর আসবে রাজতন্ত্র এবং তিনি যতদিন চাইবেন ততদিন তা থাকবে, এরপরে তিনি যখন চাইবেন তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর আসবে 'জবর দখলকারী শাসকদের যুগ এবং তিনি যতদিন তা চাইবেন ততদিন তা থাকবে। এরপর তিনি তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর পুনরায় নবুঅতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, এ কথাগুলো বলে তিনি নীরব হয়ে গেলেন'।[৩]

শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি শাসকদের অবস্থা সম্পর্কে উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অচিরেই অনেক আমীর হবে। তাদের অনেক কর্মকে তোমরা ভাল বলবে এবং অনেক কর্মকে তোমরা মন্দও বলবে। যে তাদের মন্দ কর্মকে চিনতে পারবে, সে এর আনুগত্য করা থেকে বিরত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিবে। আর যে এর প্রতিবাদ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে যে এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তা অনুসরণ করবে (সে-ই অন্যায় করবে)। লোকেরা বললঃ আমরা কি (তখন) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত ক্বায়েম করবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না'।[৪]

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন মুসলমানদের দেশে ইসলামী খেলাফত থাকবে না, তখন তাদের শাসকরা ভাল-মন্দ সব রকমেরই কাজ-কর্ম করবে। এমতাবস্থায় মুসলিম জনগণের করণীয় হবে; তারা তাদের মন্দ কর্মের অনুসরণ না করে সাধ্যানুযায়ী এর প্রতিবাদ করবে এবং উপদেশ দিবে। আর যতদিন শাসকরা ছালাত আদায় করবে, ততদিন

৩. *ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, (মিশরঃ মু'আসসাসাতু কুরতুবাহ তা.বি.), ৪/২৭৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১।*

Contents

তাদের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্রধারণ করা থেকে বিরত থাকবে। আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের করণীয় সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট করে বলেছেন,

'আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে যত নবী পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের সকলেরই কিছু অনুসারী ছিল, যারা তাঁদের সুন্নাত ও হেদায়াতকে অনুসরণ করতো। অতঃপর তাদের পশ্চাতে এমন সব লোকের আগমন ঘটেছিল, যারা এমন কথা বলতো, যা তারা পালন করতো না এবং এমন সব কাজ করতো, যা তাদেরকে করতে বলা হ'ত না। এমন লোকদের বিরুদ্ধে যে হাত দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন, যে মুখ দ্বারা জিহাদ করে সেও মুমিন, যে অন্তর দ্বারা জিহাদ করে সেও মুমিন। এরপরে সরষের দানা সমানও ঈমান থাকে না'।[৫]

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অতীতের নবীদের পরে তাঁদের উম্মতের মধ্য থেকে যে ধরনের শাসকের আগমন হয়েছিল, অনুরূপ শাসকদের আগমন ভবিষ্যতেও হবে। এমতাবস্থায় এমন শাসকদের ব্যাপারে জনগণের প্রারম্ভিক দায়িত্ব হবে তাদেরকে সৎকাজের উপদেশ দেওয়া এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া। তাতে যদি কোন ফল না হয়, তাহ'লে এমন শাসকদের ব্যাপারে তাদের তিন রকমের করণীয় থাকবে;

এক. শান্তিপূর্ণ পন্থায় এমন সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার জন্য অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন মাধ্যমে এ সরকারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান গড়ে তুলতে হবে এবং এভাবে সে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করবে।

দুই. এমন সরকার যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাযী না হয়, তাহ'লে দেশের জনসাধারণ দীর্ঘমেয়াদী অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে এ সরকারের পতন ঘটাবার জন্য চেষ্টা করবেন। দেশের সেনাবাহিনীও জনগণেরই একটি অংশ হওয়ায় তাদের পক্ষেও এ কাজে জনগণের সহযোগিতা করা তাদের ঈমানী দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে। তারা সরকারী চাকরী করে থাকলেও আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন সরকারের আদেশ পালন করতে তারা শারঈ দৃষ্টিতে বাধ্য নয়। এমতাবস্থায় তারা যদি সরকারকে জনগণের উপর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখেন, তাহ'লে এমন সরকারের যাবতীয় অন্যায় কর্মের দায় দায়িত্ব তাদের উপরেও বর্তাবে।

তিন. উপরোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যদি সম্ভব না হয়, তাহ'লে উক্ত সরকারকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে হবে। কোন মুমিনের পক্ষে এমন সরকারকে সমর্থন করা বৈধ হবে না। কেউ এমন সরকারের কাজ কর্মে রাযী ও খুশি হ'লে উক্ত হাদীছ অনুযায়ী তার ঈমান থাকবে না।

উপসংহারঃ

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধান। মানুষের যাবতীয় চিন্তা, চেতনা ও কর্মে ত্বাগূতের প্রভুত্ব ও আনুগত্যের বদলে আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করে তাদের ইহ ও পরকালীন জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে এ দ্বীন দান করা হয়েছে। যারা তা গ্রহণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে শান্তিময় জীবনের সুসংবাদ। আর যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের জন্য রয়েছে দুঃখময় জীবনের দুঃসংবাদ। পৃথিবীর সকল মানুষ স্বেচ্ছায় এ দ্বীন গ্রহণ করুক- এটা আল্লাহ্র একান্ত কাম্য। তবে এ জন্য কোন জোর-যবরদস্তী করা তাঁর কাম্য নয়।

মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এ দ্বীন ক্বায়েম হওয়া আবশ্যক। সমাজ ও রাষ্ট্রে তা ক্বায়েম হওয়ার জন্য রয়েছে কতিপয় পূর্বশর্ত। মুসলমানগণ যদি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কখনও তা পূর্ণ করেন, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা তা ক্বায়েমের প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরী করে দিবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ জন্য কোন আগ্রাসী বা আক্রমনাত্মক যুদ্ধের অনুমোদন ইসলামে নেই।

কোন মুসলিম প্রধান দেশে খেলাফত ক্বায়েম না থাকলে এবং রাষ্ট্রনায়করা শরী'আতের বিধান বিরোধী বিভিন্ন কর্ম করলেও যতদিন তারা নিজেরা ছালাত ক্বায়েম করবে এবং মুসলিম জনগণকে তা ক্বায়েম করতে বলবে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে যাওয়ার বৈধতা শরী'আতে নেই। কেননা এ অবস্থা পর্যন্ত ধরে নিতে হবে যে সেখানে খেলাফত ক্বায়েম না থাকলেও ব্যক্তি পর্যায়ে কিছুটা হ'লেও দ্বীন ক্বায়েম রয়েছে। যখন এটুকুও থাকবে না, তখন সে দেশে দ্বীন ক্বায়েমের যে সব পূর্বশর্ত রয়েছে, তা পূর্ণ করার কাজে মুসলমানদেরকে ব্রতী হ'তে হবে।

ইসলামের এ সুন্দর বিধান দেখে দেশের মুসলিম নামধারী শাসকগোষ্ঠীর আনন্দিত হবারও কিছু নেই। কেননা আমাদের দেশে দ্বীন ক্বায়েম না হওয়ার জন্য সে সব শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলমানরা হ'লেন এক নম্বর দায়ী। এ জন্য তাদেরকে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর দ্বিতীয় নম্বর দায়ী হ'লেন সেই সব মুসলমান, যারা এখানে ইসলাম ক্বায়েম করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকলেও এর পূর্বশর্ত সমূহ পূরণ করছেন না। বিশেষ করে এ জন্য ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত থেকে নিজেদের নেতৃত্ব নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন। এজন্য তাদেরকেও আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সুতরাং সাবধান হও হে অসতর্ক মুসলমান!

৫. মুসলিম, ১/৬৯পৃঃ।

Contents

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

*মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী**

[২য় কিস্তি]

কুরআনের প্রশংসায় বিধর্মী পণ্ডিতদের মন্তব্যঃ

স্যার উইলিয়াম ম্যুর তার Life of Mohammad গ্রন্থে বলেন, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পর এখনো তিন দশক অতিবাহিত হয়নি, অথচ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে শক্ত মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এ সকল ফিতনার এক বলি ছিলেন ওছমান (রাঃ)। এ সকল মতানৈক্য বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু সকল দলের একক কিতাব ছিল 'কুরআন'। কুরআন তেলাওয়াতে সকলের আস্থা-বিশ্বাসই, এ কথার অকাট্য প্রমাণ যে, যে কিতাব (কুরআন) আজ আমাদের নিকটে বর্তমান আছে, তা সেই কিতাব, যা মযলূম খলীফার (ওছমান) আদেশে সংকলিত এবং লিখিত হয়েছিল। অতএব মনে হয় পৃথিবীতে এটিই সেই একক কিতাব, যা সুদীর্ঘ বার শত বৎসর যাবৎ কোন ধরনের বিকৃতি থেকে অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত আছে'।[১]

ওহেরী (Wherry) তার 'তাফসীরে কুরআন' গ্রন্থে (১/৩৪৯) বলেন, 'সাধারণভাবে কুরআনই সেই পুরাতন আসমানী গ্রন্থ, যা রদবদল ও সংযোজন থেকে অনেক অনেক দূরে এবং সবচেয়ে অধিক মৌলিক ও সত্য'। ইংরেজী ভাষায় কুরআনের প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক পামর (Palmer) তার 'The Quran Introduction' গ্রন্থে বলেন, 'ওছমান (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত ও বিন্যাসিত কুরআনের কপিটিই আজ পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য কপি'।

লেনপুল (Lane Poole) বলেন, 'কুরআনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, তার মৌলিকতায় কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি, প্রত্যেকটি হরফ যা আমরা আজ পড়ে থাকি, তার ব্যাপারে আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারি যে, তের শতাব্দী পর্যন্ত এতে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি'।[২]

জার্মান কবি গ্যেটে বলেন, 'আমরা যখনই এ মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন করি তখন মুহূর্তেই তা আমাদের আকৃষ্ট ও অভিভূত করে। অতঃপর তা আমাদের অন্তরের গহীন থেকে টেনে তুলে আনে অনাবিল অকৃত্রিম ভক্তি। কুরআনের লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী এর রচনাশৈলী অনমনীয়, পূর্ণাঙ্গ ও চমকপ্রদ, যা চিরকালই মহিমান্বিত। ভবিষ্যতের প্রতিটি কালেই এ গ্রন্থ মানব সমাজে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করবে'।[৩]

মারগোলিয়োথ (Margoliouth) রডওয়েল (Rodwell) কৃত অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন, 'কুরআন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দেয়া ধর্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে এটা সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু তা যে বিশাল মানবগোষ্ঠীর উপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে, তা আর কোন ধর্মগ্রন্থের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মানুষের চিন্তা ও চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কুরআন এক অনাবিল আদর্শ'।[৪]

ডক্টর স্টীনগেস বলেন, 'এ গ্রন্থ সময় ও মানসিকতার দিক থেকে দূরবর্তী পাঠকের মনেও সৃষ্টি করে এক শক্তিমান আবেগ। এটি বিমুখ পাঠককে শুধু জয়ই করে না; বরং তার মনে সৃষ্টি করে অভূতপূর্ব বিস্ময়। এমন একটি গ্রন্থই প্রকৃতপক্ষে অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি ও মানবতার পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম'।[৫]

মরিস বুকাইলি বলেন, 'যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কুরআনের লেখক বলে দাবী করে থাকেন, এ যুক্তির মুকাবিলায় তাদের কোন কথাই আর গ্রহণযোগ্য থাকতে পারে না যে, একজন নিরক্ষর মানুষ সাহিত্যের গুণগত মানের বিচারে সমগ্র আরব সাহিত্যজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক হ'তে পারেন কিভাবে? আর সেই আমলে তিনি এমন সব বৈজ্ঞানিক সত্য কেমন করে ঘোষণা করলেন, যে সত্য তখন অপর কোন মানুষের পক্ষে উদ্ভাবন করা আদৌ সম্ভব ছিল না এবং আদৌ কোন ভুল না করে? এ গ্রন্থের বিভিন্ন ধারণা-প্রবাহ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গড়ে তোলা হয়েছে এবং তার ফলে এ সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হয়েছে যে, সপ্তম শতাব্দীর একজন মানুষ কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ে এমন সব বিবরণ দিয়েছেন, যা তাঁর নিজের আমলের নয় এবং সেই বিবরণের সত্যতাও কয়েক শতাব্দী পরে জানা গেছে। এ অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। এ কারণে অন্তত আমি মনে করি যে, কুরআন কোন মানবিক ব্যাখ্যা হ'তে পারে না'।[৬] তিনি আরো বলেন, 'কুরআনের কোন তথ্যই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বীকার করা যায় না, আমাদের গবেষণা থেকে এ মৌলিক সত্যই বেরিয়ে এসেছে'।[৭]

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের মধ্যে এ বিশ্বাস জাগ্রত হয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সমসাময়িক কালের জ্ঞানের অবস্থা

* *খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।*

১. *Life of Mohammad, p.22-23.*

২. *আবুল হাসান আলী নদভী, আন-নুবুওয়াতু ওয়াল আম্বিয়া, পৃঃ ১৩৩-১৩৪।*

৩. *T.P., Dictionary of Islam, p. 526.*

৪. *আবুল হাসান আলী নদভী, আল-ইসলাম আছারুহু ফিল হাযারাহ, পৃঃ ৮৭।*

৫. *Dictionary of Islam, P. 526-7.*

৬. *বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ১২৯, ১৩০।*

৭. *বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ১৫।*

এবং পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায়, ঐ সময়কার কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের গ্রন্থের লেখক হওয়া সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। এ বিবেচনাই কুরআনকে অনন্য স্থান প্রদান করেছে। বস্তুগত বিজ্ঞানের সাহায্যে কুরআনের ব্যাখ্যা একারণেই যেকোন নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব।[৮]

মানুষের উপর কুরআনের হক সমূহঃ

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে কুরআনের পরিচয় লাভের পর এক্ষণে বুঝতে হবে যে, এই কুরআনের সাথে আমাদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত? কারণ কুরআনের সাথে ভাল ব্যবহারের নামই তো দ্বীন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ধর্ম হ'ল কল্যাণ কামনার নাম। তিনবার একথা বলার পর ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কার কল্যাণ কামনা করা? তিনি বললেন, আল্লাহ, আল্লাহ্র কিতাব, মুসলিম নেতৃবর্গ এবং মুসলমান সর্বসাধারণের কল্যাণ কামনা'।[৯]

আমরা যদি কুরআনের সাথে ভাল ব্যবহার না করি তাহ'লে আমাদের ইহ ও পরজগত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের উপর কুরআনের যে সকল হকের কথা কুরআন-হাদীছের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে ভালভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, কুরআনের সাথে আমাদের ভাল ব্যবহারের অথবা অন্য ভাষায় আমাদের প্রতি কুরআনের হক সমূহের অন্ততঃ আট/নয়টি স্তর রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হ'ল-

প্রথমঃ কুরআনের উপর ঈমান আনাঃ

ঈমানের রুকন সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনা। যা ব্যতীত মানুষ ঈমানদার হ'তে পারে না এবং পরকালে মুক্তিলাভ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলি নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে' *(নিসা ১৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'বলুন! আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি' *(শূরা ১৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন, 'রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না' *(বাক্বারাহ ২৮৫)*।

৮. *Maurice Bucaille, The Quran and Modern Science, P. 18.* *সঊদী আরবের রিয়াদস্থ 'ওয়ামী' সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত লিফলেট থেকে সংগৃহীত।*

৯. *ছহীহ তিরমিযী, ২/৩৫১ পৃঃ, হা/১৯২৬।*

আল্লাহ্র কিতাব সমূহের উপর ঈমান না আনাকে কুরআনে গোমরাহী আখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং রাসূলগণের উপর ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হবে' *(নিসা ১৩৬)*।

কুরআন মাজীদে এরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে যদ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ এবং অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। হাদীছেও এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে। হাদীছে জিবরীল নামক প্রসিদ্ধ দীর্ঘ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরীল আমীনের প্রশ্নের উত্তরে ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ঈমান হচ্ছে- আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর গ্রন্থ সমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, শেষ দিবসের উপর এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপনের নাম'।[১০]

কুরআনের উপর ঈমান আনার অর্থ কি?

কুরআনের উপর ঈমান আনার অর্থ হ'ল, অন্তর দিয়ে একথা বিশ্বাস করা যে, এটি আল্লাহ্র কিতাব, যা জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ সত্য, এতে মিথ্যা এবং সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এতে যা বলা হয়েছে তা সত্য। এটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এর পরে আর কোন অহী আসবে না বা কোন নতুন কিতাবও নাযিল হবে না। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হেদায়াত ও আলোর জন্য এই কিতাব যথেষ্ট। এটি মানবতার মুক্তির সনদ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এটি পাঠ করা, অনুধাবন করা, বুঝা, সেমতে আমল করা ও জীবন গড়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক।

কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাবঃ

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) শেষ নবী নন (নাঊযুবিল্লাহ), তাহ'লে সে কাফের হয়ে যাবে। তদ্রূপ তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবও সর্বশেষ আসমানী কিতাব। কারণ আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো উপর কিতাব নাযিল করেন না বা অহীও পাঠান না। সুতরাং কুরআনের পর আর কোন আসমানী কিতাবের আগমন ঘটবে না। যদি কেউ মনে করে যে, কুরআন শেষ কিতাব নয় (নাঊযুবিল্লাহ) তাহ'লে সে ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে যাবে।

কুরআন আল্লাহ্র কালাম, মাখলূক নয়ঃ

ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ, মৃত্যু ৩২১ হিঃ) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ আক্বায়েদ গ্রন্থ 'আল-আক্বীদাতুত ত্বাহাবিয়্যাহ'তে বলেন, 'আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, কুরআন মাজীদ

১০. *মুসলিম 'কিতাবুল ঈমান' হা/১।*

Contents

আল্লাহ্‌র কালাম, আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এর ধরন সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। তিনি স্বীয় রাসূলের উপর তা অবতীর্ণ করেছেন অহি-র মাধ্যমে, মুমিনগণ তাঁকে এ ব্যাপারে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন যে, এটি বাস্তবে আল্লাহ্‌র কালাম, মানুষের কথার মত মাখলূক বা সৃষ্ট নয়। অতএব যে ব্যক্তি কুরআন শুনে মনে করবে যে এটি মানুষের কথা, সে কাফের হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাক তাকে দোষারোপ করেছেন এবং জাহান্নামের আযাবের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যেহেতু বলেছেন, 'আমি অতিসত্বর তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব' *(মুদ্দাছছির ২৬)*। অতএব যখন আল্লাহপাক সে ব্যক্তিকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করলেন, যে বলেছে 'এটি (কুরআন) তো মানুষেরই কথা' *(মুদ্দাছছির ২৫)* তখন আমরা জানতে পারলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, কুরআন সৃষ্টিকর্তারই কালাম, মানুষের কালামের সাথে এর কোন সাদৃশ্য নেই'।[১১]

উক্ত কিতাবে অন্যত্র তিনি আরো বলেছেন, 'আমরা কুরআন নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করি না, বরং এই সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, এটি আল্লাহ্‌র কালাম, যা রূহুল আমীন জিবরীল (আঃ) নিয়ে এসেছেন এবং নবীকুলের সরদার মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন। এটি আল্লাহ্‌র কালাম, মাখলূকের কথার সাথে এর কোন মিল নেই। আমরা কুরআনকে 'মাখলূক' মনে করি না এবং মুসলিম সমাজের বিরোধিতা করি না'।[১২]

দ্বিতীয়ঃ কুরআন শিক্ষা করা

কুরআনের সাথে আমাদের ভাল ব্যবহারের দ্বিতীয় স্তর হ'ল, কুরআন শিক্ষা করা। রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয'।[১৩] আর জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম। ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে ছালাত। ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত আদায় না করলে মানুষ কাফির-মুশরিকের সমতুল্য হয়ে যায়। এই ছালাত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূরা ফাতেহা এবং ততোধিক কুরআনের অংশ পড়া ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না'।[১৪] আলোচ্য হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, অন্ততঃ ছালাত পড়তে পারার মত কুরআন শিক্ষা করা নারী-পুরুষ সকলের জন্য যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআন শিক্ষা করার জন্য খুবই তাকীদ দিয়েছেন এবং কুরআন শিক্ষার্থীদের জন্য বড় ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

ওছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম তারাই, যারা কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'।[১৫] উকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব শিক্ষা কর এবং সব সময় তিলাওয়াত কর। আর যত সুন্দরভাবে পার কুরআন পাঠ কর। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে! এই কুরআন প্রসববেদনাময় উট যেমন রশি থেকে পালাতে চায়, তার চেয়েও দ্রুত মানুষের অন্তর থেকে সরে যায়'।[১৬]

উমামা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি অমুক গোত্রের অংশ ক্রয় করেছি। তাতে আমার অনেক লাভ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়েও অধিক লাভজনক বস্তু সম্পর্কে বলব না? লোকটি জিজ্ঞেস করল, এরচেয়েও কি লাভজনক কিছু আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি দশটি আয়াত শিখেছে সে এর চেয়েও বেশী লাভবান'। একথা শুনে লোকটি চলে গেল এবং দশটি আয়াত শিখে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সংবাদ দিল।[১৭]

কুরআনের ইলম শিক্ষার জন্য সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে গমনের ফযীলতঃ

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল সকাল মসজিদে আসে ভাল কিছু শিক্ষা করা এবং ভাল শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তার প্রতিদান হবে পরিপূর্ণ উমরা আদায়কারীর উমরার মত। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় আসে তার প্রতিদান হবে পরিপূর্ণ হজ্জ আদায়কারীর হজ্জের মত'।[১৮]

ইমাম ত্বাবারানী 'আল-মু'জাম আল-কাবীর' গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'যে ব্যক্তি ভাল শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মসজিদে আগমন করবে, তার প্রতিদান হবে পরিপূর্ণ হজ্জ আদায়কারীর হজ্জের মত'।[১৯]

কুরআন শিক্ষার জন্য মসজিদে আসার ছওয়াব জিহাদে অংশগ্রহণের ন্যায়ঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের মসজিদে ভাল শিক্ষা করা (কুরআন শিক্ষা করা) বা ভাল শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসবে, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার ন্যায় ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসবে, সে যেন অন্য সরঞ্জামের দিকে তাকিয়ে থাকে'।[২০]

১১. *আক্বীদায়ে ত্বাহাবিয়া, পৃঃ ৪০-৪১।*
১২. *আক্বীদায়ে ত্বাহাবিয়া, পৃঃ ৬০।*
১৩. *ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর, হা/৩৯১৩।*
১৪. *ছহীহ আবূদাঊদ, ১/২৩২ পৃঃ, হা/৮২২।*
১৫. *বুখারী, হা/৫০২৭ 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়।*
১৬. *মুসনাদু আহমাদ ৪/১৪৬ পৃঃ, হা/১৭৪৫০, ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর হা/২৯৬৪।*
১৭. *ত্বাবারানী, হায়াতুছ ছাহাবা, পৃঃ ৭৫৫, হা/৩৮৬৯; মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৭৫৫ পৃঃ, হা//২০৯৬।*
১৮. *মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১৫৮ পৃঃ, হা/৩১১।*
১৯. *ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৪৫ পৃঃ, হা/৮৬।*
২০. *মুস্তাদরাকে হাকেম, ১/১৫৮ পৃঃ, হা/৩১০; ছহীহুত তারগীব, ১/১৪৬ পৃঃ, হা /৮৭; ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর হা/৬১৮৪।*

কুরআন শিক্ষার্থীর জন্য জান্নাত লাভ সহজতর হয়ে যায়ঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (কুরআনের) জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন রাস্তায় চলবে বা পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহপাক তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন'।[২১]

কুরআন শিক্ষা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিরাছঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি মদীনার বাজারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে বাজারবাসী! তোমরা কি অপারগ হয়ে গেছ? লোকেরা বলল, হে আবু হুরায়রা! তা আবার কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিরাছ বণ্টন হচ্ছে অথচ তোমরা এখানে, তোমরা কি সেখানে গিয়ে নিজের অংশ গ্রহণ করবে না? লোকেরা বলল, তা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। অতঃপর লোকজন দৌড়ে মসজিদে গেলেন। এদিকে আবু হুরায়রা (রাঃ) তারা চলে আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকেরা ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হ'ল? লোকেরা বলল, হে আবু হুরায়রা! আমরা মসজিদে উপস্থিত হয়েছিলাম কিন্তু তথায় কোন বস্তু বণ্টন হ'তে দেখলাম না। তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, মসজিদে কাউকে দেখনি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ দেখেছি, কতক লোক ছালাত আদায় করছিল, আর কতক কুরআন পড়ছিল, আর কতক হালাল-হারাম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিল। তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আরে! এটিই তো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মিরাছ'।[২২]

ফেরেশতারা কুরআন শিক্ষা অর্জনকারীদের সম্মান করেনঃ

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ এর দ্বারা তাকে জান্নাতের পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন'।[২৩]

ছাফওয়ান ইবনু আসসাল (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম, তখন তিনি মসজিদে নববীতে একটি লাল চাদর গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি বললেন, 'কুরআনের জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য স্বাগতম। জ্ঞানার্জনকারীকে ফেরেশতাগণ তাঁদের ডানা দিয়ে ঘিরে রাখে। অতঃপর একের উপর এক চড়তে থাকে, এমনকি নিম্ন আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কারণ তাঁরা জ্ঞান অর্জনকারীকে ভালবাসে'।[২৪]

কুরআনের জ্ঞানার্জন নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তমঃ

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইবাদতের ফযীলতের চেয়ে জ্ঞানার্জনের ফযীলত অধিক, আর তোমাদের উত্তম ধর্ম হ'ল পরহেযগারিতা'।[২৫]

কুরআন শিক্ষার সময়ঃ

কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য জীবনের কোন কাল বা সময়কে নির্দিষ্ট করা হয়নি। বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা অর্জনের সময়। অনেকে ভুল ধারণা বশতঃ বলে থাকে যে, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাওয়ার পর শিক্ষার সময় থাকে না। একথাটি একেবারে ভিত্তিহীন এবং মনগড়া কথা। ইতিহাস একথা প্রমাণ করে যে, অধিকাংশ ছাহাবীগণ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরেই কুরআনের শিক্ষা অর্জন করেন। কারণ যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর অহী আসা বা কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বয়স ছিল চল্লিশের উর্ধ্বে। আবু বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর তিন বছরের ছোট। আর কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কাল প্রায় তেইশ বৎসর। তাহ'লে যখন কুরআন অবতীর্ণ সম্পন্ন হচ্ছিল তখন আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) সহ আরো অনেক ছাহাবীর বয়স হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন এবং ষাটের কাছাকাছি। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ছাহাবীগণের অনেকেই কুরআন শিখেছেন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেই। সুতরাং বড় হয়ে কুরআন শিখতে বা কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে লজ্জার কিছু নেই। তবে শিশু কালে জ্ঞানার্জন বেশী উত্তম। কারণ বাল্যকালই শেখার জন্য উপযুক্ত সময়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় 'মুহকাম' শিখে ফেলেছিলাম, জিজ্ঞেস করা হ'ল 'মুহকাম' কি? উত্তরে বললেন, তা হ'ল 'মুফাছছাল'।[২৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তখন তিনি দশ বছরের বালক ছিলেন।[২৭] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, বিশুদ্ধ উক্তি মতে মুফাছছালের অর্থ হ'ল সূরা 'হুজুরাত' থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত।[২৮] ইবনু সাঈদ ও অন্যান্যরা বলেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস কর, কারণ আমি বাল্যকালে কুরআন মুখস্থ করেছি।[২৯]

ইবনু আবীদাউদ ছহীহ সনদে আশ'আছ ইবনু কায়স থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি এক ছোট বালককে ইমামতির জন্য আগে বাড়িয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে এর কারণে দোষারোপ করল, তখন তিনি বললেন, আমি নই, বরং কুরআনই তাকে আগে বাড়িয়েছে।[৩০]

---

২১. *মুসলিম, হা/২৬৯৯ 'যিকর' অধ্যায়।*
২২. *ত্বাবারানী, আল-মু'জাম আল-আউসাত, ছহীহুত তারগীব ১/১৪৪ পৃঃ, হা/৮৩।*
২৩. *ছহীহ আবূদাঊদ ২/৪০৭ পৃঃ, হা/৩৬৪১।*
২৪. *আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান, মুস্তাদরাকে হাকেম, ১/১৬৯ পৃঃ, হা/৩৪০, ছহীহুত তারগীব, ১/১৩৯ পৃঃ, হা/৭১।*
২৫. *ত্বাবারানী, বায্যার, ছহীহুত তারগীব, ১/১৩৭ পৃঃ, হা/৬৮; মুস্তাদরাকে হাকেম, ১/১৬০ পৃঃ, হা/৩১৭; ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৭২৭।*
২৬. *ছহীহ বুখারী, 'কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন', হা/৫০৩৬।*
২৭. *বুখারী হা/৫০৩৫।*
২৮. *ফাতহুল বারী ৯/১০৫ পৃঃ।*
২৯. *ফাতহুল বারী, ৯/১০৫ পৃঃ।*
৩০. *ফাতহুল বারী, ৯/১০৫ পৃঃ।*

আমর ইবনু সালমা (রাঃ) বলেন, আমরা এমন জায়গায় বসবাস করতাম যেখান দিয়ে লোকেরা আসা-যাওয়া করত, তারা যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছ থেকে আসত, তখন তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর কথাগুলি আমাদেরকেও বলত। আমি একজন স্মরণশক্তি সম্পন্ন বালক ছিলাম। অতএব আমি এইভাবে কুরআনের অনেক অংশ মুখস্থ করে ফেললাম। পরে আমার পিতা অন্যান্য লোকদের সাথে আমাকে সহ নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হ'লেন। তিনি তাঁদেরকে ছালাত শিক্ষা দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কুরআন বেশী জানে সে ইমামতি করবে। আর আমি ছিলাম তাঁদের মধ্যে বেশী কুরআন মুখস্থকারী। তখন তাঁরা আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলেন। অতএব আমি তাঁদের ইমামতি করতে লাগলাম। .... আমি তখন সাত/আট বছরের বালক ছিলাম'।[৩১]

সৎ নিয়তে কুরআন শিক্ষা করাঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তা দ্বারা আল্লাহ্র কাছে জান্নাত চাও। কিছুসংখ্যক লোক দুনিয়া হাছিলের উদ্দেশ্যে কুরআন শিক্ষা করবে। কুরআনের শিক্ষার্থী তিন প্রকারঃ (১) ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে মানুষের কাছে গর্ব করার জন্য (২) ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে কুরআনকে জীবিকার উপায় বানানোর জন্য এবং (৩) ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য।[৩২]

অসৎ নিয়তে কুরআন শিক্ষা করার শাস্তিঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা প্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে তাদের পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ... এদের মধ্যে আর এক ব্যক্তি হবে, যে কুরআন শিক্ষা করেছে এবং কুরআন পড়েছে ও শিক্ষা দিয়েছে। তাকে আল্লাহপাক হিসাবের জন্য ডাকবেন এবং বলবেন, আমি কি তোমাকে কুরআন শিক্ষা দেইনি? সে বলবে, হ্যাঁ প্রভু। অতঃপর আল্লাহপাক জিজ্ঞেস করবেন, তাতে তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে, প্রভু! আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুরআন শিক্ষা করেছি, অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি এবং দিন রাত পাঠ করেছি। তখন আল্লাহপাক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহপাক বলবেন, তুমি কুরআন শিখেছ, যেন লোকেরা তোমাকে আলেম বলে, আর কুরআন পড়েছ যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর আল্লাহপাকের আদেশে তাকে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৩৩]

[চলবে]

---

৩১. *ছহীহ আবুদাঊদ, ১/১৭৪ পৃঃ, হা/৫৮৫।*
৩২. *বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, হা/১১৮২; সিলসিলা ছহীহা ১/৫১৯ পৃঃ, হা/২৫৮।*
৩৩. *মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযায়মা, ছহীহু সুনানিত তিরমিযী হা/২৩৮২); ছহীহুত তারগীব ১/১১৪ পৃঃ, হা/২২; মুসলিম হা/১৯০৫ 'কিতাবুল ইমারাহ'।*

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ও বাংলার মুসলমান : একটি পর্যালোচনা

*এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ**

আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন হ'ল ইসলাম। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম' *(আলে ইমরান ১৯)*। এই দ্বীন ইসলামের অনুসারীরাই পৃথিবীতে 'মুসলিম' নামে অভিহিত। আমরা মুসলিম। কারণ আমরা আল্লাহ্র পসন্দনীয় দ্বীন ইসলামে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী। ইসলাম কী? পৃথিবীর মানুষকে সুনির্দিষ্ট একটি সরল-সঠিক পথে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনার জন্য সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের মাধ্যমে যুগে যুগে যে জীবন বিধান (অহি) অবতীর্ণ হয়েছে, তাই 'ইসলাম'। যার সূত্রপাত হয়েছে আদম (আঃ) থেকে এবং পরিপূর্ণ হয়েছে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে। বর্তমানে তা পাওয়া যাবে কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে, অন্য কোথাও নয়। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে দান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا–

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' *(মায়েদা ৩)*।

বিদায় হজ্জের ময়দানে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে ছাহাবায়ে কেরাম জানতে পারলেন যে, দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে যে ধর্মের বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়ে আসছে আজ তা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তবে উক্ত আয়াত মুসলিম উম্মাহর জন্য যেমন সুসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল, তেমনি একটি বেদনারও সংবাদ ছিল, যা উপলব্ধি করতে ছাহাবায়ে কেরামের অসুবিধা হয়নি। এ কারণে আনন্দের দিনেও রাসূল (ছাঃ)-কে হারানোর বেদনায় তাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ছাহাবীগণের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন, যা ঐতিহাসিক 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' নামে সুপরিচিত। সেই ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে

---

* *পি.এইচ-ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

যাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই দু'টি জিনিসকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধারণ করে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর সেই দু'টি জিনিস হ'ল আল্লাহ্র কিতাব (মহাগ্রন্থ আল-কুরআন) এবং অন্যটি হ'ল আমার সুন্নাত'।[১] উক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং এর একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ–

'তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার ইত্তেবা (অনুসরণ) কর। (সাবধান!) আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন আওলিয়ার অনুসরণ কর না' *(আ'রাফ ৩)*।

তিনি আরও বলেন,

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ–

'হে বিশ্বাসী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের নেতাদের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড় তাহ'লে তা সমাধানের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক' *(নিসা ৫৯)*। কেননা হক্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ–

'হে নবী! আপনি বলে দিন, হক্ব তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আসে। সুতরাং যার ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করুক, আবার যার ইচ্ছা তা বর্জন করুক' *(কাহফ ২৯)*।

পক্ষান্তরে এই দু'টি উৎস বাদে অন্য কোন উৎস হ'তে ইসলামের কোন বিষয় সন্ধান করলে সেটা আল্লাহ্র নিকটে গৃহীত হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ–

'কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করলে, তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরাম ৮৫)*।

সুতরাং ইসলাম যে একমাত্র আল্লাহ্র অহি এবং অহি ভিন্ন অন্যান্য সবই যে ইসলাম বহির্ভূত এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

বর্তমান পৃথিবীতে বহু ধর্ম বিদ্যমান। প্রত্যেক ধর্মের কিছু না কিছু অনুসারীও আছে। এমন অনেক ধর্ম আছে যার কোন তাত্ত্বিক অস্তিত্ব নেই; যা শুধুমাত্র কিছু অনুসারীর মধ্যেই টিকে আছে। আবার এমন অনেক ধর্ম আছে, যার অনুসারী ইসলাম ধর্মের অনুসারীর তুলনায় অনেক বেশী। তবে একটা বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, সংখ্যা কখনই সত্যের মাপকাঠি নয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ 'আমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা কম হবে' *(সাবা ১৩)*। এই স্বল্পসংখ্যক হক্বপন্থী মানুষ সকল বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক্বের উপরে অটল ও অবিচল থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَالِكَ–

'আমার উম্মতের মধ্যে চিরকাল একটি দল হক্বের উপর টিকে থাকবে, পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই ক্বিয়ামত এসে যাবে। অথচ তারা সে অবস্থাতেই টিকে থাকবে'।[২]

আমরা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মুসলিম। আল্লাহ তাঁর পসন্দনীয় ধর্মকে অবতীর্ণ ও পূর্ণতা দান করেছেন মক্কা ও মদীনা তথা সঊদী আরবে, যা আমাদের মাতৃভূমি হ'তে হাযার হাযার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে এখন থেকে প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, দ্বীন ইসলাম তথা কুরআন ও হাদীছের ভাষা আরবী। পক্ষান্তরে আমরা বাঙ্গালী, আমাদের ভাষা বাংলা। সুতরাং এদেশের মানুষের হৃদয়ে সংগত কারণেই একটা প্রশ্ন এসে যায়- দেড় হাযার বছর পূর্বে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হাযার হাযার কিলোমিটার দূর হ'তে কখন এবং কিভাবে এই ভারতবর্ষে দ্বীন ইসলামের আগমন ঘটলো?

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ঘটেছে প্রধানতঃ দু'ভাবে। এক- আরব বণিক ও ওলামায়ে দ্বীনের খাছ দা'ওয়াতের মাধ্যমে; যার সূত্রপাত ঘটে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই। দুই- ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের নেতৃত্বে সশস্ত্র জিহাদ ও পরবর্তীতে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

১. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬ 'ঈমান' অধ্যায়, সনদ হাসান।*

২. *মুসলিম 'ইমারত' অধ্যায় হা/১৯২০।*

প্রথমতঃ ভূমধ্যসাগর হ'তে আরব সাগর হয়ে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে আরব বণিকগণ সুদূর চীন দেশে বাণিজ্য করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম তাদের মাধ্যমেই এই দীর্ঘ সমুদ্র পথের কূলে কূলে অবস্থিত বাণিজ্য কেন্দ্র সমূহে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। তাঁদের অনেকেই এসব স্থানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসতিও স্থাপন করেন।[৩] এই আরব বণিকদের মাধ্যমেই সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের সুমহান বাণী ছড়িয়ে পড়ে। এসব এলাকার তৎকালীন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা মুসলিম জনগণের আচরণে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম কবুল করে। এ কারণে কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ প্রভৃতি এলাকায় ইসলাম বিজয় লাভ করে। একই যাত্রাপথে আরব বণিকগণ মাঝে-মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরেও আসতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার কারণে তারা এসব এলাকায় সময়ও কাটাতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবসরে তাঁরা এদেশের জনগণকে তাঁদের গৃহীত ধর্ম ইসলামের দা'ওয়াতও দিতেন। যে কারণে এখন পর্যন্ত ঐ এলাকার লোকদের ভাষায় আরবী ফার্সী শব্দের আধিক্য, আলেম-ওলামার সংখ্যাধিক্য, নারীদের কড়া পর্দাপ্রথা ইত্যাদি প্রাচীন আরবদের স্বভাব হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। উপ-মহাদেশীয় বিচারে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচীকে যেমন 'বাবুল ইসলাম' বলা হয়, আদম (আঃ)-এর অবতরণস্থল হিসাবে সরনদ্বীপ বা শ্রীলঙ্কাকে যেমন আরবদের শুধু নয় গোটা মানব জাতির পিতৃভূমি বলা হয়; মক্কা হ'তে মুহাদ্দিছগণের আগমন ও অবতরণস্থল হিসাবে দক্ষিণ ভারতের গুজরাটকে 'বাবু মক্কা' বলা হয়, অনুরূপভাবে বাংলাদেশের চট্টগ্রামকে 'বাবুল ইসলাম' বা ইসলামের প্রবেশ দ্বার বলা হয়।[৪]

দ্বিতীয়তঃ ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজী ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খৃস্টাব্দে অত্যাচারী ব্রাহ্মণ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে রাজনৈতিকভাবে এদেশে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এর মাধ্যমে উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় মুসলমানদের সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়াভিযান শুরু হয়।

এই দু'টি মাধ্যমকে আবার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম মাধ্যমের চেয়ে দ্বিতীয় মাধ্যমে এদেশের মানুষ বেশী মুসলিম হয়। তবে আরব বণিক ও ওলামায়ে দ্বীনের খাছ দা'ওয়াতের মাধ্যমে যে গুটিকয়েক মানুষ ইসলাম কবুল করেন, তারা নির্ভেজাল (Pure) ইসলাম তথা সরাসরি আল্লাহ্‌র অহি-র ইসলাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিল না শিরক ও বিদ'আতের সংমিশ্রণ, ছিল না বাতিল রায় ও কিয়াসের ছড়াছড়ি, ছিল না কোনরূপ মাযহাবী দলাদলি, তরীক্বা ও পীর-মুরীদীর ভাগাভাগি। সে কারণে প্রতিটি ধর্মীয় ব্যাপারেই তারা সরাসরি হাদীছ থেকে সমাধান তালাশ করতেন। যার প্রভাব সমাজে এখনো পরিলক্ষিত হয়। এখনো কোন বস্তুর সন্ধান না পেলে ঐ অভ্যাসের বশে সমাজের লোক বলে থাকে 'জিনিসটির হদিস পাওয়া গেল না'।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মাধ্যম তথা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হয় সত্য। কিন্তু ঐ সকল বিজেতাদের এবং তাদের অনুসরণীয় ছূফী ও দরবেশদের মাধ্যমে যে ইসলাম এ দেশে প্রচারিত হয়, তা মূল ইসলাম থেকে ছিল অনেক দূরে। যাকে বলা যায় Popular ও রেওয়াজী ইসলাম। এখানে ছিল রায়-ক্বিয়াসের বাড়াবাড়ি, ছিল পীরপূজা ও কবর পূজাসহ বিভিন্ন শিরক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি। সাথে সাথে ভাগ্যান্বেষী পীর-ফক্বীরদের এবং তথাকথিত আলেমদের প্রচারিত বিদ'আতে হাসানার নামে এই ধর্মে ইসলামের লেবাস পরিধান করে অনুপ্রবেশ ঘটেছে প্রতিবেশী হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বহু অনুষ্ঠান। ফলে পূর্ব থেকে যেসকল মুসলমান মূল ও অবিমিশ্রিত আরবীয় ইসলাম তথা Pure ইসলামে অভ্যস্ত ছিলেন, তা থেকে তারা ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকেন এবং আস্তে আস্তে ছূফীদের ও রাজাদের চালু করা রেওয়াজী ইসলামকে জনগণ প্রকৃত ইসলাম ভাবতে শুরু করে। তাছাড়া এদেশে বখতিয়ার খিলজীসহ যে সকল সামরিক নেতার আগমন ঘটে, তাদের বেশীরভাগই ছিলেন নওমুসলিম, অনারব তুর্কী গোলাম এবং মাযহাবের দিক দিয়ে হানাফী।[৫]

আর যে সকল মোগল মুসলিম শাসক এদেশ শাসন করেছেন, এদের ধর্মীয় পরিচয় মুসলিম হ'লেও ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না। তাঁদের শাসন ব্যবস্থাও ইসলামী ছিল না। বরং তাঁরা ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন সময় ইসলামকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। পোষাক-পরিচ্ছদেও হিন্দুদের সাথে তাদের যথেষ্ট মিল ছিল। যেমন মোগলদের দরবারে সাধারণ পোষাক ছিল ঘেরদার পায়জামা ও হিন্দুয়ানী পাগড়ী। হিন্দু রাজাদের মত মুসলিম আমীর ওমার ও বাদশাহরা গহনা পরিধান করতেন। সালামের পরিবর্তে তারাই কুর্ণিশের নামে মানুষ হয়ে মানুষকে সিজদা দেওয়ার রেওয়াজ চালু করেন। এমনকি তখন মুসলমানরা বিনা দ্বিধায় হিন্দুদের সাথে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট

৩. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দা'ওয়াত ও জিহাদ, (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ৬।*

৪. *দা'ওয়াত ও জিহাদ, পৃঃ ৭।*

৫. *তদেব, পৃঃ ৮।*

হুমায়ূনের যুগে মুসলমানদের মধ্যে 'তা'যিয়া পূজার' আগমন ঘটে। সম্রাট আকবর নিজের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার মানসে ভারতবর্ষের সব ধরনের মানুষের সমর্থন পাওয়ার আশায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের সংমিশ্রণে এক নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটান, যার নাম দেন 'দ্বীনে এলাহী'। সম্রাট জাহাঙ্গীরের যুগে কুর্ণিশ করা তথা বাদশাকে সিজদা করার প্রথা আরো জোরদার হয়। সম্রাট শাহজাহান তাঁর স্ত্রীর (মমতাজ) কবরের উপরে বিরাট সৌধ (তাজমহল) নির্মাণের মধ্য দিয়ে কবরপূজা জোরেশোরে শুরু করেন এবং তা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায়। এমনিভাবে ঐ সকল মুসলিম সম্রাটদের মাধ্যমে এদেশে রাজনৈতিকভাবে ধর্মের নামে বহু শিরক ও বিদ'আতের আমদানী হয়েছে, যা এখনো বহুলাংশে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান আছে।

এর পাশাপাশি তৎকালীন যামানায় যে সকল আলেম-ওলামা ছিলেন তাঁরাও বিভিন্ন প্রকার অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন। বিশেষ করে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় যেকোন প্রকার সমস্যার সমাধান স্ব স্ব মাযহাবের সিদ্ধান্তের আলোকেই করতেন। অনেক ক্ষেত্রে মাযহাবী সিদ্ধান্তের বিপরীতে ছহীহ হাদীছকেও বাদ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। তাঁরা কেবল ঐ হাদীছগুলো মান্য করতেন, যেগুলো তাঁদের ইমাম কর্তৃক গৃহীত বা স্বীয় মাযহাব কর্তৃক স্বীকৃত ছিল। যেকারণে বিখ্যাত সাধক ও ভারতবর্ষে আগত প্রথম হাদীছের কিতাব 'মাশারেকুল আনওয়ার' গ্রন্থের হাফেয শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৪-৭২৫ হিঃ/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) যখন সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের সময়ে দিল্লীর সেরা আলেমদের সঙ্গে একটি মাসআলা সম্পর্কে হাদীছ দ্বারা জওয়াব দিতে থাকেন, তখন তারা পরিষ্কার বলে দেন যে,

هند مین فقهی روایات کی قانونی حیثیت خود احادیث

سے بهی زیاده هے، آب ابو حنیفة کی رائے بیش کیجئے

'ভারতীয় ইসলামী আইনশাস্ত্রে হাদীছের চাইতে ফিক্বহের গুরুত্ব অধিক। অতএব আপনি হাদীছ বাদ দিয়ে এই মর্মে আবু হানীফার রায় পেশ করুন'। তৎকালীন ভারতবর্ষের ঐ সকল সেরা আলেমদের এই আচরণ দেখে তিনি অত্যন্ত হতবাক হয়ে যান এবং এই বলে দুঃখ প্রকাশ করে দরবার থেকে বেরিয়ে আসেন যে,

ایسے ملك میی مسلمان کب تك باقی رهینگے جهان ایك

فرد کی رائے کو احادیث یر فوقیت دیجاتی هے؟

'ঐ দেশে মুসলিম কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে, যে দেশে একজন ব্যক্তির রায়কে হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে?'[৬]

এছাড়া মুসলিম শাসকদের ধর্ম সম্বন্ধে অতি উদারতা, হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মুসলমানদের আগ্রহ ও অনুরাগ, হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান সদৃশ মুসলিমদের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পার্বণ গড়ে তোলা; মুসলিম বাদশা-নবাব-সুলতানদের হিন্দুবিবাহে আগ্রহ[৭] ইত্যাদি কারণে মুসলিমদের ধর্মাচরণে একটি দেশজ লৌকিক রূপ যুক্ত হয়ে পড়ে, যা ইসলামের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। Titas Murray তাঁর 'Indian Islam' গ্রন্থে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর হিন্দু প্রভাবের যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ ১. হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ ২. মুসলিম পীরের হিন্দু মুরীদ ও অপরদিকে হিন্দু সাধকের মুসলিম শিষ্য ৩. মুসলিম-মানসে হিন্দু চিন্তা-দর্শন ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব এবং ৪. ধর্মীয় শিক্ষার পটভূমি ব্যতীত অসম্পূর্ণ ধর্মান্তর।[৮]

আজকের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, উপরোক্ত বিষয়গুলি আজো সমাজে কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করে আছে। হিন্দু-মুসলিম বিবাহ তো হরহামেশাই হচ্ছে। ধর্মের মুহাব্বতে নয়; বরং নিছক ভাল লাগার কারণেই একটি ভিন্ন ধর্মের ছেলে বা মেয়ের সাথে মুসলিম ছেলে বা মেয়ের বিবাহ অহরহ ঘটছে। সেক্ষেত্রে হয়তো এতটুকু অবস্থার উন্নতি হয়েছে যে, আগে কোন হিন্দু মেয়ে বা ছেলের সাথে মুসলিমের বিয়ে হ'লে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই পরিবারভুক্ত তথা স্বামী-স্ত্রী হ'লেও ধর্মের বিষয়ে যে যার ধর্ম পালন করত। কিন্তু বর্তমানে আর ভিন্ন ধর্মী না থেকে একটি ধর্মের অধীনেই তারা জীবন যাপন করছে। এমতাবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণগুলির চতুর্থ বিষয়টির অবতারণা ঘটছে। অর্থাৎ বৈবাহিক কারণে নতুনভাবে গ্রহণ করা স্বামী বা স্ত্রীর ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রকার জ্ঞান না থাকার কারণে দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তি বা পারিবারিক ক্ষেত্রে ধর্মের যে অনুসরণ প্রয়োজন তাও সম্ভব হয়ে উঠছে না । আর পীর-মুরীদের বিষয় সেতো বলার অপেক্ষাই রাখে না। দেশের নামীদামী পীরের আস্তানায় হিন্দু মুরীদের আনাগোনা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এমনকি অনেক পীরের আস্তানায় হিন্দু খাদেমও বিদ্যমান। সাথে সাথে দেশীয় বা জাতিগত আচার-

---

৬. *তদেব, পৃঃ ১২।*
৭. *আজিজুর রহমান মল্লিক, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত, (ঢাকাঃ ১৯৮২), পৃঃ ৩।*
৮. *আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকাঃ ১৯৬৪), পৃঃ ১৬।*

Contents

অনুষ্ঠান অথবা প্রগতির দোহাই দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে অহরহ প্রবেশ করছে বিজাতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি।

মুসলিম সংস্কৃতিতে হিন্দু সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক বলেন, বাংলা তথা ভারতীয় ইসলামে মধ্যযুগ থেকে হিন্দু প্রভাব কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তার কিছু নমুনা দেখা যাবে বর্তমান পাক-ভারত উপমহাদেশে যেভাবে ১০ই মুহাররম উদযাপিত হয় তার মধ্যে। মুসলিম সামাজিক পর্বগুলোর মধ্যে ইসলাম ধর্মের মতই সংযম ও শালীনতার একটা দৃঢ় বাঁধন রয়েছে। অথচ মুহাররমের জাঁকজমকপূর্ণ যে উল্লাস তা হিন্দু পূজা-পার্বণগুলোর অনুকরণ। তাছাড়া এর তা'যিয়া নির্মাণ এবং দশম দিবসে মঞ্জিল মাটি তাও দূর্গাপূজার প্রতিমা গঠন ও দশমীর দিনে বিসর্জনের মত। হিন্দুদের গরু পূজা আর মুসলিমদের পীরপূজা, পীরের দরগার উরস এবং অলি-আউলিয়াদের মাযারে অতিরিক্ত যিয়ারতে শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে হিন্দুদের তীর্থস্থানের মত করে তোলা, বাংলাদেশের অশিক্ষিত ও গ্রাম্য মুসলিম সমাজে হিন্দুদের পৌরাণিক সমুদ্র দেবতার মত খোয়াজ খিজিরকে মেনে চলা, তাকে লক্ষ্য করে ফাতেহা পড়ে হিন্দুদের পূর্ব পুরুষদের নামে স্মৃতি তর্পণের মত নদীতে পয়সা ও মিষ্টান্ন তর্পণ করা, হিংস্র বন্য পশুদের উপরেও পীরের মাহাত্ম্য ও প্রভাব স্বীকার করে পীরের সাহায্যে হিংস্র পশুদের শান্ত রাখা এবং তাদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি রীতিনীতি ভারতীয় ইসলামে তথা বাঙালি মুসলিম সমাজজীবনে হিন্দু প্রভাবজাত।

বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলের মুসলিমদের এ রকম পীর ছিল যিন্দাহ গাযী বা কালুগাযী। নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম এ কালু গাযী বাঘের দেবতা কালু রায় নামে পরিচিত ছিল। কলেরা ও বসন্তের কুগ্রহ শান্তির জন্য নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ওলা ও শীতলা দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। তাদের কুগ্রহ ও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য এসব হিন্দুদের গ্রাম প্রান্তের ও গ্রামের সামনে বড় অশ্বত্থ গাছে ডাবের পানি, লাউ এবং এ ধরনের নাড়ী শান্তিকর খাবার দিয়ে আসতে দেখা যেত। তাদেরকে ভয় দেখাবার জন্য বড় রকমের একটা উচু বাঁশে ছাগলের চামড়ার মধ্যে ধানের খড় পুরে একটি ছাগলই ঝুলিয়ে রাখার ভান করা হ'ত। মুসলিম জনগণও এসব বিশ্বাস করত এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের অনুকরণে বিপদের দিনে এসব কুসংস্কার মেনে চলত। অসুখ-বিসুখে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণে ছাদাক্বা দিত। গৃহপালিত পশু হারিয়ে গেলে সেগুলো পাওয়ার জন্য পীরের দরগায় বা মাযারে মানত করত। নদীতে নৌকা যাত্রার সময় দরিয়ার পাঁচ পীর ও পীর বদরের নাম করত।

মধ্যযুগের বাংলার কবি সাহিত্যিকদের বহু রচনায় এ সবের সমর্থন পাওয়া যায়। তাছাড়া সৈয়দ সুলতানের নবী বংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ হিন্দু দেবতা ও উপদেবতাদের নবী বলে স্বীকৃতি দান এবং বাংলার শ্রী কৃষ্ণ-বিজয়ের অনুসরণে নবী বংশ রচনা প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু প্রভাবের ফল। মুসলমানদের বিবাহে পণপ্রথা প্রবর্তন এবং টাকা-পয়সা আদান-প্রদান হিন্দু সমাজের অনুকরণ।[৯] হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রভাবে মুসলমান সমাজে যে ধর্ম-বিকৃতি, পৌত্তলিক ভাবধারা ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড প্রশ্রয় পায়, তার ফলে ইসলামের মূল নীতি-বিশ্বাসে চিড় ধরে। ইসলামের এই বিকৃত রূপকে কেউ কেউ 'লৌকিক ইসলাম' বলে অভিহিত করেছেন।[১০] পীরপূজা, কদম-রসূল, বেড়া-ভাসান প্রভৃতি মুসলিম বিশ্বাস ও আচার হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রথযাত্রা ও দূর্গাপূজার সদৃশ মুহাররম উৎসব, শবেবরাত অনুষ্ঠানে কালীপূজার আচরিক প্রভাব, ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহম অনুষ্ঠানে জন্মাষ্টমীর প্রভাব মুসলিম সমাজের ধর্মীয় অবক্ষয়ের রূপকে স্পষ্ট করে তোলে। মুসলিম কর্তৃক 'মক্কেশ্বর শিবে'র পূজা, মুসলিম বন্ধ্যা রমণীর সন্তান লাভের আশায় 'চৈতন্য মৈথুন মেলা'য় যোগদান ও শিবের ভোগ প্রদান এবং মুসলিমদের লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা, শীতলাপূজা, ওলাদেবীর পূজা ও ভূত-প্রেত-অপদেবতায় বিশ্বাস মজ্জাগত বিষয় হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলঘট স্থাপন, হলুদ কুটান, ফুরুল ডুবান, সাধ-ভক্ষণ, সহলা গাওয়া, সিঁদুর পরা ইত্যাদি সব হিন্দু আচার-উৎসব-বিশ্বাসই মুসলিম সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১]

জানা যায়, মোগল সম্রাটদের মধ্যে আকবর সূর্য ও অগ্নিপূজক ছিলেন, জাহাঙ্গীর দেওয়ালির পূজানুষ্ঠান করতেন এবং তিনি তাঁর পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজনও করেছিলেন। বাংলার নবাব পরিবারে হোলিউৎসব যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। শাহমত জঙ্গ, সউলত জঙ্গ, নবাব সিরাজুদ্দৌলা, মীরজাফর সকলেই হিন্দুদের হোলি উৎসব সাড়ম্বরে পালন করতেন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুশয্যায় মীরজাফর আরোগ্যের আশায় দেবী কীর্তিশ্বরীর পাদোদক পর্যন্ত পান করেছিলেন। মীর কাসিম এক বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দিয়ে তাঁর পুত্রের কোষ্ঠী তৈরী করিয়েছিলেন।[১২] হিন্দু-মুসলিম বৈবাহিক সম্পর্ক, বিভিন্ন লৌকিক দেবতার পূজার্চনা, পীরপূজা, হিন্দুদের মত কুসংস্কারে বিশ্বাস, যৌতুক প্রথার প্রচলন, বিধবা বিবাহে বিরোধিতা প্রভৃতি হিন্দু প্রভাবজাত আচার-আচরণের ভেতর দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মের মূলনীতি ও বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।[১৩]

---

৯. *আবদুল হালীম খাঁ, জনমানুষের বন্ধু প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০১), পৃঃ ১৪।*
১০. *মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী-প্রভাব (কলিকাতাঃ ১৯৩৫), পৃঃ ১৮৪।*
১১. *মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম (ঢাকাঃ ১৯৪৮), পৃঃ ১৩৭-৪২।*
১২. *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান, পৃঃ ৩-৪, ২৫।*
১৩. *তদেব, পৃঃ ৬, ২৩, ২৬-২৮।*

মুসলিম জনগণের ধর্ম-বিশ্বাস ও আমল-আক্বীদায় চিড় ধরার কারণ যে শুধু হিন্দু ধর্মের প্রভাব তা নয়, ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা, হিন্দু জমিদারদের ইসলামবিরোধী বিভিন্ন হুকুম ও খৃষ্টান মিশনারী কর্তৃক এদেশের সাধারণ মানুষদেরকে খৃষ্টান বানানোর প্রবণতাও এর জন্য কম দায়ী নয়। ইংরেজ সরকার কর্তৃক লা-খেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারে বন্ধ হয়ে যায় বললেও অত্যুক্তি হবে না। ইংরেজরা মুসলিম জাতির ধ্বংসের যে সুদূরপ্রসারী গভীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, তা বৃটিশ মন্ত্রী গ্লাডস্টোনের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন, So long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make them lose their love at it. অর্থাৎ 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা কুরআনকে আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে দমানো যাবে না বা পরাভূত করা সম্ভব হবে না। তাই হয় তাদের থেকে কুরআনকে কেড়ে নিতে হবে, না হয় তাদের হৃদয় থেকে কুরআনের প্রেম ও ভালবাসা মুছে দিতে হবে'।[14]

তাছাড়া যে সমস্ত মুসলিম ধর্মীয় বিধান হিসাবে দাড়ি রাখতেন, ইংরেজ সরকারের মদদপুষ্ট হিন্দু জমিদাররা তাদের উপর মাথাপিছু আড়াই টাকা হারে কর ধার্য করে।[15] দাড়ির উপর কর আরোপ করায় মুসলিম জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জমিদাররা শুধু যে দাড়ির উপর কর আরোপ করে তা নয়, জমিদারের লোকেরা জোরপূর্বক রায়তদের দাড়ি কামিয়ে দিত। এছাড়া গুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ ও পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় দাড়িকর সম্পর্কে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করে।[16] পুড়ার জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায় হুকুম জারি করেন- '১. যারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ওহাবী হবে, দাড়ি রাখবে, গোঁফ ছাঁটবে তাদের প্রত্যেককে প্রত্যেক দাড়ির উপর আড়াই টাকা কর দিতে হবে ২. মসজিদ প্রস্তুত করলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচ শত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক হাযার টাকা জমিদার সরকারে নযর দিতে হবে ৩. পিতা-মাতামহ বা আত্মীয়স্বজন সন্তানের যে নাম রাখবে, সে নাম পরিবর্তন করে ওহাবী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হবে ৫. যে ব্যক্তি তিতুমীরকে নিজ বাড়িতে স্থান দিবে, তাকে তার ভিটা হতে উচ্ছেদ করা হবে'।[17]

তাছাড়া সমসাময়িক আলেম সমাজ মাযহাবী সীমাবদ্ধতা ছাড়াও অজ্ঞতাবশতঃ নানা রকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন। যার ফলে তৎকালীন আলেম সমাজের বিশ্বাস ছিল, ইসলাম তথা কুরআন ও হাদীছ যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু একে অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ করা শরী'আত সিদ্ধ নয়। যদি কেউ করে, তবে তা 'গুনাহে কবীরা' হিসাবে গণ্য করা হ'ত। এমনকি এহেন অনুবাদকারীকে ধর্মবিকৃতির অপরাধে হত্যা করাও জায়েয বলে ফৎওয়া দিত। তাই তো লক্ষ্য করা যায় এই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম যখন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬৩) ফারসী ভাষায় ফতহুর রহমান নামে কুরআনের তরজমা করেন; তখন দিল্লীর ঐ অজ্ঞ আলেমরাই কুরআন বিকৃতির ধুয়া তুলে তাঁকে হত্যার ফৎওয়া দেয় এবং তাঁকে হত্যা করার জন্যও বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সম্ভবতঃ এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই কোন মুসলিম সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাতে কুরআনের অনুবাদ করেননি বা কেউ কেউ সল্পপরিসরে অনুবাদ করলেও তা প্রকাশ করতে সাহস করেননি। আর এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কারণে বাংলা ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তরজমা প্রকাশ করলেন (১৮৮১) একজন হিন্দু ভদ্রলোক গিরিশ চন্দ্র সেন।[18] তিনি হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত আলেম সমাজ তাঁকেও হত্যার ফৎওয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

[চলবে]

১৪. *মাসিক আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা, জুন-২০০০ সম্পাদকীয়, পৃঃ ২।*

১৫. *হোসেন মাহমুদ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), পৃঃ ২৫।*

১৬. *প্রফেসর ডঃ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (ঢাকাঃ বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃঃ ২৯৬।*

১৭. *দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), পৃঃ ৮৩; বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা, পৃঃ ২৫।*

১৮. *ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯, পৃঃ ৮।*

Contents

ধূমপানঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, প্রতিরোধে করণীয়

*মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন**

আল্লাহ তা'আলা মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার গাইড বুক হিসাবে আল-কুরআন দিয়েছেন। যারা কুরআনের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ করে তারাই প্রকৃত মুসলিম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, কালক্রমে মুসলিম মিল্লাত তাদের সেই মহান ঐশীগ্রন্থ পরিত্যাগ করে বিজাতীয় আদর্শ গ্রহণ করায় আজ বিশ্বব্যাপী তারা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত-নিপীড়িত, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, শোষিত ও নিগৃহীত হচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মায়াজালে মোহাবিষ্ট হয়ে নিজেদের সর্বস্ব হারাচ্ছে। নীতি-নৈতিকতারও কোন বালাই থাকছে না। নেশার উন্মাতাল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। পরিণতি চিন্তা না করেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে ধূমপান, মদ ও তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবনে।

বর্তমান পাশ্চাত্য জগতে মদ ও তামাকজাত দ্রব্যের ছড়াছড়ি। মদ, নেশা, নারী ও যৌন উচ্ছৃংখলতা তাদের রক্ত-মাংসে একাকার হয়ে গেছে। তাদের অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণে অধুনা মুসলিম সমাজেও ভয়ানকভাবে এর ব্যাপক প্রসার ঘটছে। বিভিন্ন প্রকার মাদকের পাশাপাশি আরো একটি বস্তু বর্তমান বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলছে, তা হচ্ছে তামাকের ব্যবহার। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অধুনা বিশ্বে প্রতি বছর দুই লক্ষ কোটিরও বেশী সিগারেট প্রস্তুত করতে হয়।[১] কারণ সারা বিশ্বে ধনী-দরিদ্র, নর-নারী, যুবক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছাত্র-শিক্ষক, মালিক-চালক, ছাহেব-পিয়ন, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী সর্বস্তরের কোটি কোটি মানুষ তামাকের গুঁড়োর মাধ্যমে নেশা করে থাকে। আর এই তামাকের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী হয় বিড়ি, সিগারেট, চুরুট এবং পান বিলাসীদের জন্য জর্দা, দাঁতে ব্যবহারের গুল আর নাকে নেয়ার নস্যি ইত্যাদি। ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করার নিমিত্তে এতে সুগন্ধী মেশানো হয়।[২] ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র এক রিপোর্টে বাংলাদেশের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকে অন্যতম বিশেষ ধূমপায়ী রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বয়স্কদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন পুরুষ ধূমপান করে। এ হিসাব অনুযায়ী সে সময়ে বাংলাদেশে পুরুষ ধূমপায়ীর সংখ্যা কমপক্ষে দুই কোটি এবং মহিলা ধূমপায়ীর সংখ্যা আনুমানিক ৫০,০০০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ)। তাহ'লে বর্তমানে এ সংখ্যা কত বেশী হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমান বিশ্বের সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, ধ্বংসাত্মক, বিপদজনক এবং বিভিন্ন দূরারোগ্য ব্যাধির জন্মদাতা। এছাড়া নৈতিক, মানসিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও মানব সম্পদের ক্ষতি তো আছেই। অথচ আজ থেকে দেড় হাযার বছর পূর্বেই এগুলোর মারাত্মক ক্ষতি সম্পর্কে ইসলাম অবহিত করেছে এবং এগুলো সেবন করা, ক্রয়-বিক্রয় করা ও এতে মদদ দানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।[৩] কিন্তু মুসলিম জাতি তা ভুলে গেছে। তাই মরণ নেশা ধূমপান যে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য চরম ক্ষতিকর, সেটা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা।

ধূমপানের জন্ম ইতিহাসঃ

বিড়ি-সিগারেটের কাঁচামাল হ'ল তামাক। আমেরিকার 'মায়া' ভাষায় সিকার অর্থ হ'ল ধূমপান। আর সিকার থেকে পরবর্তীতে ফ্রান্সে 'সিকারো' এবং সিকারো থেকে 'সিগারেট' নামকরণ করা হয়েছে।[৪] রেড ইন্ডিয়ানরা সর্বপ্রথম ধূমপানে অভ্যস্ত হয়। ছোট বাঁশের নলের মধ্যে তামাক পাতা দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হ'ত। ধোঁয়া বের হ'লে রেড ইন্ডিয়ানরা পরম তৃপ্তি সহকারে সে ধোঁয়া পান করত। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপে ধূমপানের অভ্যাস শুরু হয়। তখন থেকে ইউরোপ মহাদেশে তামাক চাষ শুরু হয় এবং ইউরোপে ধূমপান ছড়িয়ে পড়ে। ওয়ালটার র‍্যালি ইংল্যান্ডবাসীকে ধূমপানের সাথে পরিচিত করেছে। কিউবার রাজধানী হাভানায় ১৮৫৩ সালে সর্বপ্রথম সিগারেট কারখানা স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় ধূমপানের ব্যাপক প্রচলন হয়। পাক-ভারত উপমহাদেশে ধূমপান শুরু হয় পর্তুগিজ বণিকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এবং ধীরে ধীরে তা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।[৫] ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ওয়ালটার র‍্যালে প্রথম রাণী এলিজাবেথের রাজদরবারে ধূমপান চালু করেন। উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে ইউরোপীয়রা ভার্জিনিয়া থেকে তামাকের ছোট ছোট চারাগাছ ও তামাক পাতা ইউরোপে আমদানী শুরু করে। তামাক চাষ ও ধূমপান এভাবেই শুরু হয় ইউরোপে। ১৮৮৩ সালে সিগারেট উৎপাদন শুরু হয় ইংল্যান্ডে।[৬]

** প্রভাষক, আরবী বিভাগ, হামীদপুর আল-হেরা ডিগ্রী কলেজ, যশোর।*

১। মুফতী মুহাম্মাদ ইসহাক, ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক (ঢাকাঃ আল-আবরার প্রকাশনী, ২০০৬), পৃঃ ১৪।

২। মোহাম্মাদ লুৎফর রহমান সরকার সম্পাদিত, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃঃ ৩১।

৩। ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক, পৃঃ ১৫।

৪। আব্দুল আওয়াল, প্রবন্ধঃ ধূমপান এক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র, মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী'৯৯, পৃঃ ২৭।

৫। ড. রফিক উল্লাহ খান, উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও প্রবন্ধ রচনা, (ঢাকাঃ জুঁই-জমি প্রকাশনী, ২০০৫), পৃঃ ২৫০।

৬। ধুঁয়ার কবলে জীবন ক্ষয়, পৃঃ ৫।

এমনি করে আমেরিকা, ইউরোপ এবং পরবর্তীতে বিশ্বের প্রায় সকল দেশে তামাকের ব্যবহার ও চাষ শুরু হয়।[৭]

ধূমপানের উপকরণঃ

ধূমপানের মূল উপকরণ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর মূল উপাদান হ'ল তামাক ও গাঁজা পাতা। স্টককৃত তামাক পাতা কুচি কুচি করে কেটে এর সাথে 'রাব' বা ঝোলা গুড় মিশিয়ে এক ধরনের মন্ড তৈরী করা হয়। এসব মন্ড কলকেতে দিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে পান করা হয়। আর এ তামাক পাতার গুঁড়া অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণে কাগজে মুড়িয়ে বিড়ি বা সিগারেট তৈরী করা হয়। সিগারেটে আগুন লাগিয়ে তার ধোঁয়া পান করা হয়। এটিই হ'ল ধূমপান। ধূমপানে মাদকতা সৃষ্টি ছাড়াও এটি দেহ-মনের উপর নানা ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[৮]

ধূমপায়ীর সংখ্যাঃ

বিশ্বে প্রতিনিয়ত ধূমপায়ীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। যখন উন্নত দেশে এর সংখ্যা ১% হারে কমতে শুরু করেছে, তখন উন্নয়নশীল দেশে ২% হারে বেড়ে চলেছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে ৩০% থেকে ৪০% এবং দরিদ্র দেশগুলোতে ৪০% থেকে ৭০% লোক ধূমপায়ী।[৯] 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র একটি গবেষণা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্বের পূর্ণবয়স্ক জনগোষ্ঠীর তিন ভাগের একভাগ অর্থাৎ ১১১ কোটি লোক ধূমপায়ী, যার মধ্যে ২০ কোটি মহিলা। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে ধূমপায়ীর শতকরা ৪৮ ভাগ পুরুষ এবং ৭ ভাগ মহিলা। এক জরিপে দেখা যায়, কিশোর বয়সে সিগারেটে আসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান সবার শীর্ষে। ১৮ বছরের কম বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে ১০ থেকে ১৬ বছর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১২ দশমিক ২ শতাংশই ধূমপানে অভ্যস্ত। আর পৃথিবীতে প্রতিদিন প্রায় ৮০ হাযার থেকে ১ লাখ কিশোর-তরুণ তামাক সেবন করে থাকে।[১০]

ধূমপানের কারণঃ

ধূমপান একটি মারাত্মক বদঅভ্যাস। বিভিন্ন কারণে শৈশব ও কৈশোরে এ বদঅভ্যাস গড়ে উঠে। অল্প বয়সী ছেলেরা প্রথমে কৌতূহলী হয়ে ধূমপান শুরু করে। আর অসৎ সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে ছাত্ররা ধূমপান করতে শেখে। অনেক কৃষক সন্তান পারিবারিকভাবে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।[১০] হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ- فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ تُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً-

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সৎলোকের সাহচর্য ও অসৎলোকের সাহচর্য যথাক্রমে কস্তুরি বিক্রেতা ও কর্মকারের হাঁপরে ফুঁকদাতার মত। কস্তুরি বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু কস্তুরি দান করবে অথবা তুমি তার নিকট হ'তে কিছু কস্তুরি ক্রয় করবে। আর কিছু না হ'লেও অন্ততঃ তার সুঘ্রাণ তুমি পাবে। পক্ষান্তরে হাঁপরে ফুঁকদানকারী তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে। আর কিছু না হ'লেও অন্ততঃ তার দুর্গন্ধ তুমি পাবে'।[১১] অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّيُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ-

'প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা (নিজেদের সংশ্রব দ্বারা) তাকে ইহুদী, নাছারা অথবা অগ্নিউপাসকে পরিণত করে'।[১২]

তরুণদের মধ্যে ধূমপান বিস্তৃতির একটি প্রধান কারণ হ'ল হতাশা, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, অন্য কোন কাজে ব্যর্থতা, সেশনজট, বেকারত্ব প্রভৃতি। এসব কারণে তারা শোক, বিষাদ এবং বঞ্চনার দুঃখকে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ভুলে থাকতে চায়।[১৩]

ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবঃ

ধূমপানে মানব দেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। ধূমপান যক্ষা, দন্তক্ষয়, ব্রঙ্কাইটিস, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ক্ষুধামন্দা, হৃদরোগ, ফুসফুসের প্রদাহ ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে। তাছাড়া এর ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, করোনারি থ্রম্বোসিস, দৃষ্টিহীনতা ইত্যাদি রোগও দেখা দেয়। তামাকের মধ্যে নিকোটিন নামের একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে। ধূমপানের ফলে মানব দেহে এ বিষ প্রবিষ্ট হয়। পরিণামে

৭। মাসিক অগ্রপথিক (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), আগষ্ট ১৯৯৬ ইং, পৃঃ ৪৫।

৮। মহিববুর রহমান বিন আবু তাহের, ধূমপানের কবলে যুবসমাজঃ উত্তরণের উপায়, মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০৪, পৃঃ ২৮।

৯। উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও প্রবন্ধ রচনা, পৃঃ ২৫০।

১০। দৈনিক ইনকিলাব, ৪ জুন ২০০৫।

১১। বুখারী ও মুসলিম, মিশকাতুল হা/৫০১০।

১২। বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯০।

১৩। মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০৪, পৃঃ ২৮।

মানুষ ধীরে ধীরে অকালমৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, বিশটি সিগারেটে যে পরিমাণ নিকোটিন থাকে তা যদি ইনজেকশনের মাধ্যমে একজন সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। বিজ্ঞানীরা ফুসফুসের অভ্যন্তরের ছবি তুলেছেন। এক-একটি সিগারেটের প্রত্যেকটি টানের সাথে ফুসফুস কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কয়েক সেকেণ্ডে। ধূমপায়ীর গড় আয়ু যেমন কম, তেমনি তাদের সন্তানের মৃত্যুর হারও বেশী।[১৪]

ধূমপানের আরো কিছু ক্ষতিকর দিক নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

(১) নবীন ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপসর্গ দেখা দিতে পারে। মাঝে মধ্যে সাময়িক বমি বমি ভাব, হতোদ্যম, মাথাঘোরা এবং কোন কোন সময় বমিও হ'তে পারে। তবে নিত্য ধূমপায়ীদের মধ্যে এইসব উপসর্গ দেখা যায় না।

(২) অতিরিক্ত ধূমপান নাড়ীর গতি বৃদ্ধি বা Palitation সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া এতে হৃদপিন্ডের সংকোচন অনিয়মিত হয়। এমনকি এর ফলে ধূমপায়ী হঠাৎ অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। এ সমস্ত লক্ষণগুলোকে একত্রে Tobacco heart syndrome বলা হয়।

(৩) অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে সামান্য পরিশ্রমে দুর্বল হয়ে যাওয়া, বদহজম, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস এবং রঙ প্রত্যক্ষ করার শক্তি (Colour Perception) নষ্ট হ'তে পারে। বিশেষ করে লাল ও সবুজ রং পার্থক্য করা কঠিন হয়। এর ফলে গাড়ী চালানো কষ্টকর হয়। কারণ রাস্তার মোড়ের লাল-সবুজ বাতির পার্থক্য বোঝা গাড়ী চালকের জন্য আবশ্যক।

(৪) ধূমপানের ফলে খুসখুসে কাশ এবং গলায় প্রদাহ হয়ে থাকে, যা ধূমপান বন্ধ করলে নিরাময় হয়।

(৫) মহিলাদের ক্ষেত্রে নিকোটিন গর্ভস্ত সন্তানের শারীরিক গঠনের বিকৃতি ঘটাতে পারে।[১৫]

অনেকের ধারণা তামাকপাতা, জর্দা দেহের ক্ষতি করে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপান বা সিগারেট আমাদের ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, মুখগহ্বর কিংবা মস্তিষ্কের যে পরিমাণ ক্ষতি করে, তামাক বা জর্দাও আমাদের দেহের সেই পরিমাণই ক্ষতি করে। ধূমপানের কুফলে শরীরের প্রায় সব অঙ্গই সরাসরি আক্রান্ত হয়। তবে ফুসফুস এবং হৃদযন্ত্র সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়।

তামাক শুধু আমাদের স্বাস্থ্যগত ক্ষতিই করছে না, বরং এর পাশাপাশি অর্থনীতি, দরিদ্রতা, খাদ্যপুষ্টি এবং মহিলা ও শিশুদের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ধূমপানজনিত অসুস্থতার ফলে কর্মে অনুপস্থিতি এবং কর্মীদের মৃত্যুর ফলে সার্বিক উন্নয়ন হ্রাস পাচ্ছে। গবেষকদের মতে, বাংলাদেশে খাদ্যের পিছনে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় না হয়ে তামাকের পিছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হওয়ায় ১.০৫ কোটি শিশু তাদের প্রয়োজনীয় খাবার থেকে বঞ্চিত হয়। তামাকে ৪ হাযারের বেশী ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, তন্মধ্যে ৪৩টি এমন, যা শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। তামাক শুধু ৯৫ ভাগ ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্যই দায়ী নয়; বরং আমাদের মত দরিদ্র দেশের সমস্ত ক্যান্সার রোগীর ৪০ থেকে ৫০ শতাংশই তামাকের কারণে হয়ে থাকে।[১৬]

১৪। উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও প্রবন্ধ রচনা, পৃঃ ২৫০।
১৫। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম, পৃঃ ১২।

ধূমপানে স্বাস্থ্যের ঝুঁকিঃ

ধূমপানে স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফুসফুসে ক্যান্সারসহ নানা রোগের সঙ্গে এর রয়েছে সরাসরি যোগাযোগ। চিকিৎসকগণ বলছেন, ধূমপান অল্প-স্বল্প করলেও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তেমন একটা কমে না। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ মহিলারা। ডেনমার্কের এক গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে তিনটি করে সিগারেট খেলে হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্তের ঝুঁকি অন্ততঃ দ্বিগুণ। সেই সাথে অপরিণত মৃত্যুর আশংকাও বেড়ে যায়। দিনে ছয়টি সিগারেট খেলে পুরুষের ক্ষেত্রেও এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোপেনহেগে দীর্ঘ ২২ বছর যাবত ১২ হাযার ধূমপায়ীর উপর গবেষণা শেষে চিকিৎসকগণ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডাঃ ইভা প্রেসকট এবং তার সহকর্মীরা বিগত দুই দশক ধরে ২৩০৫ জন মহিলা এবং ২৮৮৩ জন পুরুষের মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণ করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, এসব মৃত্যুর অধিকাংশের সঙ্গে রয়েছে ধূমপানের সম্পর্ক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যারা নিয়মিত ধূমপান করলেও সিগারেটের সংখ্যা ছিল কম তারাও ছিল মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে। অনেকে সিগারেটের ধোঁয়া ফুসফুসে টেনে না নিয়েও তুলনামূলকভাবে বেশী আক্রান্ত হয়েছে হৃদরোগে। একই বয়সী অধূমপায়ীদের তুলনায় তাদের হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্তের ঝুঁকি ছিল ৬০ শতাংশ বেশী। তাদের অনেকে মারাও গেছে তুলনামূলকভাবে অপরিণত বয়সে। অনেক ধূমপায়ী মনে করে যেহেতু সে সিগারেট কম খাচ্ছে সেহেতু সে ঝুঁকিমুক্ত। কিন্তু গবেষকগণ এ ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, এটা মোটেও সত্য নয়।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ ধূমপায়ীর মতো পরোক্ষ ধূমপায়ীরাও নানা রোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে এমন ৪০টি পদার্থ আছে, যা সৃষ্টি করতে পারে মারাত্মক ক্যান্সার। যুক্তরাষ্ট্রের 'এনভার্নমেন্টাল

১৬। দৈনিক ইনকিলাব, ৪ জুন ২০০৫ইং।

Contents

প্রোটেকশন এজেন্সি' (ইপিএ) এই পরোক্ষ ধূমপানকে বলেছে, 'ক্লাস-একারসিনোজেন'। পরোক্ষ ধূমপানের ফলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করছে অন্ততঃ ৪ হাযার রকমের পদার্থ, যার মধ্যে রয়েছে নানা রকম বিষাক্ত গ্যাস। হাইড্রোজেন সায়ানাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, এমোনিয়া, ফরমালডিহাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরোক্ষ ধূমপানের ফলে শরীরে প্রবেশকারী আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, নাইট্রোস অ্যামাইন এবং বেনজোপাইরিন ইত্যাদি কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে নানা রকম ক্যান্সারের। এসিটালডিহাইড, ফরমালডিহাইড, বেনজিন, ক্রোমিয়াম, এক্সাইলোনাইট্রাইল ও অ্যামাইনোফেনিলের মতো বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলো মানব কোষে প্রভাব বিস্তার করে ক্যান্সারের সৃষ্টি করে। বাড়িয়ে দেয় রক্তচাপ, অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করে। স্নায়ু কোষের কাজে ব্যাঘাত ঘটায়, কিডনির কার্যকারিতায় ফেলে নেতিবাচক প্রভাব। শিশুদের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ধূমপানের ফলে দেখা দেয় মধ্যকর্ণে সংক্রমণ। হাঁপানী আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে অবস্থা হয় আরো শোচনীয়। এর ফলে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেছেন, নিকোটিন, ক্যাডমিয়াম এবং কার্বন-মনোক্সাইড জননতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটায়।[১৭]

ধূমপানের ফলে নিম্নোক্ত মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক রোগ সমূহও হয়ে থাকে- (১) ক্যান্সার (২) যক্ষ্মা (৩) গ্যাস্ট্রিক (৪) আলসার (৫) ফুসফুসের প্রদাহ (৬) হাই ব্লাডপ্রেসার (৭) হৃদরোগ (৮) কাশি-হাঁপানি (৯) কোষ্ঠকাঠিন্য।[১৮] (১০) ধূমপানে আয়ু কমে (১১) হৃদরোগ ও স্ট্রোক হয় (১২) ব্রঙ্কাইটিস ও কাঁশি (১৩) ডায়াবেটিস বৃদ্ধি পায় (১৪) ক্ষুধা ও ঘুম কমে যায় এবং পেপটিক আলসার হয় ইত্যাদি।

মোটকথা মানুষের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত এমন কোন অঙ্গ নেই যা ধূমপানের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

অন্যদিকে ধূমপানের কারণে ধূমপায়ী শুধু নিজে নয়; বরং যারা তার সংস্পর্শে আসে তারাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ৬ শত ৪২ জন অধূমপায়ীর বক্ষ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে শতকরা ৮৭.৯ জনই ধূমপায়ীর সিগারেটের ধোঁয়া দ্বারা আক্রান্ত। অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঐ ধরনের অধূমপায়ীদের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সারে বছরে ৩ হাযার লোক মারা যায় এবং প্রায় ৩ লাখ শিশু প্রতিবছর শ্বাসযন্ত্রের ইনফেকশনে ভোগে। এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় পথে, ঘাটে, যানবাহনে, অফিস-আদালতে তথা প্রকাশ্যে ধূমপান কতটা ভয়ংকর ও অন্যায়। ধূমপানের পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতির কথা চিন্তা করেই বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বহু স্থানে ইতিমধ্যে প্রকাশ্য ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে সুইডেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে কেউ প্রকাশ্যে ধূমপান করতে পারে না। চীনের ৩০ টিরও বেশী শহরে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের রাজধানী দিল্লীতেও প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও তামাক উৎপাদনে ভারত বিশ্বের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে আমাদের দেশেও সরকারীভাবে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তার যথাযথ বাস্তবায়ন নেই। অনেক অফিসে 'ধূমপান নিষিদ্ধ' বা 'ধূমপান না করার জন্য ধন্যবাদ' লেখা সাইন বোর্ড ঝুলানো থাকলেও তার প্রতি সচরাচর কেউ গুরুত্ব দেয় না।[১৯]

'ক্যান্সার সোসাইটি' বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে সাংবাদিক সম্মেলনে যে তথ্য তুলে ধরেছে তাতে ধূমপানের দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ধূমপানের পিছনে প্রতিবছর ১ হাযার ৩ শত কোটি টাকারও বেশী ব্যয় হচ্ছে। আরো উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে ধোঁয়ার পিছনে এত টাকা যারা উড়াচ্ছে, তাদের বেশীর ভাগই নিম্ন আয়ের মানুষ। কিছুদিন আগে ডাক্তারদের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, আমাদের দেশের শতকরা ৩৯ ভাগ ডাক্তার এবং ২৮ ভাগ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ধূমপান করেন।[২০] প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে ডাক্তাররা রোগীকে ধূমপান না করার জন্য উপদেশ দিবেন, সেখানে তারা নিজেরাই যখন ধূমপান করেন, তখন সাধারণ মানুষ তাদের কথায় গুরুত্ব দিবে কেন? আমরা মনে করি সময় এসেছে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ভাববার। পয়সা দিয়ে বিষ কিনে খেয়ে নিজের এবং দেশের ক্ষতি করা কোন বুদ্ধিমান লোকের কাজ হ'তে পারে না।

ধূমপানে মৃত্যুর পরিসংখ্যানঃ

১৯৯৫ সালে সারা বিশ্বে ৩০ লাখ লোক ধূমপান জনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে। যার মধ্যে ২০ লাখ মারা যায় শিল্পোন্নত দেশে এবং ১০ লাখ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোতে। ১৯৫০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এক হিসাবে দেখা গেছে, ধূমপানজনিত রোগের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ৬ কোটি। মিনিটে ৬০ জন এবং প্রতি সেকেন্ডে ১ জন। ২০৩০ সালের দিকে ধূমপানজনিত মৃত্যুর সংখ্যা

১৭। *তদেব।*
১৮। *স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম, পৃঃ ৩১।*
১৯। *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক, পৃঃ ৯২-৯৩।*
২০। *সম্পাদকীয়, দৈনিক দিনকাল, ১ জুন ১৯৯৭ইং, পৃঃ ৭।*

প্রতি বছরে ১ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যার ৭০ শতাংশই মারা যাবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। যা বর্তমান হার থেকে ৫০ শতাংশ বেশী।[২১] বিশ্ব তামাক দিবস উপলক্ষে গত ৩০ মে ১৯৯৭ ইং তারিখ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি' যেসব তথ্য তুলে ধরেছে, তা খুবই উদ্বেগজনক। দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদদের উপস্থিতিতে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, ধূমপানের কারণে বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর ৩০ লাখ লোক মারা যাচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্টের হিসাব উদ্ধৃত করে জানানো হয় যে, তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা ও অগ্নিকাণ্ডের জন্য প্রতিবছর সারা বিশ্বে বাংলাদেশী মুদ্রায় ৮ থেকে ১০ হাযার কোটি টাকার ক্ষতি হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।[২২]

১৯৭৯ সালে কেবল ইংল্যান্ডে ফুসফুসের ক্যান্সারে সবচেয়ে বেশী পুরুষ মৃত্যুবরণ করে, যার পরিমাণ ছিল সমস্ত ক্যান্সারে মৃতের ৩৯% এবং একই সময়ে এটা ছিল মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয়স্থানীয় ১৩%। মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ ২০% মৃত্যুবরণ করেছিল স্তন ক্যান্সারে। বাংলাদেশে এই রোগের সঠিক পরিসংখ্যান জানা না থাকলেও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কোন সন্দেহ নেই যে, ফুসফুসের ক্যান্সারের সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী। তাই একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, ধূমপানের অভ্যাস বৃদ্ধির সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভবনাও বৃদ্ধি পায়।[২৩] চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে ধূমপান, জর্দা ও গুল ব্যবহার বন্ধ করতে পারলে দেশ থেকে ৪০% ক্যান্সার দূর করা সম্ভব।[২৪]

[চলবে]

২১। *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক, পৃঃ ৮৮-৮৯।*
২২। *তদেব, পৃঃ ৯১।*
২৩। *স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম, পৃঃ ১৩।*
২৪। *মসজিদ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, যশোর জেলা শাখা, নভেম্বর ২০০৬, পৃঃ ১০৫।*

ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা

*মাসঊদ আহমাদ**

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দৃষ্টিতে কাব্যচর্চাঃ

কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিপুল আগ্রহ ছিল। কবিতার মার্জিত রূপে তিনি মুগ্ধ হ'তেন। আবার নিতান্ত অশ্লীল বা উদ্ভট কবিতার প্রতি তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। কাজেই তিনি সুন্দর কবিতা আগ্রহ নিয়ে শুনতেন। কখনো কবিতা শুনে প্রীত হয়ে প্রশংসা করতেন। এমনকি উত্তম কবিতা শ্রবণ করে কবিকে অনুপ্রাণিত করতে পুরস্কারের ব্যবস্থাও করতেন।

কল্যাণকর ও শালীন কবিতা তাঁর কাছে সাদরে গৃহীত হ'ত। আবার কুরুচিপূর্ণ-অশালীন কবিতা পরিত্যাজ্য হ'ত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

هُوَ كَلاَمٌ، فَحَسَنُهُ حَسَنٌ، وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ–

'কবিতা তো এক ধরনের কথা। ভাল কথা যেমন সুন্দর তেমনি ভাল কবিতাও সুন্দর। আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ'।[১৪]

মন্দ ও অশ্লীল কবিতার প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর মনোভাব ছিল নেতিবাচক। তাই এমন কবিতা শুনতে ও আবৃত্তি করতে তিনি নিরুৎসাহিত করতেন। মন্দ কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَأَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا–

'কারো পেটে মন্দ কবিতা থাকার চেয়ে সে পেটে পুঁজ জমে তা পচে যাওয়া অনেক উত্তম'।[১৫]

আয়েশা (রাঃ) হাদীছটি শুনে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবিতা দ্বারা ঐ সমস্ত কবিতা বুঝিয়েছেন, যাতে তাঁর কুৎসা বর্ণিত হয়েছে।[১৬]

ইবনু রাশীক তাঁর 'আল-উমদাহ' গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'এখানে সেই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যার অন্তরে কবিতা এমনভাবে বদ্ধমূল হবে এবং কবিতায় সে এমনভাবে মত্ত হয়ে যাবে যার ফলে কবিতা তাকে দ্বীন থেকে গাফেল করে দিবে এবং সে কবিতা তাকে আল্লাহ্র

* *গ্রামঃ দমদমা, পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।*
১৪. *দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৮০৭, হাদীছ ছহীহ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
১৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৯৪ 'শিষ্টচার' অধ্যায়।*
১৬. *জাবী যাদাহ আলী ফাহমী, হুসনুছ ছাহারা, ১/১৫ পৃঃ গৃহীতঃ কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীদের মনোভাব, পৃঃ ৯১।*

যিকর, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াত থেকে বিরত রাখবে। আর এক্ষেত্রে শুধু কবিতাই নয়, বরং যে বিষয়ের ভূমিকা এ ধরনের তাই-ই নিষিদ্ধ। যেমন জুয়া খেলা। আর যেসব কবিতার ভূমিকা এ ধরনের নয় বরং তা সাহিত্য, কৌতুক ও নৈতিকতা শিক্ষা দেয় তাতে কোন দোষ নেই। তাই দেখা যায়, খুলাফায়ে রাশেদীন, বহু উচ্চ পর্যায়ের ছাহাবী, তাবেঈ, ফক্বীহ প্রমুখ কবিতা আবৃত্তি করেছেন'।[১৭]

রাসূল (ছাঃ)-এর মনোভাব ছিল কবিতা এক ধরনের কথামালা। যাতে ভাল-খারাপ মিশে থাকে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীছ হ'ল, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে আলাপ করতে লাগল। তার আলাপে বিমোহিত হয়ে রাসূল (ছাঃ) বললেন,

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا وَإِنَّ مِن الشِّعْرِ حِكَمًا–

'কোন কোন বর্ণনায় যাদু রয়েছে। আর কোন কোন কবিতায় রয়েছে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের কথা'।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাব্যপ্রীতিঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাব্যপ্রীতি ছিল উল্লেখ করার মত। কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখে কবিরা উৎসাহিত হ'তেন। তিনি অসংখ্য কবিতা আগ্রহভরে শুনেছেন এবং আরও শোনার ব্যাপারে অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।

আমর ইবনুশ শারীদ আছ-ছাক্বাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবার সূত্রে বলেন, আমি একবার রাসূল (ছাঃ) -এর পেছনে আরোহণ করেছিলাম। পথিমধ্যে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার কি উমাইয়া ইবনু আবিছ ছালত-এর কবিতা জানা আছে'? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আবৃত্তি কর। আমি একটি পংক্তি আবৃত্তি করলে তিনি বললেন, আরও শোনাও। আর একটি আবৃত্তি করলে বললেন, আরো শোনাও। এমনি করে সেদিন আমি একশ'টি পংক্তি আবৃত্তি করলাম'।[১৯]

উমাইয়া ইবনু আবিছ ছালত এর ন্যায় একজন মুশরিক কবির কবিতা শোনার ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কারণ হ'ল সে কবিতার বিষয়বস্তু। এখেকে বুঝা যায়, ভাল কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা।

মহিলা ছাহাবী কবি খানসা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার সময় কবিতা বললে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আরও শুনাও হে খুনাস'![২০]

কবি আনতারা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর মন্তব্য ছিল এমন- 'আনতারা ছাড়া অন্য কোন আরববাসীর এত প্রশংসা আমার কানে পৌঁছায়নি। জীবিত থাকলে তাকে দেখার আমার বড় ইচ্ছা ছিল'।[২১]

কবিদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর পৃষ্ঠপোষকতাঃ

কবিতা বা সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সমাজকে সঠিক পথ নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কাব্য বা সাহিত্যের আবেদন হ'ল মানুষের মন বা অনুভূতির কাছে। মন মানুষকে যেভাবে, যে পথে তাড়িত করে সেটা হয়ে ওঠে মানব সমাজের লক্ষ্য।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে কবি হাসসান ইবনু ছাবিত (রাঃ)-এর জন্য একটি উঁচু মিম্বর তৈরী করে দিয়েছিলেন। তার উপর আরোহণ করে হাসসান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গৌরবগাঁথা এবং মুশরিকদের নিন্দা কাব্য আবৃত্তি করতেন। এগুলো শুনে মহানবী (ছাঃ) বলতেন,

إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَانَافَحَ أَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ–

'হাসসান যতদিন (কবিতার মাধ্যমে) আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকবে অথবা রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গর্ব প্রকাশ করবে, ততদিন আল্লাহ হাসসানকে জিবরীল (আঃ)-এর দ্বারা সাহায্য করবেন'।[২২]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, হাসসান (রাঃ) কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জন্য এ বলেও দো'আ করতেন- اَللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ 'হে আল্লাহ! জিবরীল (আঃ)-কে দিয়ে তুমি তাকে সাহায্য করো'।[২৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবিদেরকে শুধু উৎসাহিত করেছেন, তা-ই নয়; বরং তিনি একদল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মী বাহিনী গড়ে তোলেন। যারা ছিলেন ইসলামের চিরন্তন আদর্শে উদ্বুদ্ধ সত্যের পতাকাবাহী সাহসী সৈনিক। সাহিত্য-সংস্কৃতির ময়দানে ছিল তাদের আপোষহীন সংগ্রাম ও ত্যাগ। জাহেলী চিন্তা-চেতনার অবসান ঘটিয়ে সত্য-সুন্দর কল্যাণের প্রত্যাশী ইসলামী চেতনাদীপ্ত এই কর্মীরা জগতকে উপহার দিয়েছেন এক নতুন ধরনের সমৃদ্ধ সাহিত্য। যা শুধু মনের তৃপ্তি সাধনই নয়, মানব মুক্তির দিশারী হিসাবে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠায় রেখেছিল অগ্রণী ভূমিকা।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যারা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে আলী, হাসসান ইবনু ছাবিত, কা'ব ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ

---

১৭. তদেব, পৃঃ ৯১-৯২।
১৮. বুখারী; মিশকাত হা/৪৭৮৩-৮৪ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।
১৯. মুসলিম; মিশকাত হা/৪৭৮৭; আবূ দাঊদ ২/৩৪৪।
২০. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ১০৯।
২১. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃঃ ১৬১।
২২. বুখারী; মিশকাত হা/৪৮০৫।
২৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৪৭৮৯।

Contents

ইবনু রাওয়াহা, কা'ব ইবনু যুহাইর, লাবীদ ইবনু রাবী'আ, আল-আসওয়াদ ইবনুস সারী, নাগিবাহ আল-জা'দী ও মহিলা কবি খানসা (রাঃ) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের বিরুদ্ধে কাফির, মুশরিকরা নানা হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে যে সব কুৎসা ও নিন্দামূলক কবিতা লিখত তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার সাথে সাথে ইসলাম, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও সুখ্যাতি প্রচারে তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তাদের মধ্যে কা'ব ইবনু মালিক কাফির-মুশরিকদের মনে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করে, কবি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার বিপক্ষীয়দের কুকর্ম-দুষ্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে, আর কবি হাসসান শত্রুদের বংশের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে ও তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সমুচিত জবাবে কবিতা লিখতেন।[২৪]

কবিদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ ও পুরস্কারঃ

মহানবী (ছাঃ) সুন্দর ও পসন্দনীয় কবিতা আবৃত্তি করার জন্য কবিকে খুশী ও আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ কিছু হাদিয়া বা পুরস্কার দিতেন। এক্ষেত্রে তাঁর গায়ের চাদর পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়ার কথাও জানা যায়। আবার কখনো কবিতা শুনে খুশী হয়ে দো'আ করতেন। এই দো'আ কখনো জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি পাবার, আবার বেহেশতের সুসংবাদেরও।

ইসলামের বিজয় ডঙ্কা চতুর্দিকে বেজে উঠলে মু'আল্লাকার প্রসিদ্ধ কবি যুহাইর ইবনু আবী সুলমার পুত্র কা'ব ও বুজাইর ইসলাম সম্পর্কে জানতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে হাজির হবার জন্য বের হন। কিন্তু ভ্রাতা বুজাইর মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে কা'ব ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। অবশেষে কা'ব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর দরবারে হাযির হয়ে তওবা করতঃ একটি দীর্ঘ কবিতা শুনান। কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতই খুশী হন যে, তাকে ক্ষমা করে তো দিলেনই, উপরন্তু নিজের গায়ের চাদরখানি তাকে দিয়ে দিলেন।[২৫]

এভাবে বিভিন্ন সময় কবিদের তিনি পুরস্কৃত করে কবিদের অনুপ্রাণিত ও সম্মান দেখিয়েছেন। এছাড়া কবিতার বাণী ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবিদের জন্য কল্যাণের নিমিত্তে দো'আ করেছেন। পুরস্কারের বিষয়টি সাময়িক আনন্দের হ'লেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ ছিল কবিদের জীবনের সেরা প্রাপ্তি।

২৪. *আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী (বৈরূতঃ ১৯৬১), ১/৭৯ পৃঃ।*
২৫. *ইবনু সাইয়িদিন নাস, মিনাহুল মাদহী, তাহকীকঃ ইফফাত বিসাল হামজাহ (দামেশকঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৮ ইং), পৃঃ ২৫৩।*

কবি নাবিগা আল-জা'দী ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি শুনে তিনি খুশী হয়ে তার জন্য এভাবে দো'আ করেন- لاَيَفْضُضِ اللهُ فَاكَ– 'আল্লাহ তোমার মুখ অক্ষত রাখুক'!

আল্লাহ তা'আলা এ দো'আ কবুল করেন এবং আমৃত্যু তার চেহারা অক্ষত থাকে। এমনকি তার মুখের কোন দাঁত পড়ে গেলেও সেখানে নতুন দাঁত গজাত।[২৬] তিনি ১৩০ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু তার সম্মুখভাগের দাঁত অটুট ছিল।

হাসসান (রাঃ) যখন কুরাইশদের নিন্দাবাদ করে এই চরণটি রচনা করেছিলেন-

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجِبْتُ عَنْهُ
وَعِنْدَ اللهِ فِى ذَاكَ الْجَزَاءُ–

'তুমি (আবূ সুফিয়ান) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করেছ, তাই আমি তার উত্তর দিয়েছি। আল্লাহ্র কাছে এর পুরস্কার ও বিনিময় রয়েছে'। তখন তা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করেন।[২৭]

সমাপনীঃ

কাব্যচর্চা বা সাহিত্য-সাধনায় ইসলামের দৃষ্টি ব্যাপক প্রসারিত। সাহিত্যের যেকোন শাখায় কবি-সাহিত্যিকরা যদি জীবনের নিগূঢ় চিত্র উন্মোচন করেন, কল্যাণকর রুচিশীল সাহিত্যের জন্ম দেন, তবে সেটা গ্রহণীয়। আর এ জন্য তিনি পুরস্কৃত হবেন। কিন্তু অশ্লীল ও মানবতা-বিধ্বংসী রচনার জন্য তিনি কোন কল্যাণ পাবেন না। বরং লাঞ্ছিত হবেন। মোদ্দাকথা, ব্যবহারের প্রকারের উপরই নির্ভর করে যে কোন বিষয়ের ভাল-মন্দের মানদণ্ড। মুসলমানদের জীবনের কল্যাণের অন্বেষণই মুখ্য লক্ষ্য হওয়া কাম্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন! আমীন!!

২৬. *আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১৫১-৫২।*
২৭. *ইবনু কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ শুআরা, তাহকীকঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৬ ইং), ১/২০৯ পৃঃ।*

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মহা হিতোপদেশ

মূল ঃ শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)
*অনুবাদ ঃ আবু তাহের**

অনুবাদকের কথা ঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আশরাফুল মাখলূক্বাত মানব জাতিকে সৃষ্টির পর নবী-রাসূলগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন মানবতাকে সত্য-সুন্দরের পথে, কল্যাণের পথে, ছিরাতুল মুস্তাক্বীমে পরিচালনার জন্য। নবী-রাসূলগণ মানুষকে যে বিষয়ের দিকে প্রথমতঃ দাওয়াত দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদ। তাওহীদে বিশ্বাসই মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের মূল সোপান।

ঈমানের মূলনীতিঃ

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল ধর্মের উপর তা বিজয়ী করেন। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তার প্রতি শাশ্বত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক হিসাবে। তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তাদের প্রতি নে'মত পূর্ণ করেছেন। মানব জাতির মধ্যে তাদেরকে সর্বোত্তম জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের কল্যাণের জন্যই তাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। বস্তুতঃ তারা সত্তরটি দলের পূর্ণতা দান করবে। ঐসব দলের মধ্যে তারাই হবে আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও সর্বোত্তম। আর আল্লাহ তাদেরকে মধ্যবর্তী জাতি বানিয়েছেন। অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ও সর্বোত্তম। এজন্যই তাদেরকে মানুষের উপর সাক্ষী হিসাবে মনোনীত করেছেন। তাদের হেদায়াত দিয়েছেন এমন দ্বীন তথা তাওহীদের দিকে, যেজন্য সমগ্র সৃষ্টি জীবের নিকট রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে তিনি বিশেষিত করেছেন বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা এবং তাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন জীবন ব্যবস্থা তথা শরী'আত ও জীবন পরিচালনার পদ্ধতি দ্বারা। এ মর্মে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা বিধৃত হ'লঃ

প্রথমঃ ঈমানের মূলনীতির উদাহরণ

ঈমানের মূলনীতির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্তর হ'ল তাওহীদ। আর তা হ'ল এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

'আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তাঁর প্রতি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ– 'আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাগূত থেকে নিরাপদ থাক' *(নাহল ৩৬)*।

তিনি আরো বলেন,

وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُوْنَ–

'তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম ইবাদতের জন্য?' *(যুখরুফ ৪৫)*।

তিনি আরো বলেন,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ ولاتَتَفَرَّقُوا فِيْهِ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ، اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ–

'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে। আর যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং এতে অনৈক্য সৃষ্টি কর না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ, তা তাদের নিকট দুরূহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন' *(শূরা ১৩)*।

আল্লাহপাক বলেন,

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّىْ بِمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ– وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ–

'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর ও সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি সবিশেষ অবগত। আর তোমাদের এই যে জাতি এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর' *(মুমিনূন ৫১-৫২)*।

** এম. ফিল. গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

Contents

আল্লাহর কিতাব সমূহ ও সকল নবীর প্রতি ঈমানঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِن رَّبِّهِمْ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ–

'তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মূসা ও ঈসাকে যা প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের পক্ষ হ'তে যা প্রদান করা হয়েছিল, তৎসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাদের মধ্যে কাউকেও আমরা প্রভেদ করি না। আর আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী' *(বাক্বারাহ ১৩৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ– لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَالاَطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ–

'রাসূল তদীয় রব হ'তে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করেন এবং মুমিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে তাঁর ফিরেশতাগণকে, তাঁর গ্রন্থ সমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করি না। তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও স্বীকার করলাম। আমরা আপনার নিকটে ক্ষমা চাই হে আমাদের রব! আমরা আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। আল্লাহ কোন ব্যক্তিকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না; কারণ সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং যা সে অর্জন করেছে, তা তারই উপর। হে আমাদের রব! যদি আমাদের ভুল-ত্রুটি হয়, তার জন্য আমাদেরকে ধৃত করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন, আমাদের উপর তদ্রূপ ভার অর্পন করবেন না। হে আমাদের রব! যা আমাদের শক্তির অতীত ঐরূপ ভার বহনেও আমাদেরকে বাধ্য করবেন না। আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন; আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন' *(বাক্বারাহ ২৮৫-২৮৬)*।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমানঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُوْنَ–

'নিশ্চয়ই মুমিন, ইহুদী, খৃষ্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায় যারা আল্লাহর প্রতি ও ক্বিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ভাল কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রব-এর নিকট পুরস্কার। তাদের কোন প্রকার ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না' *(বাক্বারাহ ৬২)*।

শরী'আতের মূলনীতি, যেমন সূরা আন'আম, সূরা বানী ইসরাঈল ও অনুরূপ বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বিধান। এতদ্ব্যতীত মাক্কী সূরা সমূহ, যাতে শরীক বিহীন এক আল্লাহর ইবাদত সম্পর্কে বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহর নির্দেশ, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সর্ম্পক বজায় রাখা, চুক্তিপূর্ণ করা, ন্যায়পরায়ণ কথা বলা, ওযন ও মাপ ঠিক দেওয়া, বঞ্চিত ও প্রার্থীকে সাহায্য করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা নিষিদ্ধ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় গর্হিত কর্ম হারাম, অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি ও পাপাচার হারাম, দ্বীন বিষয়ে জ্ঞান বিহীন কথা বলা হারাম প্রভৃতি। এগুলো হ'ল শরী'আত। এর সঙ্গে শামিল হবে আল্লাহর দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ পূর্বক তাওহীদ বা একত্ববাদ গ্রহণ করা, আল্লাহর উপর ভরসা করা, আল্লাহর রহমতের আশা করা ও আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে তাঁকে ভয় করা, আল্লাহর হুকুম পালনে ধৈর্যধারণ করা, আল্লাহর আদেশের প্রতি আজ্ঞাবহ হওয়া, পরিবার-পরিজন, সম্পদ ও সমগ্র পৃথিবীর মানুষের চেয়ে বান্দার নিকট আল্লাহ ও তদীয় রাসূল অধিক প্রিয় হওয়া।

এছাড়াও ঈমানের মূলনীতি বিষয়ে আল্লাহপাক কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মাক্কী সূরা সমূহ ও কিছু মাদানী সূরায় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ দ্বীনের ঐসমস্ত বিধানাবলী, যা আল্লাহ মাদানী সূরা সমূহে অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য সুন্নাত হিসাবে যা রেখে গেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর কিতাব ও হিকমাহ বা হাদীছ অবতীর্ণ করেছেন (এজন্য তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাতও শরী'আতের মূলনীতি হিসাবে গণ্য হবে)। আল্লাহ এ বিষয়ে মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তাঁর নবীর স্ত্রীদের প্রতি ঐসব বিধান উল্লেখ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ–

'নিশ্চয়ই যাকাত ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মসাফিরদের জন্য। এই হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(তওবাহ ৬০)*।

অনুরূপভাবে রামাযান মাসের ছিয়াম পালন, বায়তুল হারামে হজ্জ সম্পাদন করা। আর ঐসব হুদূদ তথা নিয়ম-কানূন বা সীমারেখা, যা আল্লাহ মানুষের জন্য বিবাহ, মীরাছ, শাস্তি, ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ঐসব সুন্নাত সমূহ, যা তিনি ঈদ জুম'আ, ফরয ছালাতের জামা'আত এবং সূর্যগ্রহণ, পানি প্রার্থনা, জানাযা ও তারাবীহ ছালাতে সুন্নাত হিসাবে বিধিবদ্ধ করেছেন। আর যা তিনি অভ্যাসগত রীতি বলে সাব্যস্ত করেছেন। যথা- খাদ্য গ্রহণ, পোষাক পরিধান, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত সুন্নাত ও শিষ্টাচার, বিধানাবলী যা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী দ্বারা তাদের জন্য শরী'আত নির্ধারণ করেছেন। আর তিনিই তাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তা দ্বারা তাদের অন্তর সমূহকে সুশোভিত করেছেন। আর তাদেরকে করেছেন রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী। তাদের পূর্বে যেমন বহু জাতি পথভ্রষ্ট হয়েছিল। তেমনি পথভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া হ'তে আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন। আর এ কারণেই যখন কোন জাতি পথভ্রষ্ট হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেন। আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ–

'আর আমি প্রত্যেক জাতির কাছে এ মর্মে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগূত পরিহার কর' *(নাহল ৩৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, –وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ 'এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি' *(ফাত্বির ২৪)*।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। তারপর কোন নবী নেই। সুতরাং আল্লাহ এই উম্মতকে পথভ্রষ্টতার উপর একত্রিত হওয়া থেকে নিরাপদ করেছেন এবং এই উম্মতের মধ্য হ'তে এমন ব্যক্তিদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যারা ক্বিয়ামত

তা'আলা বলেন, وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ– 'আর আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রন্থ ও হিকমত তথা হাদীছ অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তিনি তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন' *(নিসা ১১৩)*।

তিনি আরো বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ–

'আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন' *(আলে ইমরান ১৬৪)*।

আল্লাহপাক আরো বলেন, وَاذْكُرْنَ مَايُتْلَى فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ– 'আল্লাহর আয়াত ও হিকমাহ (হাদীছ)-এর কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে অবহিত' *(আহযাব ৩৪)*।

একাধিক সালাফী পন্ডিত বলেছেন, হিকমাহ হ'ল সুন্নাহ বা হাদীছ। কেননা কুরআন ছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের গৃহে যা পঠিত হ'ত তা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ وَإِنِّى أُوْتِيْتُ الْكِتَابُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، 'সাবধান! আমাকে কিতাব (কুরআন) ও তার সঙ্গে অনুরূপ কিতাব (সুন্নাত) দেওয়া হয়েছে'।[১]

হাসান বিন আত্বিয়া বলেন, জিবরীল (আঃ) যেরূপ কুরআন নিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ হ'তেন, তেমনি হাদীছ নিয়েও অবতীর্ণ হ'তেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে কুরআনের ন্যায় হাদীছও শিক্ষা দিতেন।

এইসব বিধিবিধান, যা আল্লাহ শেষ নবী ও তার উম্মতকে হেদায়াত স্বরূপ প্রদান করেছেন। যথা- ক্বিবলা, কুরবানী, শরী'আত ও জীবন পরিচালনা পদ্ধতি প্রভৃতি। অনুরূপভাবে ওয়াক্ত ও সংখ্যা সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, ক্বির'আত, রুকু ও সিজদা, বায়তুল হারামের দিকে মুখ ফিরানো। আর ফরয যাকাত ও তার পরিমাণ, যা তিনি মুসলমানদের গবাদী পশু, শস্য, ফল-মূল, ব্যবসা, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি সম্পদের মধ্যে ফরয করেছেন। যারা যাকাতের মালের হকদার তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১. *আবুদাঊদ, হা/৪৬০৪ 'সুন্নাহকে গ্রহণ করা' অনুচ্ছেদ, ৪/২০০ পৃঃ।*

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ–

'যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হ'ল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল যে, আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং ছালাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে, এটাই শাশ্বত দ্বীন' *(বাইয়েনাহ ৪-৫)*।

তিনি আরো বলেন, وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– 'আর এ পথই আমার সরল পথ। এ পথই তোমরা অনুসরণ কর, এপথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করো না, করলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সতর্ক হও' *(আন'আম ১৫৩)*।

আল্লাহ সূরা ফাতিহায় বলেন, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ– 'আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের পথেও নয়, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে' *(ফাতিহা ৬-৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, اَلْيَهُـوْدُ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالُّوْنَ، 'ইহুদীদের উপর গযব বর্ষিত হয়েছে এবং নাছারাগণ পথভ্রষ্ট'।[২]

সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন যা তাওরাত, ইঞ্জীল, যবুর এমনকি কুরআনের মধ্যে অন্য কোন সূরায় অনুরূপ বিষয় অবতীর্ণ করেননি। অথচ আমাদেরকে আদেশ করেছেন এ মর্মে যে, আমরা যেন আমাদের হেদায়াতের সরল পথ প্রার্থনা করি, যে পথের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। সেটি নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের পথ, যাদের প্রতি তিনি নে'মত দান করেছেন। সেটা ইহুদীদের ন্যায় গযব প্রাপ্ত ও নাছারাদের ন্যায় পথভ্রষ্টদের পথ নয়।

এটিই সরল পথ। এটি আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভেজাল দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা, যা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ। কেননা নির্ভেজাল সুন্নাহই হ'ল অবিমিশ্রিত ইসলাম। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত দ্বীনের দলীল স্বরূপ গণ্য হবেন। যারা ধারণা করে যে, তারা আল-কুরআনের অনুসারী, অথচ তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে। তারা বাতিলপন্থী। মুসলিম সমাজের মধ্যে এমন অনেক দলই গত হয়েছে। এসব দল থেকে এই উম্মাতের মধ্যে যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত তারা হক্বপন্থী হিসাবে বিশেষিত হয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ ও তাঁর পথকে আকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে জামা'আত ও মৈত্রি স্থাপনের আদেশ করেছেন এবং দলাদলি ও মতবিরোধ হ'তে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، 'যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল' *(নিসা ৮০)*।

আল্লাহপাক আরো বলেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ– 'আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন' *(আলে ইমরান ৩১)*।

তিনি আরো বলেন, فَلا وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ– 'অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই ঈমানদার হ'তে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ব্যাপারে বিচারক না করে' *(নিসা ৬৫)*।

একতাবদ্ধ হয়ে থাকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، 'আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَيْءٍ، 'নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই' *(আন'আম ১৫৯)*।

আল্লাহ পাক বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ– 'আর তাদের মত হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পর তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও বিরোধ করেছে' *(আলে ইমরান ১০৫)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

২. *ছহীহুল জামি' লিল আলবানী, হা/৮২০২, সনদ ছহীহ।*

মَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ- وَلاَيَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ-

‘এটা কোন মানুষের পক্ষে সমীচীন নয় যে, আল্লাহ যাকে গ্রন্থ, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেন, তৎপর সে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার বান্দা হও, বরং তারা বলবে, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও। কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষাদান কর এবং তা পাঠ করে থাক। আর তিনি আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতাগণ ও নবীগণকে রব হিসাবে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম হবার পর তিনি কি তোমাদেরকে বিশ্বাসদ্রোহীতার আদেশ করবেন’ *(আলে ইমরান ৭৯-৮০)*।

অনুরূপভাবে মুমিনগণ ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তারা নাছারাদের মত বলেন না যে, ঈসাই আল্লাহ, তাঁর পুত্র অথবা তিন জনের একজন। আর তারা তাঁকে অস্বীকারও করেন না। তারা বলেন, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর তাঁরই বাণী যা তিনি কুমারী মরিয়াম (আঃ)-এর দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং রূহও তাঁরই।

অনুরূপভাবে মুমিনগণ আল্লাহর দ্বীনের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তারা মনে করেন আইন প্রণয়ন করা, রহিত করা ও বহাল রাখার একচ্ছত্র অধিপতি হ'লেন আল্লাহ। তাঁর এই সার্বভৌমত্ব জবাবদিহিতা মুক্ত। মহান আল্লাহ নির্বোধ লোকদের সম্পর্কে বলেন,

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ-

‘যারা মানুষের মধ্যে নির্বোধ, তারা বলে, যে ক্বিবলার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা হ'তে কি তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? বলুন, আল্লাহর জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন’ *(বাক্বারাহ ১৪২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ-

হ'তে বিভিন্ন সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যা সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، ‘অতিশীঘ্রই এই উম্মত বাহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জেনে রেখে, ঐ একটি হ'ল জামা'আত'।[৩] অন্য বর্ণনায় আছে, مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي، ‘তারা হ'ল আজ আমি ও আমার ছাহাবীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তার উপর যারা প্রতিষ্ঠিত হবে'।

এটিই হ'ল নাজাত প্রাপ্ত দল। এটিই হ'ল আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। তারা হ'ল জাতিসমূহের মধ্যে মধ্যপন্থী। যেমন সমগ্র ধর্মের মধ্যে ইসলাম হ'ল মধ্যবর্তী ধর্ম। মুসলিমগণ হ'লেন আল্লাহর নবী-রাসূল ও পুণ্যবান বান্দাদের মধ্যে মধ্যবর্তী। তাঁদের ব্যাপারে তারা বাড়াবাড়ি করে না, যেমন নাছারারা বাড়াবাড়ি করেছিল।

আল্লাহ পাক বলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের ধর্মযাজকদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারয়ামের পুত্র মাসীহ্কেও। অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হ'তে পবিত্র' *(তওবাহ ৩১)*।

মুমিনগণ তাদের প্রতি অত্যাচার করত না। যেমন ইহুদীরা অত্যাচার করত। ইহুদীরা নবীদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করত। আর মানব সমাজে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিত তাদেরকেও হত্যা করত। কোন রাসূল যখন তাদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কিছু নিয়ে আসতেন, তখন তাদের একদল তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত ও অপরদল তাঁদেরকে হত্যা করত। পক্ষান্তরে মুমিনগণ আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাঁদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেন, সম্মান দেন, ভালবাসেন ও তাঁদের আনুগত্য করেন। কিন্তু তারা তাঁদের ইবাদত করেন না এবং তাঁদেরকে রব হিসাবে গ্রহণও করেন না। তাই আল্লাহ বলেছেন,

৩. *আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭; তিরমিযী হা/২৬৪১, 'ঈমান' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২ 'ফিৎনা-ফাসাদ' অধ্যায়।*

Contents

'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু সেসব কিছুর উপর ঈমান আনি, যা আমাদের (বানী ইসরাঈল জাতির) উপর নাযিল করা হয়েছে। এর বাইরে যা, তা তারা অস্বীকার করে। অথচ এটি একান্ত সত্য এবং এটা সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের যা তাদের কাছে রয়েছে' *(বাক্বারাহ ৯১)*।

আর তারা তাদের বিজ্ঞ আলিমদের ও বুজরগানে দ্বীনের জন্য এটা জায়েয মনে করেন না যে, তারা আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করবে এবং যা ইচ্ছা তাই শরী'আত বলে নির্দেশ দিবে এবং মনগড়াভাবে যা ইচ্ছা তা হারাম বলে নিষেধ করবে। যেমন নাছারারা করেছিল। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ، 'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্ম যাজকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে' *(তওবা ৩১)*।

আদী বিন হাতিম বলছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তারা তাদের ইবাদত করে না। আল্লাহ্র রাসূল প্রতিউত্তরে তাকে বলেছিলেন, কেন তোমাদের আলেমরা যা হালাল বলে ফৎওয়া দেন, তা কি তোমরা হালাল বলে মেনে নাও না? তারা যা হারাম বলে ফৎওয়া দেন, তা কি তোমরা হারাম বলে গ্রহণ কর না? সে বলল, হ্যাঁ। আল্লাহর রাসূল বললেন, এটাই তো তাদের ইবাদত করা হ'ল।

পক্ষান্তরে মুমিনদের বক্তব্য হ'ল যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই একমাত্র বিধান দাতা। যেমনভাবে তিনি ব্যতীত কেউ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না, তেমনি বিধান দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে না। মুমিনগণ বলেন, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। সুতরাং তারা আল্লাহর সকল নির্দেশের আনুগত্য করেন। তারা আরো বলেন, আল্লাহ ইচ্ছামত হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু মাখলূক্ব স্রষ্টার কোন নির্দেশ বা বিধান পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না, যদিও সে দুনিয়ায় মহা ক্ষমতাশীল হয়।

অনুরূপ মুমিনগণ আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ে মধ্যপন্থী। কেননা ইহুদীরা আল্লাহ তা'আলাকে মাখলূক্বের অপূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর দ্বারা বিশেষিত করেছে। তারা বলে, আল্লাহ গরীব, আমরা ধনী। তারা আরো বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ। সৃষ্টি করতে তিনি পরিশ্রান্ত হয়েছেন। সুতরাং তিনি শনিবার দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এরূপ বহু ভ্রান্ত আক্বীদা তারা পোষণ করে।

আর নাছারারা মাখলূক্ব তথা সৃষ্টজীবকে গুণান্বিত করেছে স্বয়ং স্রষ্টার গুণাবলীর দ্বারা। তারা বলে, আল্লাহ সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টি জীবরে প্রতি রহম করেন, ক্ষমা করেন, অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, সৃষ্টির তওবা কবুল করেন, ছওয়াব দান করেন এবং শাস্তিও প্রদান করেন।

মুমিনগণ এরূপ ঈমান পোষণ করেন যে, আল্লাহর চেয়ে সুমহান কেউ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, সমকক্ষ নেই, তাঁর কোন উদাহরণও নেই। তিনিই সমগ্র পৃথিবীর সব কিছুর প্রতিপালক ও স্রষ্টা, বাকী সবাই তাঁর বান্দা এবং তাঁর মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ বলেন,

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَن عَبْدًا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا–

'আসমান সমূহ ও যমীনে এমন কিছুই নেই যা (ক্বিয়ামতের দিন) দয়াময় আল্লাহর সম্মুখে তাঁর অনুগত বান্দা হিসাবে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের সবাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে' *(মারয়াম ৯৩-৯৫)*।

সুতরাং হালাল ও হারাম নির্ধারণের নিরংকুশ অধিপতি হ'লেন আল্লাহ। কিন্তু ইহুদীরা তা অমান্য করেছিল। তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيرًا– 'আমি ইহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত পবিত্র বস্তু হালাল ছিল, তাও তাদের প্রতি হারাম করেছি এবং এ কারণে যে, তারা আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধা দান করে' *(নিসা ১৬০)*।

তারা নখ বিশিষ্ট প্রাণীর গোশত খেত না। যেমন উট, হাঁস প্রভৃতি। পাকস্থলির ঝিল্লির চর্বি, দুই কিডনীর গোশত ও বকরীর দুধ প্রভৃতি তারা খেত না, যা তাদের উপর হারাম ছিল। এমনকি খাদ্য, পোষাক ছাড়াও তাদের উপর তিনশত ষাট ধরনের বস্তু হারাম ছিল। দুইশত আটচল্লিশটি বিষয় তাদের উপর ছিল ওয়াজিব। অনুরূপভাবে তারা অপবিত্র বস্তুর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছিল। এমনকি ঋতুবতী মহিলার সাথে খানাপিনা খেত না এবং তাদের সাথে একই ঘরে বসবাসও করত না।

নাছারারা যাবতীয় অপবিত্র জিনিস ও সমস্ত হারাম দ্রব্য হালাল করে নিয়েছিল। সকল প্রকার নোংরা অপবিত্র জিনিসের অনুশীলন করেছিল। আর ঈসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের উপর যা হারাম করা হয়েছে, তার কিছু আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দিব। এজন্য আল্লাহ বলেন,

قَاتِلُوْا الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَيُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَيَدِيْنُوْنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ–

Contents

'যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং ক্বিয়ামতের দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না, যেগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণ করে না; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে, প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়' *(তওবা ২৯)*।

পক্ষান্তরে মুমিনগণের গুণাবলী আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এভাবে,

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ- الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّورَ الَّذِيْ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'আর আমার দয়া তো (আসমান-যমীনের) সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, আমি অবশ্যই তা লিখে দেব এমন লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, যারা যাকাত আদায় করে এবং আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনে। যারা এই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলেও লেখা দেখতে পায়। তিনি তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ হ'তে বিরত রাখেন, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র জিনিসকে হালাল ও অপবিত্র জিনিসগুলিকে হারাম ঘোষণা করেন এবং তাদের ঘাড়ে যে বোঝা ছিল তা তিনি নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। অতএব যারা তাঁর উপর ঈমান আনে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করে, তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং তাঁর সাথে যে আলো পাঠানো হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম' *(আ'রাফ ১৫৬-৫৭)*।

এখানে তাদের বহু গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দল সমূহের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, আল্লাহ্‌র নাম, নিদর্শন ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত নির্গুণবাদীদের মধ্যে মধ্যপন্থী যারা আল্লাহর নাম ও নির্দশনাবলী অস্বীকার করে এবং স্বয়ং আল্লাহ নিজের যে সব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তাতে তারা বাড়াবাড়ি করে। এমনকি অস্তিত্বহীন ও মৃত্যুর সঙ্গে তারা আল্লাহকে তুলনা করে। আর যেসকল সাদৃশ্যবাদী আল্লাহর সাদৃশ্য বর্ণনা করে এবং সৃষ্টজীবের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য স্থাপন করে তাদের মধ্যেও মধ্যপন্থী। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহর নাম ও গুণাবলী তিনি নিজে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে বর্ণনা করেছেন কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা হ্রাস-বৃদ্ধি, ধরন বর্ণনা ও সাদৃশ্য স্থাপন ব্যতিরেকে সেভাবেই বিশ্বাস করেন।

সৃষ্টি করা ও বিধান জারী করার ক্ষমতার মালিক হিসাবে আল্লাহর উপর আক্বীদা পোষণের দিক থেকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মধ্যবর্তী। মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাদারিয়া সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা, তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এ ব্যাপারে ঈমান রাখে না। আর আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা বলে, বান্দার কোন কিছু করার ক্ষমতা ও কর্মশক্তি নেই। তাই তারা আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, ছওয়াব ও শাস্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে, তারা ঐসব মুশরিকদের শামিল হয় যারা বলে,

لَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَآبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ-

'আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও করত না। আর কোন জিনিসও আমরা হারাম করতাম না' *(আন'আম ১৪৮)*।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি বান্দাদের সুপথে পরিচালনার এবং মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করার একচ্ছত্র ক্ষমতা রাখেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। আর যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। সুতরাং তাঁর ইচ্ছার বাইরে তাঁর রাজত্বে কিছু হয় না। তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নেও তিনি অপারগ নন এবং গতিময়তা, বৈশিষ্ট্যাবলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সব কিছুর স্রষ্টা তিনি।

তারা বিশ্বাস করেন বান্দার শক্তি, ইচ্ছা ও কাজের ক্ষমতা রয়েছে। সে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। তারা তাকে বাধ্য বলে আখ্যা দেন না। কারণ বাধ্য হ'ল ঐ ব্যক্তি যাকে তার স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করা হয়েছে। আল্লাহ বান্দাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সৃজন করেছেন। সে ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ যেমন বান্দার স্রষ্টা, তেমনি বান্দার ইচ্ছাশক্তিরও স্রষ্টা। এক্ষেত্রে তাঁর সাথে তুলনীয় কেউ নেই। কারণ মহান আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীতে তাঁর কোন তুলনা নেই।

তারা আল্লাহর নামসমূহ, বিধানাবলী, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ব্যাপারে মুরজিয়া ও যারা করীবা গোনাহগার মুসলিমকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে থাকে তাদের মধ্যে মধ্যবর্তী। তারা ঐসব মুসলিম ব্যক্তিকে ঈমান থেকে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর শাফাআতকেও মিথ্যা

Contents

ভাবে। আর মুরজিয়ারা বলে, পাপীদের ঈমান আম্বিয়ায়ে কেরামের (আঃ) ঈমানের সমতুল্য। নেক আমল দ্বীন ও ঈমানের মধ্যে শামিল নয়। তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি ও আযাবকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন যে, পাপিষ্ঠ মুসলিমের মৌলিক ঈমান সহ আংশিক ঈমান বিদ্যমান থাকে। তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমান থাকে না, যা ওয়াজিব এবং যা মুমিনের জন্য জান্নাত অবধারিত করে। তবে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। বরং যার হৃদয়ে শষ্যদানা অথবা সরিষাদানা সমতুল্য ঈমান আছে, সে জাহান্নাম হ'তে নিস্কৃতি পাবে। নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য শাফা'আত করবেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আলী (রাঃ)-এর বিষয়ে সীমালংঘনকারী ও 'জাফিয়া' বা অত্যাচারী দলের মধ্যবর্তী। জাফিয়া বা সীমালংঘনকারীরা আলী (রাঃ)-কে আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং এই আক্বীদা পোষণ করে যে, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ব্যতীত আলী (রাঃ) একমাত্র নিস্পাপ নেতা। কখনো কখনো তারা আলী (রাঃ)-কে নবী ও ইলাহ-এর স্থলাভিষিক্ত করে। তারা বিশ্বাস করে যে, ছাহাবীগণ অত্যাচার ও পাপাচার করেছেন। তারা পরবর্তী মুসলিম উম্মাহকে কাফির বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

আর 'জাফিয়া' বা অত্যাচারী দল হ'ল তারা, যারা এই আক্বীদা পোষণ করে যে, আলী ও ওছমান কাফির এবং তাঁদের রক্ত ও তাঁদেরকে যারা ক্ষমতাসীন করেছেন তাদের রক্তও হালাল মনে করে। এমনকি তাঁদেরকে গালি দেওয়া বৈধ মনে করে এবং আলী (রাঃ)-এর খেলাফত ও নেতৃত্ব বিষয়ে অপবাদ-দুর্নাম রটায় ও গালি-গালাজ করে।

অনুরূপভাবে আহলে সুন্নাত সকল সুন্নাতের অনুসরণের বিষয়ে মধ্যপন্থী। কারণ তাঁরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে ধারণকারী। আর পূর্ববর্তী অগ্রগামী মুহাজির, আনছার ও একনিষ্ঠভাবে তাঁদের অনুসরণকারীগণ যে আদর্শের উপর ছিলেন, তারই উপর তারা প্রতিষ্ঠিত।

[চলবে]

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন

কোন এক দেশে নওশের নামে এক রাজা ছিল। সৈন্য-সামন্ত, হাতি-ঘোড়া, ধন-সম্পদে তার কোন তুলনা ছিল না। অঢেল সম্পদ, বিশাল সেনাবাহিনীর অধিকারী এ রাজার মনে বেশ অহংকার ছিল। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের ছোট-খাট রাজা-বাদশাহদের সে মানুষ বলে মনে করতো না। তার ছিল এক অপরূপা সুন্দরী মেয়ে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে একদা রাষ্ট্রীয় কাজে রাজা নওশেরের দরবারে আসে। পথিমধ্যে রাজকুমারীর সাথে মন্ত্রীর ছেলের সাক্ষাৎ হয়। দেশে ফিরে গিয়ে মন্ত্রীর ছেলে তার পিতার কাছে রাজা নওশেরের মেয়েকে বিবাহের কথা বলে। মন্ত্রী ছেলেকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, সে বাদশাহর মেয়ে। বাদশাহ নওশের তার মেয়ে তোমার মত সাধারণ একজন উযীরের ছেলের নিকট বিয়ে দিবেন না। তাছাড়া সে সোনার চামচ মুখে দিয়ে মানুষ হয়েছে। আর তুমি একজন উযীরের ছেলে মাত্র। তার চাহিদা তুমি পূরণ করতে পারবে না। ফলে সংসারে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসবে। জীবনে কখনো সুখ পাবে না। তুমি এ মেয়ের কথা বাদ দাও। আমি তোমাকে অন্য জায়গায় ভাল ও সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করব। কিন্তু মন্ত্রীপুত্রের একই কথা সে রাজকুমারীকেই বিয়ে করবে। অন্যথায় সে আত্মহত্যা করবে।

ছেলের কথা চিন্তা করে মন্ত্রী রাজা নওশেরের নিকটে যান। মন্ত্রী তার পুত্রের সাথে রাজার মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। মন্ত্রীর প্রস্তাব শুনে রাগে রাজার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। রাজা বলে তোমার ধৃষ্টতা তো কম নয়। সাধারণ একজন উযীর হয়ে আমার মেয়েকে তোমার ছেলের জন্য চাইতে আসলে কোন সাহসে? তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। রাজা মন্ত্রীকে যারপর নাই অপমান করে তার দরবার থেকে বের করে দেন।

দেশে ফিরে মন্ত্রী স্বীয় পুত্রকে ঘটনা আদ্যোপান্ত বলে পুত্রকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেন। এদিকে রাজা নওশেরের অপমান সইতে না পেরে মন্ত্রী হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুতে মন্ত্রীপুত্রও শোকে মুহ্যমান। সে দেশের রাজাও প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি মন্ত্রীপুত্রের নিকট থেকে মন্ত্রীর মৃত্যুর কারণ শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, বাদশাহ নওশেরের কিসের এত অহংকার, আল্লাহ চাইলে তার রাজত্ব অন্যকে দান করতে পারেন।

এর কিছু দিন পর বাদশাহ নওশের একদা কুরআন তেলাওয়াত করতে বসে সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত قُلِ اللَّهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ– إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ পর্যন্ত পৌঁছলেন।

অর্থঃ 'বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমার হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল' *(আলে ইমরান ২৬)*।

এ আয়াত পাঠ করে নওশের ভাবলেন, এ কি করে সম্ভব? আমার এত সৈন্য-সামন্ত থাকতে কিভাবে আমার রাজ্য অন্যের করতলগত হবে? এটা হ'তে পারে না।

কিছুদিন পর রাজা নওশের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের একটি এলাকা দখল করে নেন। একদিকে মন্ত্রীর মৃত্যু অন্যদিকে রাজ্যের জমি অন্যায়ভাবে দখল করায় ঐ দেশের বাদশাহ নওফেল নওশেরের উপর ভিষণ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। নওফেল তার বন্ধু নওশেরের রাজ্যের অপর সীমান্তের মালিক রাজা পারভেজের সহযোগিতায় নওশেরের দেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বাদশাহ নওশের পরাজিত হন এবং সপরিবারে বন্দী হয়ে বাদশাহ নওফেলের নিকট নীত হন। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখে এবং মন্ত্রীপুত্রের মনোবাসনা পূরণের জন্য রাজা নওশেরের কন্যার সাথে তার বিবাহ দেন। বিবাহে উপঢৌকন হিসাবে বাদশাহ নওফেল মন্ত্রীপুত্র আনজাসকে নওশেরের রাজ্যের প্রাদেশিক গভর্ণর নিযুক্ত করেন। আর মন্ত্রীপুত্র আনজাসের শশুর হিসাবে বাদশাহ নওশেরকে মুক্ত করে দিয়ে যেখানে ইচ্ছা অবস্থানের সুযোগ দেন। রাজা নওফেলের এই মহানুভবতায় বাদশাহ নওশেরও মুগ্ধ হন। তিনি মুক্ত হয়ে আবার একদা কুরআন তেলাওয়াতের সময় সূরা আলে ইমরানের ঐ ২৬নং আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন। তিনি এ আয়াত পড়ে কেঁদে আল্লাহ্র নিকট তওবা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমতার মালিক। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে বাদশাহকে ফক্বীর ও ফক্বীরকে বাদশাহ বানাতে পারেন।

শিক্ষাঃ *আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। তেমনি ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান যাকে ইচ্ছা দান করেন। কিন্তু তা পেয়ে অন্যের প্রতি অত্যাচার, অনাচার করা অনুচিত। কেননা এসব আজীবন থাকে না। যেকোন মুহূর্তে আল্লাহ আবার তা ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাই আল্লাহ প্রদত্ত ঐ নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা একান্ত যরূরী। আমাদের দেশের মন্ত্রী-এমপিদের বর্তমান দুর্দশা দেখে এ গল্পের বাস্তবতা সহজেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া যালেম, প্রতারক ও আত্মসাৎকারী শাসকদের পরিণতি নিঃসন্দেহে জাহান্নাম।*

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

Contents

চিকিৎসা জগত

বাত রোগের কারণ ও চিকিৎসা

বাত একটি অন্তগত রোগ (সিস্টেমিক ডিজিজ) অর্থাৎ যা কিনা পুরো শরীরে প্রভাব ফেলে। অস্থিসন্ধিতে ইউরিক এসিড জমা হয়ে এ রোগের উৎপত্তি হয়। মূত্রের মাধ্যমে যে পরিমাণ স্বাভাবিক ইউরিক এসিড বেরিয়ে যায়, তার থেকে বেশী পরিমাণ ইউরিক এসিড যখন আমাদের যকৃৎ তৈরী করে তখনই তা রক্তের পরিমাণ বাড়ায়। অথবা খাবারের মাধ্যমে বেশী পরিমাণ তা ফিল্টার করতে না পারলে বাতের উপসর্গগুলো দেখা দেয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরিক এসিড অস্থিসন্ধিতে ক্রিস্টালরূপে জমা হ'তে থাকে এবং তাতে অস্থিসন্ধি ফুলে যায়, প্রদাহ এবং ব্যথা হয় এবং সেই সঙ্গে অস্থিসন্ধি ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যায়। বাত সাধারণত পায়ের আঙ্গুলের অস্থিসন্ধিকে আক্রান্ত করে।

রোগের প্রাদুর্ভাবঃ বাত সাধারণত ৪০-৫০ বছর বয়সী পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশী হয়ে থাকে। মহিলাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এটি রজঃনিবৃত্তির পর অর্থাৎ ৪৫ বছরের পর দেখা দেয়। শিশু এবং তরুণদের সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত হ'তে দেখা যায় না।

কারণ এবং ঝুঁকিসমূহঃ অস্থিসন্ধিতে ইউরিক এসিড জমার কারণেই বাত হয়ে থাকে। শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী রোগীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বাত রোগের পারিবারিক ইতিহাস থাকে। যেসব কারণে বাত রোগের ঝুঁকি বাড়ে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ডায়াবেটিস, শরীর মোটা হয়ে যাওয়া, কিডনির রোগসমূহ, সিকল সেল এনিমিয়া (এক ধরনের রক্তস্বল্পতা)। নিয়মিত অ্যালকোহল পান করলে তা দেহ থেকে ইউরিক এসিড বের করে দেয়ায় বাধা দেয় এবং প্রকারান্তরে বাতের ঝুঁকি বাড়ায়। কিন্তু কিছু ওষুধ যেমন অ্যাসপিরিন, বিভিন্ন ডাই-ইউরেটিকস, লিভোডোপা, সাইক্লোস্পোরিন ইত্যাদি অনেক সময় বাতের ঝুঁকি বাড়ায়।

রোগের লক্ষণসমূহঃ বাতের সমস্যা সাধারণত বৃদ্ধাঙ্গুলিতে প্রথম দেখা দেয়। এর প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে-

(১) প্রদাহ (২) ব্যথা (৩) অস্থিসন্ধি লাল হয়ে যাওয়া এবং (৪) অস্থিসন্ধি ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

বাতে পায়ের আঙ্গুল নাড়াতে তীব্র ব্যথা হয়; অনেক সময় রোগীরা বলে থাকে যে, চাদরের স্পর্শেও ব্যথা লাগে। বাতের লক্ষণগুলো খুব দ্রুতই দেখা দেয়, যেমন কখনো কখনো এক দিনের মধ্যেই দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে একটি মাত্র অস্থিসন্ধিতে লক্ষণ দেখা দেয়। বিরল ক্ষেত্রে ২-৩টি অস্থিসন্ধিতে এক সঙ্গে ব্যথা হয়। যদি অনেক স্থানে এক সঙ্গে লক্ষণ দেখা দেয়, তবে হয়তো তা বাতের কারণে না-ও হ'তে পারে। তবে চিকিৎসা না করা হ'লে বাত অস্থিসন্ধির যথেষ্ট ক্ষতি করতে এমনকি চলনক্ষমতাও হ্রাস করতে পারে।

চিকিৎসাঃ চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অস্থিসন্ধিতে ইউরিক এসিডের পরিমাণ কমিয়ে আনা এবং এর মাধ্যমে রোগের লক্ষণ এবং পরবর্তী অবনতি ঠেকানো। চিকিৎসা না করা হ'লে বাত অস্থিসন্ধির যথেষ্ট ক্ষতি করতে এমনকি চলনক্ষমতাও হ্রাস করতে পারে। সচরাচর দেখা যায়, ঘন ঘন রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ না পেলে লোকজন এর চিকিৎসা করাতে চায় না। ওষুধের মধ্যে আছে ন্যাপ্রোক্সেন এবং ইন্ডোমিথাসিনের মতো এনএসএআইডি জাতীয় ওষুধ। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়াতে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করা এবং সেই সঙ্গে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া দরকার। প্রেডনিসোলোনের মতো স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধও মুখে খাওয়া যেতে পারে অথবা আক্রান্ত স্থানে ইনজেকশনের মাধ্যমে ব্যবস্থার করা যেতে পারে। অ্যালোপিউরিনল, কোলচিসিন এবং প্রোবেনেসিড আলাদাভাবে কিংবা এক সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ওষুধগুলো দ্রুত কার্যকর হয় তখনই, যখন এগুলো রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার ১২ ঘন্টার মধ্যেই ব্যবহার করা যায়।

প্রতিরোধঃ প্রতিরোধই বাতের সমস্যা থেকে উপশমের উত্তম উপায়। রোগ দেখা দিলে ওষুধের মাধ্যমে নিস্তার পাওয়া যায় বটে, তবে তখন অ্যালকোহল এবং যেসব খাবার গ্রহণ করলে ইউরিক এসিড মজুদ হওয়া বেড়ে যায়, সেসব থেকে দূরে থাকা অবশ্য কর্তব্য।

এছাড়া রোগীকে প্রচুর পানি খেতে হবে, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, সুষম খাবার ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ওজন ঠিক রাখতে হবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল রোগ হ'লে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে তার পরামর্শ মতো চলতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

ডায়াবেটিস রোগীদের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি

ডায়াবেটিস রোগীদের অনেককেই নিয়মিত ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হয়। শুধু ডায়াবেটিস নয়, ক্যান্সার এবং অন্যান্য রোগের রোগীদের ওষুধ নিতে হয় ইনজেকশনের মাধ্যমে। তবে ভারতের বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের জেল অর্থাৎ জেলির মতো পদার্থ তৈরী করেছেন, যা ইনজেকশনের পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জেল ট্যাবলেটের মতো খাওয়া যাবে এবং নিয়মিত ইনজেকশন নেয়ার হাত থেকে সত্যি সত্যিই একদিন অনেক রোগীকে রক্ষা করবে। এই জেল আসলে ঠিক কি কাজ করে এ প্রশ্নের জবাবে বিবিসির বিজ্ঞান বিভাগের ভাষ্যকার আনিয়া লিসতারোভিজ ব্যাখ্যা করে বলেন, এটা বিশেষ এক ধরনের জেল। ইনসুলিনের মতো অনেক ওষুধ মুখের ভেতর দিয়ে গিলে সেবন করা যায় না। আর তার কারণ হ'ল আমাদের পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক ফ্লুইড নামক এক ধরনের তরল পদার্থ রয়েছে। যার মধ্যে উঁচুমাত্রায় এসিডের গুণ রয়েছে। আর এই অ্যাসিটিক পদার্থের সংস্পর্শে এলে অনেক ওষুধ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এই জেলের মাধ্যমে মুখের মধ্য দিয়ে এ ধরনের ওষুধ সেবন করলে পাকস্থলীতে তা নষ্ট হবে না। ওই জেল ওষুধটি নিরাপদে আমাদের বৃহদান্ত্রে নিয়ে যাবে। আমাদের শরীরের ওই অংশে ওষুধের জন্য পরিবেশ বিরূপ নয়। আর জেল তখন ধীরে ধীরে ওষুধ ছাড়তে শুরু করবে এবং ওষুধ তখন তার কাজ করতে শুরু করবে।

সুতরাং অনেক ধরনের ওষুধের ক্ষেত্রে এই জেল ব্যবহার করার ব্যাপক চাহিদা দেখা দেবে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন। যেমন ধরা যাক, ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে এই জেল কীভাবে সাহায্য করতে পারে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. আনিয়া লিসতারোভিজ বলেন, খাতা-কলমে দেখতে গেলে এই জেল ব্যবহার করে ট্যাবলেট বা জেল ট্যাবলেট বানানো যাবে। যা রোগীরা খুব সহজেই গিলে ফেলতে পারবে।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

ফল গাছের চারা রোপণ ও পরিচর্যা

জুনের ১ তারিখ থেকে শুরু হয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান। তাই এখনই নানান ধরনের ফল গাছের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। ফলের চাষ খুবই লাভজনক। নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি ফল বিক্রি করে আয়-রোজগার বাড়ানো যেতে পারে।

চারা নির্বাচনঃ যে কোন গাছের জন্য উৎকৃষ্ট জাতের স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। আমের বেলায় ভিনিয়ার কলম বা জোড়া কলমের চারা এবং বাতাবী লেবু ও পেয়ারার বেলায় গুটি কলমের চারা রোপণ করা উত্তম। অন্যান্য গাছের বীজের চারা এবং কলার সাকার বা তেউড় রোপণ করা হয়।

স্থান নির্বাচনঃ চারা রোপণের জন্য সঠিক স্থান নির্ধারণ করতে হবে। এর জন্য বসতবাড়ির আশপাশে এমন স্থান নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে ঘরবাড়ি কিংবা অন্যান্য বৃক্ষের ছায়া না পড়ে বা পড়লেও অল্প সময়ের জন্য পড়ে।

চারা রোপণ দূরত্বঃ চারা গাছ রোপণের বেলায় অবশ্যই দূরত্ব বজায় রেখে লাগাতে হবে। বাগানে আমের চারা রোপণের সময় একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব হবে ৯ থেকে ১২ মিটার। তবে আমের লতা জাতের বেলায় রোপণ দূরত্ব ৪ মিটার বা ১৩ ফুট হ'লেই চলবে। গাছের প্রসারতা বিবেচনা করে চারা গাছ লাগাতে হবে।

উপযুক্ত সময়ঃ বৃক্ষজাতীয় ফল গাছের চারা রোপণের সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে জুন-জুলাই মাস। তবে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে এপ্রিল-মে মাসেও চারা রোপণ করা যায়। এমনকি প্রয়োজন বোধে শীতকাল ছাড়া বছরের অন্য যে কোন সময় চারা রোপণ করা যায়। কলা গাছের বেলায় মার্চ-জুন মাস উপযুক্ত সময়।

গর্ত খননঃ অধিকাংশ ফল গাছের জন্য ৬০ সেন্টিমিটার বা দুই ফুট ব্যাস ও সমান গভীরতাবিশিষ্ট গর্ত খনন করা ভালো। তবে কলা ও পেঁপের বেলায় ব্যাস একটু বেশী যেমন- ৬৭ সেন্টিমিটার বা আড়াই ফুট গভীরতার একটু কম, যেমন- ৫৩ সেন্টিমিটার বা পৌনে দুই ফুট আকারের গর্ত অধিকতর সুবিধাজনক। নারিকেলের জন্য ৭৫ সেন্টিমিটার ব্যাস ও গভীরতাযুক্ত গর্ত হ'লে ভালো হয়।

সার প্রয়োগঃ গর্তের উপর ও নিচের অর্ধেকের মাটি তুলে গর্তের দু'পাশে দু'ভাগে রেখে দিতে হবে, যাতে পরে উপরের দিকের মাটি গর্তের নিচের ভাগে এবং নিচের দিকের মাটি উপরিভাগে দেয়া যায়। গর্তের মাটির সঙ্গে নিম্নলিখিত হারে সার মিশাতে হবে। এই সার বৃক্ষজাতীয় গাছের বেলায় সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তবে সারের পরিমাণ গাছের আকার, প্রকার, মাটির উর্বরতা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন যেসব গাছ ছোট আকারের, সেগুলোর বেলায় সারের পরিমাণ কম এবং বড় গাছের বেলায় বেশী হবে।

চারা রোপণঃ চারা রোপণ করতে হবে বিকালে। রোপণের পর সেচ দিয়ে গর্তের মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। এরপর পরবর্তী সপ্তাহকাল যাবত প্রতিদিন চারার গোড়ায় সেচ দিতে হবে। উন্মুক্ত জায়গার বেলায় চারার চারপাশে বেড়া দিতে হবে। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ছায়া দিতে পারলে ভাল হয়।

পরবর্তী পরিচর্যাঃ সময় মতো চারার গোড়ার মাটি নিড়িয়ে কিংবা কুপিয়ে আলগা করে দিতে হবে। আগাছা বাছাই করতে হবে। প্রতি বছর যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে তার অর্ধেক গ্রীষ্মের শুরুতে এবং অপর ভাগ বর্ষার শেষে প্রয়োগ করতে হবে। তবে গাছের ফল থাকাকালীন সার প্রয়োগ না করে ফল নামানোর পর সার প্রয়োগ করতে হবে। আম ও কাঁঠালের বেলায় এ ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রতি বছর সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এই সার গোড়ার চারপাশে বছরের পর বছর বৃহত্তর এলাকাজুড়ে হালকাভাবে কুপিয়ে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তারপর সেচ দিয়ে কয়েকদিন পর মাটির শুকনো বা জো অবস্থায় তা আবার হালকা করে কুপিয়ে মালচিং করে দিলে ভালো হবে।

ছাঁটাইকরণঃ গাছ ছাঁটাইকরণ বৃক্ষজাতীয় গাছগুলোর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রথম কয়েক বছর এটা খেয়াল রাখা প্রয়োজন যেন তাদের একটি করে প্রধান কাণ্ড ভালোভাবে বেড়ে ওঠে। আম পেয়ারা, লেবু, কাঁঠাল, বাতাবী লেবু ইত্যাদি গাছের গোড়া বা তার উপর থেকে একাধিক কাণ্ড বেরোনোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে একটি প্রধান কাণ্ড রেখে বাকিগুলো ছাঁটাই করে দিলে পরবর্তীকালে প্রতিটি গাছ বেড়ে উঠবে সুন্দর একটি ছাতার মতো আকৃতি নিয়ে।

মাছের পুকুরে খাবার পরীক্ষা

পুকুরে মাছ চাষের জন্য নিয়মিত পরিমাণ মতো খাবার প্রয়োগ করা দরকার। মাছের পুকুরে সাধারণত সরিষার খৈল, গমের ভূসি বা চালের কুঁড়া, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ও জৈব সার প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়া বাজারে সম্পূরক খাদ্য ও ভিটামিন প্রিমিক্স জিওলাইট ও ভিটাফিশ-ভি পাওয়া যায়, যা মাছের পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে। কিন্তু পুকুরে এসব খাদ্য উপাদান কতটুকু আছে, কতটুকু প্রয়োগ করতে হবে, তা পরীক্ষা করা যরূরী। কারণ পুকুরে খাবার বেশী দিলে মাছের উৎপাদন খরচ বাড়ে, পুকুরের পানিতে ব্লুম তৈরী হয়ে পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এজন্য খাবার প্রয়োগের আগে সেকি ডিস্ক, গ্লাস কিংবা প্লাঙ্কটন নেট পদ্ধতিতে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পরীক্ষা করা দরকার।

সেকি ডিস্ক পরীক্ষাঃ সেকি ডিস্ক হ'ল লোহা বা কাঠের তৈরী সাদা-কালো রঙের একটি গোলাকৃতির চাকতি। এর ব্যস ২০ সেঃমিঃ। এটি সাদা, সবুজ ও লাল রঙের সুতা বা কাঠের স্কেল দিয়ে ঝুলানো থাকে। সেকি ডিস্কের মাধ্যমে পানিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাঙ্কটনের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য জানা যায়।

পুকুরের পানিতে সেকি ডিস্ক ডুবানোর পর যদি তা ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটারের মধ্যে দৃশ্যমান হয়, তবে বুঝতে হবে পানিতে যথেষ্ট খাবার আছে। এ অবস্থায় ওই পুকুরে কোন পুষ্টি উপাদান প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। যদি ২০ সেঃমিঃ নিচেই সেকি ডিস্ক দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে পানিতে অতিরিক্ত খাদ্য আছে। এ অবস্থায় পুষ্টি উপাদান প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। আবার সেকি ডিস্ক ৩৫ সেন্টি মিটারের বেশী গভীরে দৃশ্যমান হ'লে বুঝতে হবে পানিতে যথেষ্ট পরিমাণ খাবারের ঘাটতি রয়েছে।

এ অবস্থায় পানিতে কৃত্রিম উপায়ে খাবার, সার ও ভিটামিন প্রিমিক্স জিওলাইট এবং ভিটাফিশ-ভি প্রয়োগ করতে হবে। দুপুরে সূর্যালোকিত অবস্থায় প্রতিদিন বা সপ্তাহে অন্তত দুই দিন একই সময়ে একই লোকের মাধ্যমে এ পরীক্ষা করতে হবে।

গ্লাস পরীক্ষাঃ স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে পুকুর থেকে পানি আনতে হবে। এরপর পানি সূর্যের বিপরীতে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। গ্লাসের পানিতে আট থেকে ১০টি ক্ষুদ্র প্রাণী কণা দেখা গেলে বুঝতে হবে পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। এ অবস্থায় বাইরে থেকে পুকুরে খাবারসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান প্রয়োগ করতে হবে না।

- **প্লাঙ্কটন নেট পরীক্ষাঃ** পানিতে বসবাসকারী অতি ক্ষুদ্র কণাকে প্লাঙ্কটন বলে। জুপ্লাঙ্কটন (প্রাণী) ও ফাইটোপ্লাঙ্কটন (উদ্ভিদ)-এ দুই ধরনের প্লাঙ্কটন পানিতে বিদ্যমান। পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার জন্য প্লাঙ্কটন আটকানো যায় এমন নেট বা জালে ৪০ লিটার পানি চালনা করতে হবে। জালে আটকানো প্লাঙ্কটন একটি বিকারে সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত প্লাঙ্কটনের পরিমাণ দুই সিসি হ'লে বুঝতে হবে পর্যাপ্ত খাদ্য আছে। এ অবস্থায় বাইরে থেকে পুকুরে খাবারসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান প্রয়োগ করার কোন আবশ্যকতা নেই।

Contents

কবিতা

শান্তি সুখের ঘর

- এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

মানুষ রূপে জন্ম নিয়েছি
ভবের এই দুনিয়ায়,
মুসলিম হয়েও রাখিনি কভু
মুসলিমের পরিচয়।
রাত্রি কখনো ভোর হয়েছে
দিবা হয়েছে সাঁঝ,
নিরলসভাবে করেছি শুধু
দুনিয়ার শত কাজ।
শৈশব, কৈশোর ফেলে এসেছি কবেই?
যৌবনও আজি শেষ
সুঠাম দেহ আজ সৌন্দর্যবিহীন
মাথায় শুভ্র কেশ।
পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চলে যাব আমি
আপন ঠিকানায়,
যেথায় আমার পূর্বপুরুষ
ঘুমিয়ে আছে নিরালায়।
যাত্রী আমি আজ পরপারের
দুনিয়াটাই মোর পর,
ভাবিনি কখনো আখেরাতই হবে মোর
শান্তি সুখের ঘর।

***

চেতনার ডাক

- মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ছিদ্দিক্বী
বাঁশদহা, ভবানীপুর, সাতক্ষীরা।

ডাক পড়েছে সবার তরে জাগো মুসলমান
ঐ যে শোন কান পেতে আজ আন্দোলনের আযান।
কুফর ভয়ে থাকবে নুয়ে মুসলমানের শীর?
অথচ ছিলে তোমরাই বিশ্বে মস্তবড় বীর।
তুমি ছিলে মহাবিশ্বের কলমের ক্ষুরধার
তাইতো আজ শত বিপদ ও লাঞ্চনা তোমার।
বিশ্বজয়ের দিগ্বিজয়ী বীর যে ছিলে তোমরা
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ফেলে হয়ে গেছ গোমরাহ।
নাওনা তুলে লোভকে ভুলে সেই সে হাতিয়ার
কাঁপতো সদা যা দেখে বাতিল ও কুফ্ফার।
দ্বীনের তরে দাও বিলিয়ে সময়, শ্রম ও অর্থ
নইলে তোমার ইহকাল ও পরকাল হবে ব্যর্থ।
এসো এবার সবাই মিলে সঠিক পথটি ধরি
আন্দোলনের রাহে এবার দ্বীনকে মোরা গড়ি।
দ্বীনকে গড়ার পণ করেছি জীবন রেখে বাজী,
খাঁটি হয়ে মরতে রাযী নইলে হব পাপী॥

***

দ্বীন-ধর্ম

- আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

দ্বীনের অর্থ ধর্ম বুঝে
করল দ্বীনের আসল ভুল,
তাইতো দ্বীনে ময়লা মলিন
ফুটছে না আর সোনার ফুল।
একটুখানি ছালাত-ছিয়ামে
হয়কি দ্বীনের সব পালন?
মানতে আজি আল্লাহ্‌র দ্বীনকে
হারিয়ে গেছে সবার মন!
ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি আর
অর্থনীতি সর্বদিক,
যে নীতিতে চলতে পারে
সেটাই দ্বীনের আসল দিক।
দ্বীনকে সঠিক বুঝতে হ'লে
রাসূল (ছাঃ)-কে যে জানতে হয়,
সারাটা জীবন রিসালাতের
একটু তাতে কমতি নেই।
নাম রাসূলের (ছাঃ) শুনলে পরে
ভক্তি দেখায় চুম্বনে,
আবার দেখি চলার পথে
অন্য দ্বীনে সবখানে।

***

সত্যের অবিচার

- মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক
শিকটা, কালাই, জয়পুরহাট।

মিথ্যা কথা ধোঁকাবাজি লোক ঠকানোর চেষ্টাতে
শয়তানেরা ঐক্য হ'ল হিন্দু খৃষ্টান এক সাথে।
নিত্য নতুন কায়দা-কানূন চলছে সারা পৃথিবীতে
বিদ'আতীরাও সুযোগ মত সেই প্রভুদের পা চাটে।
আজকে যারা চালাক চতুর মিথ্যা ও ধোঁকাবাজ
তাদের দ্বারাই হচ্ছে যত দুর্নীতি আর মন্দ কাজ।
যদিও তারা অপরাধী সকল খানে সবকাজে,
নেইকো কোন বিচার-আচার তাদের বেলায় সমাজে।
অধিকারের লোভের ব্যধি ভুগছে সবাই এই রোগে
সবাই যেন পাগলপারা এই ধরনের সুখ ভোগে।
কারবা কথা কই, কারবা রাখি, কারবা করি সুনাম ভাই
ইমাম খত্বীব হাজী কাযী মৌলভী আর মুন্সী নাই।
ছুড়ে ফেল সব তোমার দরবেশী যত কর্ম,
কর তওবা এখনো সময় আছে হে নরাধম!
নইলে তোমায় মরতে হবে আফসোসে হরদম।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তর

১। যে যন্ত্রের সাহায্যে গরম বাতাস ঠাণ্ডা করা যায়।
২। যে যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে কোন লেখা বা ছবি হুবহু কপি করা যায়।
৩। কর্ডলেস সেটের মত যে টেলিফোন সেটে ওয়ারলেস যোগাযোগ থাকে মূল ট্রান্সমিটারের সাথে, তাকে মোবাইল ফোন বলে।
৪। বিশ্বব্যাপী তথ্য যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। যাতে কম্পিউটারের মাধ্যমে টেলিফোন যোগাযোগ সিষ্টেম ব্যবহার করা হয়।
৫। ইলেট্রনিক মেইল। কম্পিউটারের মাধ্যমে পত্রাদি, তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তি হচ্ছে ই-মেইল।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তর

১। শাপলা।
২। লাল রঙের।
৩। সাদা রঙের ফুলে।
৪। বেলি, কামিনী, বকুল, গোলাপ, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা ইত্যাদি।
৫। জবা, ডালিয়া, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ ইত্যাদি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জাদুকর কে?
২। বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায়?
৩। বাংলাদেশের বরেন্দ্র জাদুঘর কোথায়?
৪। বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর কোথায়?
৫। বাংলাদেশের বিজ্ঞান জাদুঘর কোথায়?

** সংগ্রহেঃ হাবীবুর রহমান*
জামদই, মান্দা, নওগাঁ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। পরমাণু কি?
২। সাবমেরিন কি?
৩। অডিও মিটার কি?
৪। ফ্যাক্স কি?
৫। ক্লোরোফর্ম কি?

** সংগ্রহেঃ মাহফূযুর রহমান*
জামদই, মান্দা, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

হরিরামপুর (রূপপুর), বাঘা, রাজশাহী ২৯ মে মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় হরিরামপুর দাঁড়পাড়া ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন ছিদ্দীকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মুয্যাম্মেল হক্ব। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুসাম্মাৎ মুসলিমা (মৌসুমী) এবং জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মুসাম্মাৎ রুকাইয়া। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ। উক্ত সমাবেশে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ শতাধিক সোনামণি বালক-বালিকা উপস্থিত ছিল।

মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী ২৯ মে মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর মণিগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন ছিদ্দীকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মুয্যাম্মেল হক্ব। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জেসমিন আখতার এবং জাগরণী পরিবেশন করে তানজীলা খাতুন। উক্ত সমাবেশে ৭৫ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল।

বাউশা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী ৩০ মে বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর বাউশা হেদাতীপাড়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মুয্যাম্মেল হক্ব। বৈঠকে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি মুহাম্মাদ মুছাব্বির হোসাইন এবং জাগরণী পরিবেশন করে আবুল বাশার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে অত্র শাখা সোনামণি পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ রূহুল আমীন।

বাউশা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী ৩১ মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব সোনামণি হেদাতীপাড়া শাখা পরিচালক হাফেয রূহুল আমীনের বাড়িতে শিশু-কিশোর, বালক-বালিকা ও মহিলাদের সমন্বয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেয মুহাম্মাদ রূহুল আমীন।

বাউশা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী ১ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ ফজর বাউশা হেদাতীপাড়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে বাছাইকৃত সোনামণিদের নিয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ মুয্যাম্মেল হক্ব। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি মুহাম্মাদ মুছাব্বির হুসাইন এবং জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি ইসমা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে অত্র শাখার পরিচালক হাফেয রূহুল আমীন। প্রশিক্ষণে প্রায় ৪০ জন সোনামণি বালক-বালিকা উপস্থিত ছিল।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৮৭,১৩৭ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কম খরচে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষা, ভৌত, সামাজিক অবকাঠামোসহ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে আগামী ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জন্য ৮৭ হাযার ১৩৭ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ডঃ মির্জা আযীযুল ইসলাম গত ৭ জুন বিকেল ৩-টায় রেডিও ও টিভির মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে এই বাজেট ঘোষণা করেন। ৮৭ হাযার ১৩৭ কোটি টাকার এ বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৫৭ হাযার ৩০১ কোটি টাকা। সামগ্রিক ঘাটতি ২৯ হাযার ৮৩৬ কোটি টাকা। বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সর্বোচ্চ ১৪.৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যান্য খাতের মধ্যে সূদ পরিশোধে ১৩.৫ শতাংশ, পরিবহন ও যোগাযোগে ৮.৫ শতাংশ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নে ৯.৩ শতাংশ, জ্বালানি ও বিদ্যুতে ৫.৮ শতাংশ, স্বাস্থ্য খাতে ৬.৬ শতাংশ, কৃষিতে ৬.৬ শতাংশ, ভর্তুকি বাবদ ৫.৩ শতাংশ, জন প্রশাসনে ২.৪ শতাংশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণে ৪.৮ শতাংশ, পেনশনে ৩.৯ শতাংশ, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তায় ৫.২ শতাংশ এবং প্রতিরক্ষা সার্ভিসে ৫.৮ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আয়ের খাতগুলিতে প্রাপ্তি আশা করা হয়েছে যথাক্রমেঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর ৫৫.১ শতাংশ, বৈদেশিক অনুদান ৫.৩ শতাংশ, বৈদেশিক ঋণ ৫.৯ শতাংশ, অভ্যন্তরীন অর্থায়ন ১৪.৮ শতাংশ, কর ব্যতীত ১৪.৪ শতাংশ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর ২.৫ শতাংশ।

যে সব জিনিসের দাম বাড়বেঃ

এবারের বাজেটের প্রেক্ষিতে যে সব পণ্য ও সেবার দাম বাড়তে পারে সেগুলি হচ্ছে- কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী, মোবাইল সিম কার্ড, প্লাষ্টিক সামগ্রী, টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, সিএনজি বাস, অটো ডিজপোজেবল সিরিঞ্জ, ফরমালিন, স্টিয়ারিং এসিড, আমদানীকৃত চিনি, সেচ পাম্প, সাবান, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, লুব্রিকেন্ট, চিকিৎসা ফি, কোমল পানীয়, ইন্টারনেট সেবা, মিনারেল ওয়াটার। এছাড়াও বাড়বে রেস্তোরাঁ, পণ্যাগার, বন্দর ভূমি উন্নয়ন, ভবন নির্মাণ, ওয়াসা, বীমা সেবা, হেলথ ক্লাব, বিনোদন কেন্দ্র এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ।

যে সব জিনিসের দাম কমবেঃ

প্রস্তাবিত বাজেটে যেসব পণ্যের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি হ'ল- ভোজ্য তেল, মসুর ডাল, সার, ইনসুলিন ও অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, সিএনজি চালিত ট্রাক, রিকন্ডিশন গাড়ী, ফাষ্ট এইড বক্স, নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি।

বাজেট অনুমোদনঃ প্রস্তাবিত বাজেটের আকার বা শুল্ক হারের তেমন কোন পরিবর্তন ছাড়াই রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদ গত ২৮ জুন ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন করেছেন। সংসদ না থাকায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি ৮৭ হাযার ১৩৭ কোটি টাকার এই বাজেট অনুমোদন দেন। আগামী ১ লা জুলাই থেকে নতুন বাজেট কার্যকর হবে।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ

দেশের ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল গত ১২ জুন একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেশী হ'লেও সার্বিক পাসের হার কমেছে। ৯ বোর্ডের সর্বমোট জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩২ হাযার ৬শ' ৪৬ জন। পাসের হার ৫৮ দশমিক ৩৬। পাসের হারের দিক থেকে গত বছরের ন্যায় এবারও ৯ বোর্ডে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। তবে এ হার গতবারের তুলনায় অনেক কম। প্রকাশিত ফল অনুযায়ী এবার ৯ বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০ লাখ ২৪ হাযার ৫৩৭ জন। এর মধ্যে পাস করেছে মোট ৫ লাখ ৯৭ হাযার ৯৫৫ জন।

এসএসসিঃ এবার ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় ৭ লাখ ৯২ হাযার ১শ' ৬৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৪ লাখ ৫৪ হাযার ৫শ' ৫৫ জন। গড় পাসের হার ৫৭ দশমিক ৩৭। এর মধ্যে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৫০.৬৭%, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৫৭.৯৪, কুমিল্লা বোর্ডে ৪৬.৮৩, যশোর বোর্ডে ৬০.৮৭, সিলেট বোর্ডে ৪৭.২৭ এবং রাজশাহী বোর্ডে ৫৯.১৮।

এসএসসি (ভোকেশনাল)ঃ এসএসসি (ভোকেশনাল)-এ পাসের হার শতকরা ৫১.০৮। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৪,৬৩৭ জন। এদের মধ্যে ছাত্র ৪৪,৯৭৮ জন ও ছাত্রী ১৯,৬৫৯ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ২৫ জন।

দাখিলঃ এবারের দাখিল পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৬৫.৮৭। গত বছরের তুলনায় এ বছরের পাসের হার শতকরা ১০ ভাগ কম হয়েও মাদরাসা বোর্ড সকল বোর্ডের

শীর্ষে রয়েছে। মাদরাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় ১ লাখ ৬৭ হাযার ৭শ' ৩৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ১ লাখ ১০ হাযার ৪শ' ৮৬ জন। মোট জিপিএ-৫ প্রার্থীর সংখ্যা ৬,৮৮৯ জন। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৬ হাযার ৮৬ জন।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ছাড়পত্র পেল সোনালী ব্যাংক

রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে লাইসেন্স পেয়েছে। গত ৫ জুন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের এ বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংকটিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে রূপান্তরের লাইসেন্স দিয়েছে। এ ব্যাংকটি লাইসেন্স পাওয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে রূপান্তরের প্রাথমিক পর্ব শেষ হ'ল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র জানায়, এখন ব্যাংকগুলো সরকারের সাথে কোম্পানীর নামে সম্পদ ও দায়দেনা হস্তান্তরের বিষয়ে দু'টি চুক্তি করবে। এরপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব ব্যাংকের শাখাকে আলাদাভাবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর আওতায় কার্যক্রমের অনুমোদন দিবে। সর্বশেষ এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হবে। একই সঙ্গে ব্যাংক তিনটিকে (সোনালী, জনতা ও অগ্রণী) তফসিলি ব্যাংকের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে নতুন তিনটি ব্যাংক কোম্পানীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হচ্ছে শ্রীমঙ্গলের কাগজী লেবু

কাগজী লেবুর চাষাবাদ লাভজনক হওয়ায় শ্রীমঙ্গলসহ মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ যেলায় কাগজী লেবু চাষের প্রতি চাষীদের উৎসাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সিলেট বিভাগের বাণিজ্যিক কেন্দ্র শ্রীমঙ্গলে এখন কাগজী লেবুর ব্যাপক সমারোহ। এখান থেকে লাখ লাখ কাগজী লেবু ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন প্রসাধনী ও কেমিকেল কোম্পানীগুলো কিনে নিচ্ছে কাগজী লেবু। তাছাড়া বেভারেজ কোম্পানীও লেমন কোল্ড ড্রিঙ্কসের জন্য বিপুল পরিমাণ কাগজী লেবু ক্রয় করছে। প্রতি বছর শ্রীমঙ্গলে কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকার কাগজী লেবু বেচা-কেনা হয়ে থাকে। এখানকার কাগজী লেবুর চাহিদা যেমন দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে, তেমনি বিদেশেও এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রতি বছরই লন্ডনসহ মধ্যপ্রাচ্যে শ্রীমঙ্গলের কাগজী লেবু রপ্তানী করা হয়ে থাকে।

সঊদী আরবে তিনশ' উচ্চ শিক্ষিতের কর্মসংস্থানের সুযোগ

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সার্বিক সহযোগিতা এবং সেনাবাহিনী প্রধানের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এণ্ড সার্ভিসেস লিঃ' (বোয়েসেল) সঊদী আরবের কিং খালেদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০ উচ্চ শিক্ষিত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করেছে। যা বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি বিশাল সুযোগ এনে দিয়েছে। মোট ৮টি ফ্যাকাল্টি যথা মেডিসিন, মেডিকেল সাইন্স, ডেনটিস্ট্রি, কম্পিউটার সাইন্স, ইংলিশ, ফারমাকোলজি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে এবং অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, ভাষা শিক্ষক, কারিগরি শিক্ষক ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদে এ নিয়োগ হচ্ছে।

২০১০ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারী এবং ১ এপ্রিল শুরু হবে

২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারী এবং এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ১ এপ্রিল শুরু হবে। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা যথাক্রমে ২৮ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী এবং এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা যথাক্রমে ২৯ ও ১৫ এপ্রিল শুরু হবে। পরীক্ষা শুরুর তারিখের পাশাপাশি জাতীয় পরীক্ষা দু'টির ফলাফল প্রকাশের তারিখও সরকার আগাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। ২০১০ সাল থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল ১০ মে এবং এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল ১০ জুলাই প্রকাশ করা হবে। ২০০৮ ও ২০০৯ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল যথাক্রমে ৮ জুন ও ২৫ মে এবং এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল যথাক্রমে ১০ ও ২৫ জুলাই প্রকাশ করা হবে।

মোবাইলে এসএমএস করে জানা যাবে কখন কোথায় বিদ্যুৎ থাকবে না

এখন থেকে মোবাইলে এসএমএস করেই গ্রাহককরা তাদের এলাকায় কখন ও কত সময় বিদ্যুৎ থাকবে না তা জানতে পারবেন। তবে এ সুবিধা গোটা দেশবাসী আপাতত পাচ্ছেন না। শুধু ঢাকার ডেসা অঞ্চলের গ্রাহকরাই এ সুবিধা পাচ্ছেন। আর শুধু টেলিটক মোবাইল ফোন থেকে এসএমএস করে লোডশিংয়ের সময় জানা যাচ্ছে। এজন্য ঐ মোবাইলের ৩৩৭২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হচ্ছে। টেলিটকের ফিরতি এসএমএস-এ জানা যাচ্ছে লোডশেডিং সময়। সাধারণ এসএমএস করতে যে

খরচ হয় এজন্যও তাই হচ্ছে। লোডশেডিংয়ের সময় জানতে গ্রাহককে নিজ এলাকার নাম অথবা এলাকার কোড লিখে ৩৩৭২ নম্বরে পাঠিয়ে দিতে হবে।

চিটাগুড় থেকে জ্বালানি উৎপাদন

চুয়াডাঙ্গা যেলার ঐতিহ্যবাহী দর্শনার কেরু এণ্ড কোম্পানী চিটাগুড় থেকে গাড়ীর সহায়ক জ্বালানি উৎপাদন করতে যাচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে অচিরেই আন্তর্জাতিক টেন্ডারের অপেক্ষায় আছে বলে জানা গেছে। এ প্রকল্প চালু করতে প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ কোটি টাকা। জানা গেছে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশনের আওতাধীন চিনিকলসমূহের উদ্বৃত্ত চিটাগুড় থেকে গাড়ীর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার উপযোগী ফুয়েল ইথানল উৎপাদিত হবে। এ লক্ষ্যে দর্শনার কেরু এণ্ড কোম্পানির ডিষ্টিলারিতে প্রথমতঃ স্পিরিট অতঃপর ডিহাইড্রেশন প্রক্রিয়ায় অ্যাবসুলুট এলকোহল ও পরে নির্দিষ্ট মাত্রায় পেট্রোল বা অকটেন মিশিয়ে ফুয়েল ইথানল তৈরী করা হবে। প্রতি লিটার ফুয়েল ইথানলের বাজার মূল্য ৪২ থেকে ৪৫ টাকা হ'তে পারে। ফুয়েল ইথানল ব্যবহারের জন্য যানবাহনের ইঞ্জিনে কোনো বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। উল্লেখ্য, পেট্রোল বা অকটেনের সাথে ৫ থেকে ১০ শতাংশ অব্যবসুলুট এলকোহল মিশ্রিত করে ফুয়েল ইথানল তৈরী করা হয়, যা গাড়ীর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে হয়।

উটের জকিদের জন্য আমীরাতের ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দান

সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকার সেদেশের উটের জকি হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের প্রায় ৬০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। বাংলাদেশসহ মোট ৪টি দেশের ক্ষতিগ্রস্ত শিশুরা এ ক্ষতিপূরণের অর্থ পাবে। বাংলাদেশ ছাড়া বাকী তিনটি দেশ হচ্ছে পাকিস্তান, সূদান ও মৌরতানিয়া। বর্তমান সময়ে প্রত্যাবাসিত সব শিশুসহ ১৯৯৩ সাল ও পরবর্তী সময়ে দেশে ফেরত আনা ক্ষতিগ্রস্ত সব শিশু এক হাযার থেকে পাঁচ হাযার আমেরিকান ডলার সমপরিমাণ অর্থ সহায়তা পাবে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, আরব আমীরাতে উটের জকি হিসাবে ব্যবহৃত বাংলাদেশে ফেরত আসা চাঁদপুরের ৯ শিশুকে পুনর্বাসনে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। গত ২৮ জুন বিকেল ৪-টায় চাঁদপুরের যেলা প্রশাসক এম এম মনীরুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিটি শিশুর হাতে ১ লাখ ৪ হাযার টাকা করে চেক প্রদান করেন। প্রদত্ত চেক ব্যাংকে এফডিআর অথবা তা দিয়ে সঞ্চয়পত্র কিনে রাখার অনুরোধ জানানো হয়। শিশুদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

বাবরের স্বীকারোক্তি

আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইকে বাঁচানোর জন্যই ডঃ গালিবের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়

জেআইসির জিজ্ঞাসাবাদে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুয্যামান বাবর জানিয়েছেন, দেশের যেকোন স্থানে জঙ্গী ধরা পড়লে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নির্দেশেই তা ধামাচাপা দিতেন তিনি। ডিসি এসপিরা তার নির্দেশে জঙ্গীদের জবানবন্দী পরিবর্তন করতেন। গত ৫ জুন একটি শীর্ষ জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তার জবানবন্দী থেকে জানা গেছে যে, ২০০৫ সালের ১৭ জানুয়ারী গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় ব্রাক অফিসে ডাকাতির সময় ৭ ডাকাত স্থানীয় জনতার হাতে ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদেরকে ছিদ্দীকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইয়ের অনুসারী ও জেএমবি'র সদস্য পরিচয় দেয়। পুলিশ সুপার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে জানালে তিনি মামলার এজাহারে জঙ্গী লিখতে বারণ করে ডাকাতির মামলা রেকর্ডের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে ২ ফেব্রুয়ারী গোপালগঞ্জ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শাহ আলমের আদালতে তাদের ১৬৪ ধারা জবানবন্দী নেয়া হয়। এই জবানবন্দীতেও তারা নিজেদেরকে জেএমবি'র সদস্য বলে পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে বাবরের নির্দেশে ম্যাজিষ্ট্রেট শাহ আলমের আদালতে দেয়া ৭ জঙ্গীর জবানবন্দী নথি থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এরপর গোপালগঞ্জের তৎকালীন যেলা প্রশাসক আব্দুর রঊফ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট সালাউদ্দীনকে তার অফিস কক্ষে ডেকে এনে বলেন, জেআইসির গাইড লাইনে বলা হয়েছে, জবানবন্দীতে আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের নাম লেখা যাবে না। এদের পরিবর্তে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নাম উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর ডিসির নির্দেশে ম্যাজিষ্ট্রেট সালাউদ্দীন ৫ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১-টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫-টা পর্যন্ত তার অফিস কক্ষে ঐ ৭ জনের ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী পুনরায় রেকর্ড করে এবং ডঃ গালিব ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নাম অন্তর্ভুক্ত করে।

[এভাবেই একদিন না একদিন সত্য প্রকাশিত হবে। এটিই ইতিহাসের বাস্তবতা। কিন্তু যারা অত্যাচারী শাসক তাদের কি শুধু দুনিয়ার শাস্তিই শেষ? না, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী এদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও যালেম শাসকদের দিকে ক্বিয়ামতের দিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের সাথে কথা বলবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (বুখারী, মুসলিম)। অতএব যারা প্রফেসর ডঃ গালিবের মত একজন বিশ্ববরেণ্য আলেমকে বিনা অপরাধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে বছরের পর বছর কারান্তরীণ রেখেছে, তাদের পরিণতিও হবে মর্মন্তুদ। কাজেই সাবধান! হে অত্যাচারী শাসক। -সম্পাদক]

Contents

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষী ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৫ থেকে ২০০৬ সালে মুসলিমবিরোধী বৈষম্যের ঘটনা ২৫ শতাংশ বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন্স' (কেয়ার)-এর নতুন প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। ১৪ জুন প্রকাশিত এ রিপোর্টে গত বছর মুসলিমবিরোধী ২ হাযার ৪শ' ৬৭টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। এসব সহিংস এবং হয়রানিমূলক ঘটনার সঙ্গে সরকারী সংস্থাসমূহের জড়িত থাকার বিষয়টিও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। কেয়ার-এর মতে, হয়রানিমূলক ঘটনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নাগরিকত্ব প্রদান প্রক্রিয়ায় বিলম্ব করা। নাম উল্লেখ না করে কেয়ার বলেছে, একজন মুসলিম ২০০২ সালে নাগরিকত্ব পাওয়ার পরীক্ষায় পাস করার পরও তাকে চূড়ান্ত ভাবে নাগরিকত্ব পেতে ৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। অতি সম্প্রতি সে নাগরিকত্ব পায়।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ছাত্রদের কৃতিত্ব

শুধু শিক্ষা নয় সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে পিছিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। স্বাধীনতার পর গত ছয় দশকের একই চিত্র, যা সম্প্রতি সাচার কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ্যে চলে এসেছে। এটা যদি অপবাদ হয় তাহ'লে সেই অপবাদকে নিকট ভবিষ্যতে মুছে দিতে পারে আরীফ, মনসুর ও নাসিরের মত ছাত্ররা। এবারের মাধ্যমিকের ফলাফলে সেই ইঙ্গিতই মিলেছে। মুহাম্মাদ আরীফ এবার ৭৯৫ অর্থাৎ ৯৯% এরও বেশী নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করেছে। দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে দুর্গাপুরের মনসুর ইসলাম ও বর্ধমানের মুহাম্মাদ নাসির। গত ২ জুন প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলেও প্রথম ১০ জনের মধ্যে রয়েছে রায়গঞ্জের মীর ওয়াইচ রহমান।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এইডস রোধে খাৎনা করার পরামর্শ

দক্ষিণ আফ্রিকায় এইচআইভি বা এইডসের প্রাদুর্ভাব বিশ্বের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তার কারণ। বিশ্বে এইডস আক্রান্ত এক নম্বর দেশ হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকা। এখানকার প্রতি ৯ জন মানুষের মধ্যে ১ জনই এইডস আক্রান্ত। সে দেশে নিয়োজিত এইডস গবেষকরা মন্তব্য করেছেন, মরণব্যাধি এইডস থেকে রক্ষা পেতে হ'লে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই খাৎনা করতে হবে। খাৎনা করার পরে এইডসের ঝুঁকি অনেকখানি হ্রাস পাবে বলে গবেষক অধ্যাপক এলেন হোয়াইটসাইড স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

ওয়াশিংটনে শিক্ষার ব্যয় বেশী, ফলাফল সবচেয়ে খারাপ

আলোর নীচেই অন্ধকারের মত পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে। ওয়াশিংটন ডিসিতে পাবলিক স্কুলের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে সারা আমেরিকার তুলনায় সবচেয়ে বেশী অর্থ, অথচ রেজাল্ট হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ। বিশেষ করে অংক শাস্ত্রে চতুর্থ গ্রেড এবং অষ্টম গ্রেডে ফেলের হার জাতীয় গড় হারের চেয়ে দ্বিগুণ। জানা গেছে, ২০০৪ সালে ডিসির পাবলিক স্কুলের উন্নয়নে অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয় ৩৫ মিলিয়ন ডলার। এর আগেই প্রতিটি ক্লাসরুমে কম্পিউটার এবং সাদা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে অংকের মৌলিক ধারণা প্রদানের যাবতীয় সামগ্রির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে ক্লাসসমূহে। কিন্তু ৩ বছর পরও পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটেনি। পর্যালোচনামূলক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, চতুর্থ গ্রেডে অংকের মৌলিক জ্ঞান একেবারেই কম এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ৩৩%। পক্ষান্তরে ওয়াশিংটন ডিসিতে সে হার হচ্ছে ৬২%। শিক্ষা বিভাগের পরিসংখ্যানে আরো বলা হয়েছে, অষ্টম গ্রেডে অংকে কম পারদর্শী ছাত্র-ছাত্রীর হার হচ্ছে ৪৯%। পক্ষান্তরে ডিসিতে সে হার হচ্ছে ৭৪%। যদিও ডিসিতে প্রতি ছাত্রের জন্য বার্ষিক গড় ব্যয় হচ্ছে ১২,৯৭৯ ডলার- যা আমেরিকার খুব কম শিক্ষা দফতরেই হয়ে থাকে।

শিমন পেরেজ ইসরাঈলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

ইসরাঈলের বর্ষীয়ান রাজনীতিক শিমন পেরেজ সেদেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ব্যালটে পার্লামেন্টের ১২০ সদস্যের ৮৬ জনই তাকে সমর্থন করেন। চ্যানেল টিভি জানায়, ক্ষমতাসীন কাদিমা পার্টির শিমন পেরেজ জয়লাভ করেন তখনই যখন প্রথম রাউণ্ডের ভোটাভুটির পর তার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন।

উগান্ডায় পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ

উগান্ডা সরকার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পাতলা পলিথিন আমদানী ও উৎপাদন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থ, পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রী এজরা সুরুমা পার্লামেন্টে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেট উত্থাপনকালে বলেন, পূর্ব আফ্রিকার অর্থমন্ত্রীরা সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পরিবেশের জন্য হুমকির কারণে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হবে। সুরুমা বলেন, বিষয়টি এ অঞ্চলের অভিন্ন সমস্যা হওয়ায় মন্ত্রীরা ৩০ মাইক্রেনের কম

Contents

পুরু ব্যাগ নিষিদ্ধ এবং অন্যান্য ব্যাগের ওপর ১২০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। ২০০৭ সালের ১ জুলাই থেকে ব্যাগ আমদানী ও উৎপাদন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

চীনে বিশ্বের বৃহত্তম পাহাড়ি পথ নির্মাণের উদ্যোগ

চীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাহাড়ি পথ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এই পাহাড়ি পথ নির্মাণের কাজ গত ১৮ জুন উদ্বোধন করা হয়েছে। কোমলাঙ্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে এই পথ নির্মাণ করা হবে। এই পাহাড়ি পথের মধ্য দিয়ে অলিম্পিক খেলার মশাল বহন করা হবে। এই পাহাড়ি জনপথ নির্মাণের জন্য ব্যয় হবে ১ কোটি ৯৭ লাখ ডলার।

ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনে সারকোজি'র দলের জয়লাভ

ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজির মধ্য ডান পার্টি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করেছে। তবে তার ইউএমপি দলের জন্য দ্বিতীয় দফা ভোটে যেমনটি আশা করা হয়েছিল তেমন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। বরং বিরোধী সোসালিষ্ট পার্টি ভোটে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী ভাল করেছে। ৫৭৭ আসন বিশিষ্ট পরিষদে ইউএমপি পেয়েছে ৩১৪ আসন এবং সোসালিষ্টরা পেয়েছে ১৮৫ আসন। নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল মাত্র ৬০ শতাংশ। উল্লেখ্য, গত পার্লামেন্টে ইউএমপি পেয়েছিল ৩৫৯টি আসন।

আরাকানে নির্যাতিত হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমান

আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিয়ে, ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও রোহিঙ্গা মুসলমান নাগরিকদের সাধারণ জীবন যাপনে সারাণা (নিরাপত্তা) বাহিনী কড়াকড়ি আরোপ করায় বিভিন্নভাবে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমানরা। অসহায় এসব মুসলমানদের মৌলিক অধিকার হরণ করায় করুণভাবে বসবাস করতে হচ্ছে তাদেরকে। সম্প্রতি আরাকানের বিভিন্ন এলাকায় নানা খোঁড়া অজুহাতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর চলছে নির্যাতন। জানা গেছে, মংডু টাউনশিপ-এর সেবেগুং নামক এক গ্রামের দুই রোহিঙ্গা মুসলমানের মধ্যে ৫ লাখ বর্মী মুদ্রা লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঐ এলাকার শত শত জনগণের উপর নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও জেলজুলুম। আরো জানা গেছে, মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিয়ের অনুমতি দিতেও বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। দাড়িওয়ালা যুবকদের বিয়ের অনুমতি নিতে দাড়ি কেটে ফেলার উপর কড়াকড়ি করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

বিশ্বের ব্যয়বহুল শহর মস্কো

রাশিয়ার রাজধানী মস্কো বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর। বিদেশীদের বসবাসের ক্ষেত্রে টানা দ্বিতীয়বারের মত খরুচে শহরের লেবেলটি মস্কোর গায়ে সেঁটে দেয়া হ'ল। মার্সার 'হিউম্যান রিসোর্স কনসালটিংসে'র ২০০৭ সালের জীবনযাত্রার ব্যয় সংক্রান্ত জরিপ অনুসারে এই তালিকায় লন্ডনের স্থান দ্বিতীয়। আর এশীয় শহরগুলোর মধ্যে সিউল, টোকিও এবং হংকংয়ের জীবনযাত্রার ব্যয় সর্বাধিক। ব্যয়বহুল শহরগুলোর তালিকার প্রথম ৫টি স্থানের শেষ তিনটি দখল করেছে এগুলো। সবচেয়ে সস্তা জীবনযাত্রার শহর প্যারাগুয়ের রাজধানী আসুনসিউন। বাড়ি ভাড়া, কাপড়-চোপড়, খাদ্যসহ ২০০০টি পণ্যের দাম বিবেচনা করে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬টি দেশের ১৪৩টি শহরের উপর এই জরিপ চালানো হয়।

সালমান রুশদীকে ব্রিটেনের রাণীর নাইট উপাধি প্রদান

ইসলাম বিদ্বেষী লেখক সালমান রুশদীকে ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সম্মানজনক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। একই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সাবেক ক্রিকেটার আয়ান বোথামকেও নাইট উপাধি প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সালমান রুশদীর তার 'স্যাটানিক ভার্সেস' গ্রন্থে মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতি অশোভন উক্তি করে। মুসলিম বিশ্বের সকল আলেম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বেয়াদবি করার জন্য তাকে ইসলাম পরিত্যাগকারী (মুরতাদ) আখ্যা দেন।

চীনেই সবচেয়ে বেশী কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমন হয়

নেদারল্যাণ্ডস পরিবেশ নিরীক্ষণ এজেন্সির একটি গবেষণাকারী দলের সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পরিচিত চীনই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী কার্বনডাই অক্সাইড উৎপাদনকারী দেশ। যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে এই স্থান পেতে চীনের অতি দ্রুতগতির উন্নতির ধারা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। মূলতঃ চীন তার মোট শক্তির দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে কয়লা থেকে। আর ২০০৬ সালে পরিবেশে ছেড়ে দিয়েছে ৬.২৩ শ' কোটি মেট্রিকটন কার্বনডাই অক্সাইড। চীনের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্র; যারা মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের অর্ধেকের জন্য কয়লা ব্যবহার করে। ঐ একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বাতাসে ছেড়েছে ৫.৮ শ' কোটি মেট্রিকটন কার্বনডাই অক্সাইড।

Contents

মুসলিম জাহান

হামাস-ফাতাহ মুখোমুখি; আব্বাসের নতুন মন্ত্রীসভা গঠন

'হামাস' গত ১৪ জুন গাযা থেকে 'ফাতাহ' যোদ্ধাদের হটিয়ে দেয়ার পর পশ্চিমতীরের রামাল্লায় অবস্থানকারী ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস হামাস নেতা ইসমাঈল হানিয়ার কোয়ালিশন সরকারকে বরখাস্ত ও যরূরী অবস্থা ঘোষণা করেন। কিন্তু হামাসের প্রধানমন্ত্রী ইসমাঈল হানিয়া মাহমূদ আব্বাসের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার ফিলিস্তীন সরকারকে বরখাস্ত ও যরূরী অবস্থা ঘোষণাকে হঠকারী বলে অভিহিত করেছেন। এদিকে হামাস নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারকে বরখাস্ত করার একদিন পর গত ১৫ জুন মাহমূদ আব্বাস নতুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে বরখাস্তকৃত কোয়ালিশন সরকারের অর্থমন্ত্রী সালাম ফায়াদকে ফিলিস্তীনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন। পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস গত ১৭ জুন অর্থনীতিবিদ সালাম ফায়াদের নিতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি নতুন যরূরী মন্ত্রীসভাকে শপথবাক্য পাঠ করান। নতুন প্রধানমন্ত্রী সালাম ফায়াদ আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের একজন সাবেক কর্মকর্তা। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়াও অর্থ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

এদিকে মাহমূদ আব্বাস হামাসের সশস্ত্র শাখা এবং আধা সামরিক বাহিনীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। হামাস গাযায় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার প্রেক্ষাপটে এক ফরমানের মাধ্যমে তিনি এই বাহিনী নিষিদ্ধ করেন। তিনি তার ফরমানে বলেন, ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষ এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার কারণে হামাস বাহিনীকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, হামাসের সঙ্গে কারো সম্পর্ক রয়েছে এমনটি প্রমাণিত হ'লে যরূরী অবস্থার অধীনে তাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গাযায় হামাসের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রেক্ষিতে ইসরাঈল সেখানে জ্বালানী সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানী সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস হামাস নেতৃত্বাধীন সরকারকে বরখাস্ত করায় এবং হামাস বিহীন নতুন সরকার গঠন করায় পাশ্চাত্য অবরোধ প্রত্যাহার করেছে। ইসরাঈল মাহমূদ আব্বাসের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র নয়া ফিলিস্তীনী সরকারকে সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। শুধু তাই নয় ইসরাঈল ও যুক্তরাষ্ট্র হামাসকে আর্থিক, কূটনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে গাযার মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাচ্ছে। অন্যদিকে ফাতাহ নেতৃত্বাধীন সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসরাঈল ফিলিস্তীনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত লাখ লাখ ডলারের রাজস্ব পশ্চিম তীরে নয়া সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। অথচ ইতিপূর্বে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে হামাস সরকার গঠন করলে পাশ্চাত্য দোসররা ফিলিস্তীনের উপর অবরোধ আরোপ করে। মরিয়া হয়ে ওঠে ফিলিস্তীনের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য। কিন্তু ফিলিস্তীনী স্বাধীনতা আন্দোলন দমাতে না পেরে তারা হামাস ও ফাতাহকে পরষ্পরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে ফিলিস্তীনকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে সেখানে প্রতিনিয়ত নিরীহ ফিলিস্তীনীদের রক্ত ঝরছে। সন্তানহারা হচ্ছেন কত মা-বাবা তার কোন ইয়ত্তা নেই।

বসনিয়ার যুদ্ধে নিহত ৯৭ হাযার লোকের ৬৬ ভাগ মুসলিম

বসনিয়ায় ১৯৯২-১৯৯৫-এর যুদ্ধে ৯৭ হাযার লোক নিহত হয়েছে। কিন্তু এ সংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে কম লোক নিহত হয় বলে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছে। স্বাধীনভাবে পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফলে একথা জানানো হয়েছে। নিহতদের ৬৬ ভাগই মুসলিম। ২৬ ভাগ সার্ব এবং ৮ ভাগ ক্রোয়েট। বেসরকারী গবেষণা ও দলীল-পত্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের গবেষক মিরশাদ টোকাকা ৪ বছর ধরে গবেষণা পরিচালনার পর এ তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বসনিয়ার যুদ্ধে যেসব সৈন্য ও বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা হচ্ছে ৯৭,২০৭ জন। নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পের জন্য অর্থ সংস্থান করেছে। উল্লেখ্য, যুদ্ধের আগে বসনিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৪৪ লাখ। এর মধ্যে মুসলিম ৪৩ ভাগ, সার্ব ৩১ ভাগ ও ক্রোয়েট ১৭ ভাগ।

এ বছর আফগানিস্তানে ২৩০ জন বেসামরিক লোককে হত্যা করেছে যৌথবাহিনী

আফগানিস্তানে মুজাহিদদের প্রতিরোধের কাছে মার্কিন যৌথবাহিনী প্রতিদিন নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। তাদের যেমন পরাজয়ের গ্লানিতে জর্জরিত হ'তে হচ্ছে তেমনি তাদের শক্তিশালী বাহিনীর যোদ্ধারাও হত্যা হ'তে চলেছে। উপায়হীন মার্কিন বাহিনী এ অপমান ও পরাজয়ের গ্লানি সইতে না পেরে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে সাধারণ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এর ফলে মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানের বন্ধুকধারী মুজাহিদদের না পেয়ে নির্বিচারে বেসামরিক লোক হত্যা করে চলেছে। আফগানিস্তানে কর্মরত একটি সাহায্য সংস্থা জানিয়েছে, মার্কিন বাহিনী এ

Contents

বছর সেখানে এ পর্যন্ত মোট ২৩০ জন বেসামরিক লোককে হত্যা করেছে। নিরীহ বেসামরিক লোকদের মার্কিনীরা হত্যা করেছে বিমান থেকে গুলীবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ করে।

পাকিস্তানে মোশাররফ আগাম নির্বাচন দেবেন

পাকিস্তানের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ। তিনি এবার ঘোষণা করেছেন যে, নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি সাধারণ নির্বাচন দেবেন। নয়া পরিষদ কর্তৃক তাকে আরো ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত করে নেয়ার জন্যই তিনি কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। তবে সেক্ষেত্রে তার শর্ত হচ্ছে- বিরোধী দলগুলোকে বিশেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বে-নজীর ভুট্টোর পিপলস পার্টিকে তাকে সমর্থন দেয়ার অঙ্গীকার করতে হবে। বিরোধী দলের সাথে সমঝোতা হয়ে গেলে জুলাইতে পরিষদগুলো ভেঙ্গে দেয়া হবে।

সংবিধানের ৪১ (৪) ধারা মোতাবেক প্রেসিডেন্টের নির্বাচন মেয়াদ শেষ হবার আগে ৬০ দিনের মধ্যে এবং শেষ হবার পরে ৩০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হ'তে হবে। প্রেসিডেন্ট পদে মোশাররফের চলতি মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১৫ নভেম্বর। সুতরাং তার পুনঃ নির্বাচিত হ'তে হবে ১৫ সেপ্টেম্বর ও ১৫ অক্টোবরের মধ্যে।

সাদ্দামের বিচার হয় অনুমানের উপর নির্ভর করে

-হিউম্যান রাইটস

ইরাকের সাবেক নেতা সাদ্দাম হোসেন ন্যায়বিচার পাননি। দখলদার মার্কিন বাহিনী তাঁবেদার ইরাক সরকারের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে অতিদ্রুত তা কার্যকর করেছে। বিচারের প্রক্রিয়ার মধ্যে ত্রুটি ছিল। যেসব তথ্য-প্রমাণ তার বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছিল তা যথার্থ ছিল না। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের গালভরা চটকদার বুলি আউড়িয়ে সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করাতেই মানবতা সবচেয়ে বেশী ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। এসব কথা বলেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'। তাদের বিশ্লেষণ মতে ৩শ' পৃষ্ঠার রায়ে গুরুতর তথ্যগত ও আইনগত ত্রুটি রয়েছে। এ রায় পড়লে এটা পরিষ্কার হবে যে, এতে তথ্যকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি; বরং অনুমানের উপর নির্ভর করে রায় দেয়া হয়েছে। তাঁবেদার সরকার কর্তৃক গঠিত তথাকথিত আদালত কোন নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই সাদ্দাম হোসেন ও তার ৩ জন সহকর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং ২০০৬ সালের নভেম্বরে তাদের ফাঁসির হুকুম দেয় এবং ৩০ ডিসেম্বর ঈদের দিন ভোরে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। ১৯৮২ সালে ইরাকী শহর দুজাইলে ১৪৮ জন অধিবাসীকে হত্যা করার নির্দেশ নাকি সাদ্দাম হোসেনসহ তার সহকর্মীরা দিয়েছিলেন। ঐ অপরাধেই তাদের ফাঁসি দেয়া হয়।

লেখা আহ্বান

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জঙ্গীবাদের উপর একটি স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে। উক্ত স্মারককে সমৃদ্ধ করার জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস, জিহাদ ও জঙ্গীবাদ, চরমপন্থা ও ইসলাম, বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান, জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে সরকার ও জনগণের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে মানসম্মত ও গবেষণাধর্মী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। আগামী ৩০ জুলাই'০৭ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সার্বিক যোগাযোগ

সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১৭-৮৬৫২১৯

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সাংসারিক কাজে ব্যস্ততা ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

অস্ট্রেলিয়ার এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, সংসারের সাধারণ কাজকর্ম যেমন- কাপড়কাচা, ইস্ত্রি কিংবা ধোয়া মাজার কাজ ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। তবে ডাক্তাররা প্রতিদিন যে ৩০ মিনিট ব্যায়ামের কথা বলেন, ঘর-সংসারের হাল্কা কাজ অবশ্য তার পরিপূরক হবে না বলে জানান গবেষক জেনেভাইভ হিলি। কিন্তু এসব কাজকর্ম রক্তের সুগার লেবেল কমিয়ে দেবে। রক্তে বেশী মাত্রায় সুগার লেবেল ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি তৈরী করে। কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি ও মেলবোর্নের ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ইনষ্টিটিউট এক সপ্তাহের জন্য ১৭৩ জন নারী-পুরুষের সুগার লেবেল পরিমাপ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি এক ঘণ্টার হাল্কা কাজকর্ম শেষে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ০.২ পয়েন্ট কমে যায়।

আমাজান দীর্ঘতম নদী!

নীল নয়, আমাজান বিশ্বের দীর্ঘতম নদী, বৈজ্ঞানিক উপাত্ত হাযির করে ব্রাজিলের বিজ্ঞানীরা এ দাবি করেছেন। আকার-আকৃতিতে আমাজান বিশ্বের দীর্ঘতম নদী হিসাবে স্বীকৃত হ'লেও স্বাভাবিকভাবে এটাকে মিসরের নীল নদের তুলনায় দ্বিতীয় বৃহত্তম মনে করা হ'ত। পেরুর 'ন্যাশনাল জিওগ্র্যাফিক্যাল ইনষ্টিটিউট' তাদের ব্রাজিলের সহকর্মীদের সমন্বয়ে এই গবেষণা পরিচালনা করে। বিজ্ঞানীরা তাদের অভিযানে আবিষ্কার করেন, আমাজনের দৈর্ঘ্য ৬৮০০ কিলোমিটার, যেখানে নীলনদের দৈর্ঘ্য ৬৬৯৫ কিলোমিটার। এ হিসাব অনুযায়ী আমাজন নীলের চেয়ে ১০৫ কিলোমিটার বেশী দীর্ঘ। ৫ হাযার মিটারের সমুদ্র পৃষ্ঠের অবস্থান নির্ণয় করতে গবেষক দল বরফ আচ্ছাদিত অঞ্চলে ১৪ দিন অভিযান চালায়।

কৃত্রিম রক্ত উদ্ভাবন!

বিজ্ঞানীরা এক ধরনের কৃত্রিম প্লাষ্টিক রক্ত তৈরী করেছেন, যা যরূরী চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে। বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে এই কৃত্রিম রক্ত প্রভূত উপকার সাধন করবে বলে তাদের ধারণা। শেভিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের উদ্ভাবিত এই প্লাষ্টিক রক্ত ঠাণ্ডায় রাখার দরকার নেই। অনায়াসে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। এই প্লাষ্টিক রক্ত তৈরী হয় লৌহ অণু ও প্লাষ্টিক পরমাণুর সমন্বয়ে। হিমোগ্লোবিনের মত এই রক্ত দেহে অক্সিজেনও বহন করতে পারে।

এইচআইভি নিয়ন্ত্রণে সেলেনিয়াম পিল

মার্কিন বিজ্ঞানীরা এইচআইভি জীবাণুকে শরীরের অল্প জায়গার মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য বিশেষ ধরনের এক সেলেনিয়াম পিল তৈরী করেন। বিভিন্ন মৌলিক অধাতুর খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে তৈরী এ পিল খেলে এইচআইভি'র জীবাণু খুব বেশী মাত্রায় বিস্তার লাভ করে না। প্রায় দু'শ রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে পোশাক

এখন থেকে পোশাক আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে। আপনি সুস্থ আছেন কিনা জানিয়ে দেবে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা এমনই ইন্টেনিজেন্ট টেক্সটাইল উদ্ভাবন করছেন। এ কাপড়ে বিশেষ ধরনের কিছু সেন্সর ফিট করা থাকবে যারা দেহের রক্ত, ঘাম ইত্যাদি মনিটর করবে। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে দেহের কোন অসুস্থতা থাকলে তা জানিয়ে দেবে ইন্টেলিজেন্ট টেক্সটাইল। হাসপাতাল থেকে সদ্য রিলিজ পাওয়া রোগী, ঘন ঘন অসুখে ভোগেন এমন রোগী এবং আহত ক্রীড়াবিদদের পরাবার জন্য আপাততঃ এ ধরনের পোষাক উদ্ভাবনের প্রকল্প হাতে নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ফল হ'তে পারে শক্তিশালী জ্বালানীর উৎস

ফল শক্তিশালী জ্বালানী উৎস হ'তে পারে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আপেল ও কমলায় যে চিনি আছে তাকে গাড়ীর জন্য নতুন ধরনের কার্বন ফুয়েল-এ রূপান্তরিত করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা জার্নাল 'ন্যাচারে' প্রকাশিত একটি লেখায় বলেছেন, ফলজ শর্করা থেকে উৎপাদিত জ্বালানীতে ইথানলের চেয়ে অধিক জ্বালানী থাকে। জৈবজ্বালানী সম্পর্কিত অপর এক ব্রিটিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্লাষ্টিক ব্যাগসহ সকল প্রকার বর্জ্য পদার্থ বায়োডিজেল জ্বালানী তৈরীর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফল ও শস্য থেকে জৈবজ্বালানী তৈরীর সমালোচকরা বলেছেন, এতে ফলের দাম বেড়ে যাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকরা কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গমন হ্রাসের পথ সুগম করবে এবং আমদানীকৃত তেলের উপর নির্ভরতা কমাবে বিধায় এই জৈবজ্বালানীকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। সমালোচকরা বলেছেন, বর্তমানে জৈবজ্বালানী অর্থাৎ ডিজেল তৈরী হয় পামঅয়েল থেকে এবং ইথানল তৈরী হয় শস্য থেকে। ফলে কৃষকরা তাদের জমি জ্বালানী উৎপাদনের কাজে ব্যবহারে উৎসাহিত হবে।

ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য বাজারে আসছে ইনসুলিন ক্যাপসুল

ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য বাজারে আসছে ইনসুলিনের ক্যাপসুল। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোগীরা বারবার ইঞ্জেকশন নেওয়ার বদলে এ ক্যাপসুল সেবন করতে পারবেন। ব্রিটেনের ডায়াবেটিলজি কোম্পানি জানায়, তারা মুখে খাওয়ার ইনসুলিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞরা এ কাজে সহায়তা করেছেন। ক্যাপসুলের একটি বিশেষ আবরণ পাকস্থলীর অম্ল থেকে ওষুধকে রক্ষা করে এবং ক্ষুদ্রান্তে গিয়ে তা দেহে শোষিত হয়। এটি সফলভাবে দেহে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। দিনে দু'বার সকালে ও দুপুরের খাবারের আগে তা সেবন করতে হবে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

বাগমারা, রাজশাহী ৯ জুন শনিবারঃ অদ্য বিকাল সাড়ে চারটায় হাট গাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকার সভাপতি আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে উক্ত তাবলীগী সভার বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। তিনি বিদ'আত মিশ্রিত ইবাদত করা এবং ছালাত পরিত্যাগ করার ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ঢাকা ১৫ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ এশা পূর্ব ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক ও উক্ত মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'আহলেহাদীছ তাবলীগী ইসলাম'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা নয়াবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীদের নাম। যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানকে চোখ বুঁঝে মেনে নেন তারাই প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছ তথা হক্বপন্থী জামা'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী হক্বপন্থী এই জামা'আত ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তাঁরা বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এই জামা'আতের বিরুদ্ধে বিগত যুগেও ষড়যন্ত্র হয়েছে, এখনও চলছে এবং আগামী দিনেও এই জামা'আতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বরং সবসময়ই কন্টকাকীর্ণ। আর এই কাটাযুক্ত রাস্তা অতি সাবধানে অতিক্রমের মধ্যেই রয়েছে কাংখিত সফলতা। সমবেত মুছল্লীগণকে উদ্দেশ্য করে বক্তাগণ বলেন, আমাদের সময় এসেছে দাওয়াতী মশাল নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার। অলস সময় ক্ষেপণের আর কোন অবকাশ নেই। তারা বলেন, এ দেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের ভরাডুবি হবে ইনশাআল্লাহ। যারা নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপরে নির্যাতনের খড়গ উত্তোলন করেছিল, তাদের শাস্তি আমরা দুনিয়াতেই প্রত্যক্ষ করছি। আহলেহাদীছ জামা'আতের নিকট থেকে মাফ নিতে না পারলে ক্বিয়ামতের দিন এদের পরিণতি হবে অত্যন্ত মর্মন্তুদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যালেমদের অবকাশ দেন। কিন্তু যখন তিনি তাদের পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না'। প্রধান অতিথি অত্র মসজিদে প্রতিদিন বাদ এশা আত-তাহরীক সামষ্টিক পাঠ হয় জেনে সন্তষ প্রকাশ এবং আত-তাহরীকের আরো ব্যাপক প্রসার কামনা করেন।

চারঘাট, রাজশাহী ১৫ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ চারঘাট বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। চারঘাট পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও চারঘাট এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব বাদশাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 'সমাজ সংস্কার' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী ১৮ জুন সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর হরিরামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জনাব আব্দুর রাকীব। তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি আহলেহাদীছদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের দারুল ইমারত পরিদর্শন

রাজশাহী ২৬ জুন মঙ্গলবারঃ অদ্য রাত সাড়ে নয়টায় 'মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এডভান্সমেন্ট' (মক্কা)-এর চেয়ারম্যান, এনটিভির ইসলামিক অনুষ্ঠান বিভাগের পরিচালক ও মাসিক জিজ্ঞাসা-এর সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আকস্মিকভাবে দারুল ইমারত পরিদর্শনে আসেন। পরদিন ২৭ জুন রাজশাহীতে মসজিদ কাউন্সিলের এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ উপলক্ষে তিনি দিনাজপুরের হিলি থেকে রাজশাহী আসেন। নওগাঁ হয়ে রাজশাহী আসার পথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি মারকাযে যাত্রাবিরতি

Contents

করেন। এর আগে তাঁর রাজশাহী আগমনের সংবাদ জানতে পেরে মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন তাঁর সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করেন এবং দারুল ইমারত পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। তিনি রাত সাড়ে ১০-টা পর্যন্ত মারকাযে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি আমীরে জামা'আতের মামলা-মোকদ্দমার খোঁজ-খবর নেন এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। তাঁর সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন মসজিদ কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা শামসুল হক নিজামী ও বাংলাদেশ এইডস প্রোগ্রামের প্রোজেক্ট ম্যানেজার কাযী ওবায়দুল হক। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আত-তাহরীক-এর সার্কুলেশন ম্যানেজার আবুল কালাম আজাদ, বিজ্ঞাপন ম্যানেজার শামসুল আলম প্রমুখ।

মহিলা সমাবেশ

বংশাল, ঢাকা ২৯ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর ঢাকার বংশালস্থ ২২০ নং বাড়ীর ২য় তলায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাক। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সংস্কারে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের মূলভিত্তি হচ্ছে পরিবার। তাই পরিবারকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে নারীদের ভূমিকা সর্বাধিক। সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দানের মাধ্যমে আদর্শ পরিবার গড়ে তুলে মহিলারা সমাজসংস্কারে অবদান রাখতে পারে। তেমনি দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাগণ নিজেদের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারেন।

সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ'-এর বিশিষ্ট কর্মী সঊদী প্রবাসী মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষায় নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,** নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এ বছর দাখিল পরীক্ষায় উক্ত মাদরাসা থেকে ২৮ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ১০ জন জিপিএ ৫ (এ+), ১৭ জন 'এ' এবং ১ জন 'এ-' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রারা হ'ল- রাশেদুল ইসলাম (জয়পুরহাট), মুনীরুয্যামান (গাইবান্ধা), আব্দুর রাকীব (সাতক্ষীরা), মাইদুল ইসলাম (রাজশাহী), মুয্যাম্মেল হক্ব (সিরাজগঞ্জ), রফীকুল ইসলাম (দিনাজপুর), রাবীব আমীন (রাজশাহী), আতাউর রহমান (নওগাঁ), আব্দুল হাসীব (বগুড়া) ও সামিরুল ইসলাম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

'এ' গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্ররা হ'ল- জাহাঙ্গীর আলম (রাজশাহী), এনামুল হক (গাইবান্ধা), হাসীবুদ্দৌলা (দিনাজপুর), ইয়াহিয়া খালিদ (রাজশাহী), আলামীন (রাজশাহী), রুহুল আমীন (বগুড়া), আবু ছালেহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মুখলেছুর রহমান (রাজশাহী), তাওহীদ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), আবু রায়হান (জয়পুরহাট), নাজমুল হক (রাজশাহী), আব্দুল ওয়াদূদ (রাজশাহী), আখতারুযযামান (রাজশাহী), আব্দুল খালেক (রাজশাহী), জসীমুদ্দীন (নওগাঁ), ফায়ছাল আহমাদ (নওগাঁ), হাবীবুর রহমান (গাইবান্ধা)। এছাড়া সাইফুল ইসলাম (লালমনিরহাট) 'এ-' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, এ মাদরাসা থেকে শতভাগ পাশের রেকর্ড এবারই প্রথম নয়; বরং বিগত বছরগুলিতেও এখানকার ছাত্ররা শতভাগ পাশ করে মাদরাসার সুনাম বৃদ্ধি করেছে। তিনি আরো বলেন, আগামীতে এ মাদরাসার ছাত্ররা আরো ভাল ফলাফল করবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর পাঁচ দফা মূলনীতি

১। কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা।

২। তাক্বলীদে শাখ্ছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন।

৩। ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত করণ।

৪। সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ

৫। মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ।

Contents

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

গণতান্ত্রিক সরকার বনাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার

রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নানাতন্ত্রের মাধ্যমে দুনিয়াবাসী শাসিত হয়ে আসছে। গোড়ায় ছিল রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রের নির্মম শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ নানাতন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে। অন্যায়, যুলুম ও অবিচার হ'তে মুক্তি লাভই উদ্দেশ্য। রাজতন্ত্রের অভিশাপ হ'তে মুক্তির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বল প্রয়োগ করতে হয়েছে। দুনিয়ার বেশীর ভাগ দেশে এখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। রাজতন্ত্র হ'তে গণতন্ত্র ভাল মনে করে মানুষ রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ যে আশা নিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, মানুষের সে আশা কি পূরণ হয়েছে? এর উত্তরে বেশীর ভাগ মানুষ বলবে, রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই? আজও মানুষ রাজতন্ত্র আমলের মত যুলুম ও অত্যাচারে জর্জরিত। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অনেক নির্দোষ মানুষ স্বজন-প্রিয়জন হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারাকক্ষের অন্ধকারে নির্মম জীবন যাপন করছেন। মানুষ সুবিচার হ'তে বঞ্চিত বললেও ভুল হবে না। বিচারে দীর্ঘসূত্রীতা ন্যায়বিচারের চরম অন্তরায়। আমরা রাজতন্ত্রের জগদ্দল পাথর সরিয়ে গণতন্ত্রের জগদ্দল পাথর বুকে ধারণ করেছি। এ পাথর হয়তো আমাদের বুক হ'তে আর সরানো যাবে না।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট গোটা ভারতবর্ষ বিদেশী বেনিয়া ইংরেজদের রাজতান্ত্রিক শাসনের যাঁতাকল হ'তে মুক্তি লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্টের পর হ'তে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত আমরা গণতান্ত্রিক শাসনে পাকিস্তানী হিসাবে বসবাস করেছি। কিন্তু পাকিস্তানী বৈষম্যমূলক শাসননীতির কবল থেকে বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ লাভ করেছি। দেশের রাজনৈতিক দলের কোন্দলে দেশবাসী স্বাধীনতার সুফল হ'তে বঞ্চিত ছিল। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলে ভোট নামে এক প্রহসনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে থাকে। দেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামীলীগ ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে।

এবার ভোটের সময় এলে ক্ষমতাসীন বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ক্ষমতা হ'তে সরে দাঁড়ায়। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামীলীগ বিএনপি গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেনে নেয়নি। তারা দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে তাদের দলে ভিড়িয়ে ১৪ দলীয় জোট গঠন করে। তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ফলশ্রুতিতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় সমাসীন হয়। জারী হয় দেশে যরূরী অবস্থা। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূতপূর্ব গভর্ণর ড. ফখরুদ্দীন আহমাদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ লাভ করেন। দেশের জনগণ মনে করেছিল, এখন দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মাননীয় উপদেষ্টা ক্ষমতা লাভের পর ঘোষণা করলেন, কালো টাকা ও পেশীশক্তি অপসারণের পর তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন। তাঁর এ ঘোষণার বাস্তবতা জনগণ তখন বুঝতে পারেনি। কেননা কালো টাকা ও পেশীশক্তি হিসাবে তিনি কাদের চিহ্নিত করেছেন, সে সমন্ধে জনগণ সম্যক অবহিত নয়। দেশবাসীর নিকট এখন প্রতিনিয়তই কালো টাকা ও পেশীশক্তির পরিচয় মিলছে। মাননীয় উপদেষ্টা দেশের যাবতীয় দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধনে তৎপর রয়েছেন। এ যাবৎ যারা দেশের গণতন্ত্রের কর্ণধার হিসাবে জনগণের নিকট পরিচিত ছিলেন, তাদের জনসেবার সত্যিকার মুখোশ উপদেষ্টা মহোদয় উন্মোচিত করে দিয়েছেন। যারা দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতা-নেত্রী ছিলেন, তারা জনগণ এবং দেশের কল্যাণের পরিবর্তে নিজেদের কল্যাণই নিশ্চিত করেছিলেন। এমন কোন মহান নেতা-নেত্রী নেই, যাদের বিরুদ্ধে কালো টাকা কিংবা পেশীশক্তি বা দুর্নীতির অভিযোগ নেই। অথচ তাদের মুখে গণতন্ত্রের বাণী শুনে এক সময়ে জনগণ বিমোহিত হয়েছিল। তারা দেশ ও জনগণকে বঞ্চিত করে নিজেদের আখের গুছিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তারা তা ভোগ করতে পারলেন না। এখন দেশে যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছে, গণতান্ত্রিক শাসনামলে আমরা তা আদৌ দেখিনি। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘোষণায় জেনেছি, তারা নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দু'বছর ধরে কাজ করে যাবেন। ইতিমধ্যে কালো টাকা ও পেশীশক্তির অবসানও সম্ভব হবে। চোরা কারবার, ঘুষ ও দুর্নীতি দমন বর্তমান সরকারের কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত হয়েছে। মোটকথা দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক শাসনামলে যে কাজ সাধিত হয়নি কিংবা শাসকবর্গ যেদিকে দৃষ্টিপাত করেননি, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা সাফল্যের সাথে করছেন। বর্তমানে দেশে কোন হৈচৈ নেই। হরতাল ও ধর্মঘটের অভিশাপ থেকে দেশ এখন সর্বতোভাবে মুক্ত। দেশে এখন সন্ত্রাসী হামলাও নেই বললেই চলে। দেশে এখন সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণ সুখে-শান্তিতে আছে। তাই তারা এ সরকারের দীর্ঘায়ুও কামনা করে।

দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরীতে ব্যয় হবে ৪০০ (চার শত) কোটি টাকা। ভোট গ্রহণে তারও অধিক ব্যয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আনুমানিক এক হাযার কোটি টাকা নির্বাচনের জন্য ব্যয় হবে। এক হাযার কোটি টাকা একটি বিরাট অংক। এতে দেশের অনেক মঙ্গলজনক কাজ সাধিত হ'তে পারত। আমার দৃষ্টিতে এভাবে অর্থ ব্যয় করা অপব্যয় ও অপচয়ের নামান্তর। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে সম্ভবতঃ একটি টাকাও ব্যয় হয়নি। অথচ তাঁদের দ্বারাই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী শাসন যুগের সাথে আমাদের দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যেন অনেকাংশেই মিল রয়েছে। ভোট বিহীন নির্বাচনে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে তখন দেশ শাসিত হ'ত। এ শাসনব্যবস্থা কোন যুক্তিতে খারাপ নয়। কেননা যে শাসনব্যবস্থায় সুফল অর্জিত হয়ে থাকে, তাকে খারাপ বলা হবে কোন্ যুক্তিতে? আমাদের কাম্য, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক, জনগণ সুখে শান্তিতে থাকুক। এই যদি আমাদের কামনা হয়, তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে দেশ শাসিত হ'লে অসুবিধা কোথায়? জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থীকে পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের জন্য ৫ লাখ×৩০০=১৫ কোটি টাকা একেবারে হাওয়ার সাথে মিলিয়ে যাবে। এতো কাগজ-কলমের হিসাব। বাস্তবে যে কত শত শত কোটি টাকার অপচয় হবে তা বলা দুরূহ। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের চাপ উপেক্ষা করে হ'লেও আমাদের কল্যাণের জন্য আমরা এ শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারি। সচেতন দেশবাসী ও চিন্তাশীলদেরকে আমার এ চিন্তা-ভাবনার প্রতি দৃষ্টি দিতে আকুল আহ্বান জানাই।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৫১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় কবরে শুয়ে আছেন। পৃথিবীর যে প্রান্ত হ'তেই তাঁকে সালাম দেওয়া হয় তিনি তার জবাব দেন। এই জন্য তাঁকে 'হায়াতুন্নবী' বলা হয়। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুখলেছুর রহমান
দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় কবরে শুয়ে আছেন এবং তাঁকে সালাম দিলে সালামের জবাব দেন এ কারণে তাঁকে 'হায়াতুন্নবী' বলা সম্পূর্ণ মনগড়া ও শরী'আত পরিপন্থী। এখানে সালামের জবাব দেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলমে বারযাখের বিষয়। তাঁর নিকটে সালাম পৌঁছে দেওয়া হ'লে তিনি আলমে বারযাখেই এর জবাব দেন। তাই বলে তিনি মদীনার কবরে শায়িত অবস্থায় জীবিত আছেন এবং সকলের সালাম শুনেন ও জবাব দেন একথা সঠিক নয়। যেমনিভাবে শহীদদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, 'তারা জীবিত ও তাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়'। এর অর্থ হ'ল তাঁরা বারযাখী জীবনেই জীবিত থাকেন এবং সেখানে তাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিযিক দেওয়া হয়। আর কোনভাবেই দুনিয়ার জীবনের সাথে উক্ত বারযাখী জীবনকে তুলনা করা যাবে না। কারণ উক্ত জগৎ সম্পর্কে মানুষ কোন কিছুই অবগত নয়। এটা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে গিয়ে দরূদ পাঠ করলে তিনি শুনতে পান মর্মে বায়হাক্বী বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩; যঈফুল জামে' হা/৫৬৮২)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৫২)ঃ ছালাত কি শুধু জিন ও মানব জাতির উপর ফরয, না-কি অন্যান্য মাখলূক্বাতের উপরও ফরয?

- আব্দুল্লাহ আল-লুবাব
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানব জাতিকে তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে জিন জাতির ইবাদত সম্পর্কে পরিষ্কার জানা গেলেও তাদের ছালাতের পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। তবে জিনরাও আমাদের নবী (ছাঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত *(জিন ২)*। সে হিসাবে তাদের ইবাদতও মানুষের ইবাদতের ন্যায় হওয়াই স্বাভাবিক। জিন ও মানব জাতি ব্যতীত অন্য কোন মাখলূক্বাতের উপরে ছালাত ফরয নয়। তবে তারা নিয়মিত তাসবীহ তাহলীল পাঠ করে থাকে' *(জুম'আহ ১; বাণী ইসরাঈল ৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৫৩)ঃ জানাযার ছালাত আদায়ের সময় ইমাম সূরা ফাতিহা এবং অন্যান্য দো'আ পড়েন। এমতাবস্থায় মুক্তাদীগণ তাকবীর ছাড়া অন্য কিছু শুনতে পায় না। তাই মুক্তাদীগণের পঠিতব্য দো'আ সমূহ যদি ইমামের আগে-পরে পড়া হয়ে যায় তাহ'লে কি গুনাহ হবে?

- দেলোয়ার হুসাইন
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত হোক বা অন্য কোন ছালাত হোক ইমাম যদি নীরবে ক্বিরাআত পড়েন আর মুক্তাদী যদি ইমামের পূর্বেই ক্বিরাআত বা দো'আ পড়ে নেয় তাহ'লে কোন দোষ নেই। কেননা ইমামের পিছনে পিছনে ক্বিরাআত পড়ার বিষয়টি স্বরবে ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৫৪)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে মসজিদে ছাদাক্বা করলে সে কি তার প্রতিদান পাবে?

-রায়হানুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তরঃ মৃতের নামে মসজিদে ছাদাক্বা করলে সে তার প্রতিদান পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা মারা গেছেন এবং সম্পদ রেখে গেছেন। কিন্তু তিনি অছিয়ত করে যাননি। এগুলি যদি তার জন্য ছাদাক্বা করা হয় তাহ'লে কি তার গুনাহ মাফ হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(মুসলিম ২/৪১ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির নামে মসজিদের মুছল্লীদেরকে খাওয়ানো ঠিক নয়। কারণ সেখানে ধনী-গরীব সর্বপ্রকার মানুষ থাকে। আর ধনীদের জন্য ছাদাক্বা খাওয়া ঠিক নয়। বরং মসজিদের উন্নয়ণকল্পে দান করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৫/৩৫৫)ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য ৩রা বা চল্লিশা দিয়ে কোন খানার আয়োজন করা কি শরী'আত সম্মত?

- আলহাজ্জ আব্দুর রহীম
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে ৩রা বা চল্লিশা পালন করার প্রথা রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে

তাবেঈদের যুগে ছিল না। এটা শরী‘আতে নব আবিষ্কৃত বিষয়, যা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত’ *(আবূদাঊদ হা/৪৬০৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪, হাদীছ ছহীহ)*। এমনকি এ সমস্ত কাজে সহযোগিতাও করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরষ্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরষ্পরকে সহযোগিতা কর না’ *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩৫৬)ঃ খাদ্যে পিঁপড়া উঠলে যথাসম্ভব সরিয়ে ফেলার পরও যদি কিছু থেকে যায় তাহ’লে সেই খাদ্য খাওয়া যাবে কি?

- আব্দুল্লাহ আল-মনছূর
মির্জাপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় যথাসম্ভব পিঁপড়া সরিয়ে খাদ্য গ্রহণ করবেন। তারপরও কিছু পিঁপড়া থেকে গেলে সে জন্য ঐ খাদ্যবস্তু হারাম হবে না। কেননা যে প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় না তার দ্বারা খাদ্য অপবিত্র হয় না। পিঁপড়ার শরীর থেকে যেহেতু রক্ত প্রবাহিত হয় না, সেকারণ খাদ্যবস্তুতে পতিত হ’লেও তা সরিয়ে খাওয়া যাবে *(ইতহাফুল কেরাম শারহু বুলূগুল মারাম, হা/১২-এর ব্যাখ্যা, পৃঃ ১৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৫৭)ঃ ‘রিয়াযুছ ছালেহীন’ এবং ‘রিয়াদুছ ছালেহীন’ এর মধ্যে কোন্ উচ্চারণটি সঠিক?

- আবু হাসান
অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ
রাজশাহী।

উত্তরঃ ‘রিয়াযুছ ছালেহীন’ উচ্চারণটি সঠিক। ‘রিয়ায’ আরবী শব্দ। যার শেষের অক্ষর হ’ল ‘যোয়াদ’ (ض)। আর যোয়াদের উচ্চারণ ‘যোয়া’ (ظ)-এর সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। তবে ‘দাল’ এর সাথে মোটেই সামঞ্জস্যশীল নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত আরবী ক্বায়েদা, পৃঃ ৫)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৫৮)ঃ উঁচু স্থান বা পাহাড়ে উঠার সময় ‘আল্লাহু আকবার’ ও নামার সময় ‘সুবহা-নাল্লাহ’ বলতে হবে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

- আবু তায়েব
বোয়ালিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহণ করতাম তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলতাম এবং যখন নীচের দিকে নামতাম তখন ‘সুবহা-নাল্লাহ’ বলতাম *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ৬/১৩৫)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৫৯)ঃ পাটিতে বসে ছালাত আদায়ের সময় মেঝেতে সেজদা করা যাবে কি?

- ফেরদৌসী
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে সেজদা করা যায়। তবে বালিশ কিংবা অনুরূপ কোন উঁচু বস্তুতে সেজদা করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৩২৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৬০)ঃ আত্মহত্যাকারী ঈমানদার হ’লে সে কোনদিন জান্নাত পাবে কি? হাদীছ থেকে জানা যায় যে, আত্মহত্যাকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। উক্ত বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আকবর আলী
গাবতীল, বগুড়া।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কেউ আত্মহত্যা করলে চিরস্থায়ীভাবে সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে’ *(মুসলিম ১/৭২-৭৩ পৃঃ)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম বলেন, এর মর্ম হ’ল خَالِدًا مُخَلَّدًا ‘সুদীর্ঘকাল ও অধিক কাল, চিরস্থায়ী নয়। অর্থাৎ দীর্ঘকাল সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। অতঃপর কালেমার বদৌলতে জান্নাতে যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, চিরস্থায়ী শাস্তি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে আত্মহত্যাকে হালাল মনে করে নিহত হবে। এরূপ বিশ্বাস করার কারণে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কাফের নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী জাহান্নামী *(মুসলিম ১/৭২-৭৩ পৃঃ; আত-তাহরীক, অক্টোবর ’০৫, প্রশ্নোত্তর নং ১/১ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৬১)ঃ আমার ছেলে ছালাত-ছিয়াম পালন করে। কিন্তু আমি তার স্ত্রী পরিবর্তনের বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে তাঁর চৌকাঠ পরিবর্তনের হাদীছ বর্ণনা করলে সে বিরক্ত হয়ে আমাকে পাগল বলে। এছাড়া আমার কোন প্রয়োজনীয় কথা বললে সে পালন করতে চায় না। এতে তার পরিণতি কী হ’তে পারে? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ) তাঁর ছেলের স্ত্রীর কথায় অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে ইসমাঈল (আঃ)-কে চৌকাঠ অর্থাৎ স্ত্রী পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন *(বুখারী হা/২৩৬৮)*। সুতরাং পিতা-মাতা পুত্রবধুকে তাদের ছেলের জন্য ক্ষতিকর মনে করলে, ছেলেকে তার স্ত্রী পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারেন। এতে ছেলে যদি তার পিতা-মাতার কথা না শোনে তাহ’লে সে অবাধ্য সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। আর অবাধ্য সন্তান জান্নাত লাভ করতে পারবে না। কারণ পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

Contents

প্রশ্নঃ (১২/৩৬২)ঃ রুকূ থেকে উঠে 'রাফঊল ইয়াদায়েন' করার সময় দো'আ পড়া শেষ করা পর্যন্ত হাত উঠিয়ে রাখতে হবে কি, না সাথে সাথে নামিয়ে ফেলতে হবে?

- রুস্তম
উত্তর আশকুর নামাপাড়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ 'রাফঊল ইয়াদায়েন' করার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি খোলা রেখে ধীরস্থিরভাবে কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠিয়ে নামাতে হবে *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, হা/৭৫৩ 'রাফঊল ইয়াদায়েন' অনুচ্ছেদ)*। রাফঊল ইয়াদায়েন অবস্থায় প্রত্যেক অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)*। তবে দো'আ বলা পর্যন্ত হাত উঠিয়ে রাখতে হবে মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৬৩)ঃ ভাতিজা ও জামাইয়ের সাথে ছেলের স্ত্রী এবং দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারে কি?

- মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
মেন্দিপুর পূর্বপাড়া, নাড়ুয়ামালা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তিগণ গায়রে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তাদের সাথে পর্দাবিহীন সাক্ষাৎ করা শরী'আত সম্মত নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যখন তাদের নিকটে (নারীদের) কিছু জিজ্ঞেস করবে, তখন পর্দার অন্তরাল হ'তে জিজ্ঞেস কর' *(আহযাব ৫৩)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গায়রে মাহরাম ব্যক্তি পর্দা রক্ষা করে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও লেনদেন করতে পারে। তবে পর্দাবিহীন সাক্ষাত করা নিষিদ্ধ *(নূর ৩১)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৬৪)ঃ বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনকে কার্ডের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করা যায় কি?

- মাস'ঊদুর রহমান
নীচা বাজার, নাটোর।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মৌখিকভাবে দাওয়াত প্রদান করা হ'ত *(নাসাঈ, সনদ ছহীহ, হা/৩৩৮৭ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। বর্তমান যুগে যে কার্ড বা চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করা হয় তা শরী'আত পরিপন্থী নয়। তবে এক্ষেত্রে অপচয় থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই' *(বণী ইসরাঈল ২৭)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৬৫)ঃ কথিত আছে, রাসূল (ছাঃ)-এর লাশ গোসল দেওয়ার সময় প্রশ্ন উঠল, শরীরের কাপড়সহ গোসল দিতে হবে কি-না? সবাই ভাবনা-চিন্তা করছেন এমন সময় গায়েব হ'তে আওয়ায আসল, রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ পোষাকশূন্য কর না। তিনি যে পোশাকে রয়েছেন, সে পোশাকেই তাঁকে গোসল দান কর। পরবর্তীতে তাই করা হয়। এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ইবনু মাজাহতে যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তার সনদ মুনকার বা যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/১৪৬৬)*। উল্লেখ্য যে, ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-কে কাপড়ে আবৃত রেখে গোসল দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তার উপর তিনটি কাপড় দিয়ে ভিতরের ভিজা কাপড়টি টেনে নেওয়া হয়েছিল *(মুসলিম হা/২১৮০ 'জানাযা' অধ্যায়, 'গোসল দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৬৬)ঃ তাক্বদীর বা ভাগ্যে তো সবকিছু লিখা আছে। যা ঘটার তা এমনিতেই ঘটবে। তাহ'লে আমি পরিশ্রম করব কেন? উক্ত বিষয়ে সমাধান দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুল মালেক
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ যার ভাগ্যে যেটা লেখা আছে সেটা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়। চাই তা ভাল কাজ হোক অথবা মন্দ কাজ হোক *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৫ 'তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং যার ভাগ্যে যা লেখা আছে, আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা তা করিয়ে নিবেন। কেউ পরিশ্রম করবে না এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ পরিশ্রম করাও তার ভাগ্যে লিখিত আছে।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৬৭)ঃ মসজিদের জায়গা বিক্রি করা এবং সেই ক্রয়কৃত জায়গাতে বাড়ী করা যাবে কি?

- আসমাউল আনছারী
সাহাপুকুর, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তরঃ মসজিদের জায়গা বিক্রি করে মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যায়। তবে উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ মসজিদের কাজে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া যে ব্যক্তি মসজিদের জায়গা ক্রয় করে নিবে সে উক্ত স্থানটিকে তার প্রয়োজনানুযায়ী যেকোন কাজে ব্যবহার করতে পারে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) কূফার পুরাতন মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং প্রথম মসজিদকে খেজুরের বাজারে পরিণত করেছিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১২, 'ওয়াক্বফ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৬৮)ঃ মাতা-পিতার আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি এমন ব্যক্তিদের সন্তানের আক্বীক্বা দেওয়া যাবে কি? আক্বীক্বার প্রাণীর কি দাঁত হওয়া শর্ত?

- শফীকুল ইসলাম
ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তরঃ সন্তানের আক্বীক্বার জন্য পিতা-মাতার আক্বীক্বা দেওয়া থাকতে হবে এমন কোন শর্ত কুরআন ও হাদীছে নেই এবং আক্বীকার প্রাণীর জন্য দাঁত হওয়াও শর্ত নয়।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৬৯)ঃ মাগরিবের ছালাতের পরে ৬ রাক'আত ছালাতুল আউওয়াবীন পড়া যাবে কি?

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মাগরিবের ছালাতের পরে ছালাতুল আউওয়াবীন নামে যে ৬ রাক'আত ছালাত পড়ার প্রথা সমাজে চালু আছে শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই। মূলতঃ চাশতের সময় যে ছালাত পড়া হয় সেটাই আউওয়াবীন ছালাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১০, 'চাশতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৭০)ঃ যারা দুনিয়াতে ভাল কথা বলে, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করে না পরকালে তাদের পরিণতি কী হবে?

- মুস্তাফীযুর রহমান
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ নিজে ভাল কথা বলা এবং সে অনুযায়ী আমল না করা একটি জঘন্য অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল। তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্র নিকটে খুবই অসন্তোষজনক' *(ছফ ২-৩)*। পরকালে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজ রজনীতে একটি জাতির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। এ ব্যাপারে তিনি জিবরীল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরা আপনার ঐ সকল উম্মত যারা নিজেরা যা বলত সে অনুযায়ী আমল করত না *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, পৃঃ ১৬১, হা/১২৫)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়ীভূড়ি জাহান্নামে দ্রুত বের হয়ে যাবে এবং সে তার চতুষ্পার্শ্বে গাধার স্বীয় চর্কায় ঘুরার ন্যায় ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামীরা সেখানে জমায়েত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, তোমার কি হয়েছে, তুমি তো আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দিতে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে। তখন সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দিতাম ঠিকই কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর তোমাদেরকে মন্দ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু আমি সে মন্দ কর্ম করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৭১)ঃ ঋতু অবস্থায় কোন মহিলা বিবাহ করতে পারে কি?

- নাসতারা খাতুন
নাওদাপুকুর, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তরঃ বিবাহের জন্য ঋতু অন্তরায় নয়। তবে ঋতু অবস্থায় স্বামীর সাথে মিলিত হ'তে পারবে না। আল্লাহ বলেন, 'আপনার কাছে লোকেরা ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক' *(বাক্বারাহ ২২২)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৭২)ঃ আমাদের এলাকায় একটি ইসলামী সংগঠনের নামে মাইকিং করে মহিলাদের সমাবেশ করা হচ্ছে। মহিলারা মাইক ও সাউণ্ডবক্সের মাধ্যমে সুর করে বক্তব্য দিচ্ছে। এভাবে সমাবেশ করা ও মহিলাদের দ্বারা বক্তব্য দেয়া কি শরী'আত সম্মত?

- তারীকুযযামান
হাড়াভাংগা, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে মহিলাদের দাওয়াত দান ও সমাবেশ করা 'শরী'আত সম্মত নয়। কারণ এভাবে নারীদের পক্ষ থেকে দ্বীন প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যে কোন ব্যক্তি শরী'আত অভিজ্ঞ কোন নারীর নিকটে পর্দা বজায় রেখে শরী'আতের বিভিন্ন বিষয় জানতে পারে। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, 'কোন হাদীছের সারমর্ম বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সমস্যা দেখা দিলে আমরা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এর সমাধান নিতাম' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/৬১৮৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পর্দার সাথে নিরাপদ স্থানে নারীরা দ্বীন প্রচার করতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই খোলা ময়দানে প্যাণ্ডেল করে মাইক বা সাউণ্ডবক্স ব্যবহারের মাধ্যমে মহিলারা দ্বীন প্রচার করতে পারে না।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৭৩)ঃ পাঁঠাকে খাসি করা যায় কি?

- মফীযুর রহমান ও
এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ পাঠাকে খাঁসি করার কোন আবশ্যকতা নেই; বরং এ অবস্থাতে রাখাই ভাল। কেননা এতেই বেশী উপকার লাভ করা যায়। তবে এ অবস্থায় খাঁসি করা যাবে না এমনটিও নয় *(ত্বাহাবী, আবু ইয়ালা, নাসাঈ, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫১, হা/১১৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৭৪)ঃ কবরস্থানে জন্মানো বাঁশ কি কি কাজে ব্যবহার করা যায়?

- শাহীন আলম
মচমইল, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরস্থান পারিবারিক হ'লে উক্ত বাঁশ পরিবারের যেকোন বৈধ কাজে ব্যবহার করা যাবে। আর যদি ওয়াক্বফকৃত হয় তাহ'লে তা কবরস্থানের উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে হবে। যদি কবরস্থানের প্রয়োজন না হয় তাহ'লে কোন মসজিদে বা ফক্বীর-মিসকীনকে দান করা যাবে। তবে কারো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ)*।

Contents

প্রশ্নঃ (২৫/৩৭৫)ঃ 'মাথার চুল ও দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেলে হাশরের মাঠে তা নূর হয়ে জ্বলবে' মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

- মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির চুল পেকে গেলে তা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আলোকময় হবে' *(তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ হাসান ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫৯)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পাকা চুল তুলে ফেল না। কেননা তা মুসলমানের জন্য আলো। মুসলমান অবস্থায় কারো একটি চুল সাদা হয়ে গেলে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি পাপ মোচন করে দেন এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন' *(আবূদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫৮)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৭৬)ঃ সন্তান জন্মগ্রহণ করার দু'দিন পর মারা গেলে তার আক্বীকা দিতে হবে কি?

- যিয়াউল ইসলাম
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা দেয়ার কথা বলেছেন *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪১৫৮)*। সুতরাং ৭ দিনের পূর্বে সন্তান মারা গেলে তার আক্বীক্বা দেয়ার প্রয়োজন নেই *(তোহফা ৪/৪৬৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৭৭)ঃ ইমাম ভুলক্রমে এশার ছালাত তিন রাক'আত শেষে তাশাহহুদ পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরান। তারপর সহো সিজদা দিয়ে পুনরায় তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরান। এভাবে ছালাত পূর্ণ হয়েছে কি?

- ছাদেকুযযামান
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ছালাত পূর্ণ হয়নি। কারণ রাক'আত ছুটে গেলে প্রথমে সেই রাক'আত পূর্ণ করতে হবে, তারপর সহো সিজদার মাধ্যমে ছালাত সংশোধন করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৭)*। আর ছালাতে কমবেশী যাই হোক ছালাত শেষে সালামের আগে বা পরে দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিতে হবে *(মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ৩/৪১১ পৃঃ)*। তবে কেবল ডানে সালাম দিয়ে 'সিজদায়ে সহো' দেয়ার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই। তেমনি 'সিজদায়ে সহো'র পরে তাশাহহুদ পড়ারও কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৪)*। উল্লেখ্য, সহো সিজদার পরে পুনরায় তাশাহহুদ পড়তে হবে মর্মে ইমরান ইবনু হুসাইন কর্তৃক তিরমিযী ও আবূদাঊদে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৭৮)ঃ ফজরের সুন্নাত ফরযের পূর্বে পড়তে না পারলে সেই সুন্নাত সূর্যোদয়ের আগে পড়া উত্তম, না-কি পরে পড়া উত্তম? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উভয়টিই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ফজরের ফরয ছালাতের পরে তাসবীহ,তাহলীল ও যিকির-আযকার শেষ করে সুন্নাত আদায় করা যায়। আবার সূর্যোদয়ের পরেও আদায় করা যায় *(তিরমিযী হা/৪২২ ও ৪২৩; সনদ ছহীহ, 'ফজর ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছুটে যাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। তবে কোন অবস্থাতেই জামা'আত চলা অবস্থায় জামা'আতে শরীক না হয়ে সুন্নাত পড়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৭৯)ঃ ওছমান (রাঃ) জুম'আর যে দ্বিতীয় আযান চালু করেছিলেন তা চালু করলে কিভাবে করতে হবে? উক্ত আযানের উপর ক্বিয়াস করে যে দু'আযান দেয়া হয়, তার সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুছ ছবূর
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মুসলমানের সংখ্যা ও নগরীর ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে ওছমান (রাঃ) জুম'আর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মসজিদে নববী থেকে দূরে 'যাওরা' নামক বাজারে লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য পৃথক একটি আযানের নির্দেশ দেন, যা রাসূল (ছাঃ), আবু বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর প্রথম যুগে চালু ছিল না *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪; ফাৎহুল বারী ২/৪৫৮ পৃঃ)*। তবে বর্তমানের ন্যায় মসজিদের দরজায় দু'টি আযান অথবা দরজায় একটি এবং ইমাম ছাহেবের সামনে আরেকটি আযান দেয়ার নিয়ম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে চালু ছিল না। সুতরাং বর্তমানে মসজিদের দরজায় দু'টি আযান দেওয়া ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৮০)ঃ ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় এসে ৪০ বছর থাকবেন এবং যমীনে শান্তি নেমে আসবে। এর স্পষ্ট প্রমাণ জানতে চাই।

- আব্দুল্লাহ
বরিশাল।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম অবশ্যই অবশ্যই অচিরেই ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন। কর মাফ করে দিবেন। তখন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ঈসা (আঃ) দামেশকের পূর্বপ্রান্তের শ্বেত মিনার হ'তে হলুদ বর্ণের দু'টি কাপড় পরে দু'জন ফেরেশতার পাখায় হাত রেখে অবতরণ

করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন, তোমরা তাঁকে দেখে চিনতে পারবে। তিনি লাল সাদা মিশ্রিত মধ্যম মানুষ। তিনি মানুষকে মুসলমান করার জন্য যুদ্ধ করবেন। তাঁর যুগে আল্লাহ ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম ধ্বংস করে দিবেন। তাঁর হাতে আল্লাহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। যমীনে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। সাপ উটের সাথে মাঠে চরে খাবে, চিতা বাঘ গরুর সাথে চরে খাবে। নেকড়ে বাঘ ছাগলের সাথে খাবে। বাচ্চারা সাপের সাথে খেলা করবে, সাপ তাদের কোন ক্ষতি করবে না। তিনি ৪০ বছর যমীনে থাকবেন। তারপর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযার ছালাত আদায় করবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২১৮২)*।

প্রকাশ থাকে যে, ঈসা (আঃ)-এর দুনিয়ায় সর্বমোট বয়স হবে চল্লিশ বছর। দ্বিতীয়বার তিনি দুনিয়াতে এসে মাত্র সাত বৎসর অবস্থান করবেন *(আবূদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৪৫৪; বিস্তারিত দ্রঃ দরসে হাদীছ জানুয়ারী '০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৮১)ঃ জাম'আতে ছালাত আদায়ের সময় পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলানোর গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মামূন
বরিশাল।

উত্তরঃ আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর, আমি তোমাদেরকে পিছন থেকে দেখতে পাই'। তিনি (আনাস) বলেন, আমরা কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম' *(বুখারী, হা/৭২৫)*। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, আমি আমাদের লোকদেরকে একে অপরের টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি *(বুখারী ১/১০০ পৃঃ)*। আবু শাজারা বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর। তোমরা সারিবদ্ধ হও, ফেরেশতাদের সারিবদ্ধ হওয়ার মত। তিনি আরও বলেন, তোমরা কাঁধ সামনা-সামনি কর। মধ্যের ফাঁকা বন্ধ কর। শয়তানের জন্য ফাঁকা ছেড়ে দিয়ো না। যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐসব লোকের প্রতি রহম করেন এবং ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যারা ছালাত আদায়ের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে সারিবদ্ধ হয়। যারা সারির মধ্যে কোন ফাঁকা রাখে না আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৩৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'যে ব্যক্তি কাতারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতারের মধ্যের ফাঁকা বন্ধ কর। কেননা শয়তান ছাগলের বাচ্চার ন্যায় তোমাদের কাতারের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১১৩১)*। উদ্ধৃত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছালাতে পায়ের সাথে পা, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়ানো রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ। কাতারের মধ্যকার ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দাঁড়ালে আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে কাতারের মধ্যে ফাঁকা রাখলে, রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ অমান্য করা হয়। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন না। তারা শয়তানকে কাতারের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। অতএব ছালাতে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ানোর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৮২)ঃ নিকটস্থ ওয়াক্তিয়া মসজিদ ছেড়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ী থেকে দূরে জামে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- আসমাউল আনছারী
সাহাপুকুর, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তরঃ অধিক ছওয়াবের আশায় জামে মসজিদে যাওয়ার চেয়ে মহল্লার ওয়াক্তিয়া মসজিদে ছালাত আদায় করাই উত্তম। কেননা নেকী বেশী হওয়ার বিষয়টি যেকোন মসজিদে জামা'আতে আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে জুম'আ মসজিদ শর্ত নয়। উল্লেখ্য যে, জামে মসজিদে ছালাত আদায় করলে ৫০০ নেকী পাওয়া যায় মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যঈফ *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭৫২ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৮৩)ঃ ওমর (রাঃ) আটার বস্তা মাথায় নিয়ে এক মহিলা ও তার সন্তানদের খাওয়ার জন্য পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং প্রথমে বাচ্চাদেরকে ও পরে মহিলাকেও খাওয়ালেন। পরদিন ওমর (রাঃ) তাদেরকে তাঁর দরবারে ডাকার পর মহিলা বুঝতে পারল স্বয়ং খলীফাই পূর্বরাতে তাঁর নিকটে গিয়েছিলেন। এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল আলীম আল-আযাদ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ এটি একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা। ইবনু কাছীর প্রণীত বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'য় এটি বর্ণিত হয়েছে। এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু জানা যায় না। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ 'ওমর (রাঃ)-এর ক্রীতদাস আসলাম বলেন, এক রাতে তিনি ওমর (রাঃ)-এর সাথে ওয়াকেম নামক এক পল্লীতে গেলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে তারা এক জায়গায় আলো (আগুন) দেখতে পেলেন। তাঁরা সেখানে গেলেন এবং কয়েকজন সন্তানসহ এক মহিলাকে পেলেন। মহিলার বাচ্চারা ক্রন্দন করছিল। ওমর (রাঃ)

তাদের সমস্যা জানতে চাইলে মহিলা বলল, তার সন্তানরা ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন করছে। তাদের নিকট কোন খাদ্য নেই। তাই চুলার উপর হাঁড়িতে পানি নাড়ছে যেন বাচ্চারা খাদ্য তৈরী হচ্ছে মনে করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের এই দুরবস্থা দেখে ওমর (রাঃ)-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ খাদ্য গুদামে গেলেন এবং পরিমাণমত আটা ও তৈল নিজের কাঁধে বহন করে মহিলার নিকট আসলেন। ক্রীতদাস আসলাম তা বহন করতে চাইলে ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি কি ক্বিয়ামতের দিন আমার পাপ বহন করবে? অতঃপর তিনি নিজ হাতে আটা দিয়ে রুটি বানালেন এবং তাদের খাওয়ালেন। তারা তৃপ্ত হ'ল। মহিলা তাঁর জন্য দো'আ করল। অতঃপর তাদের ব্যয় নির্বাহের কিছু খরচ দিয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন *(ইবনু কাছীর (রহঃ) আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম জুয, পৃঃ ১৪০-৪১)*। উল্লেখ্য, প্রশ্নের পরবর্তী অংশ সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৮৪)ঃ কুরআন তেলাওয়াত এবং যিকর -এর মধ্যে কোন্টি উত্তম?

- আব্দুল হাদী
চকলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যখন যিকর করার কোন কারণ থাকবে না তখন কুরআন তেলাওয়াত উত্তম। তবে যখন যিকর-এর উপলক্ষ্য থাকবে তখন যিকর করা উত্তম। যেমন ছালাত শেষে তেলাওয়াতের চেয়ে যিকর উত্তম এবং আযানের জওয়াব দেওয়া কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে উত্তম *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৪/৩৫৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৮৫)ঃ সিজদারত অবস্থায় পা দু'টি মিলিত থাকবে না ফাঁকা থাকবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোহেল রানা
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক রাত্রিতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বিছানায় না পেয়ে আমার হাত দিয়ে খুঁজতে থাকলাম। অতঃপর আমার হাত তার দু'পায়ের উপর পতিত হয়। তখন তিনি সিজদারত ছিলেন এবং তাঁর পা দু'টি খাঁড়া ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৩, 'সিজদা ও সিজদার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সিজদারত পেলাম। এ সময় তাঁর গোড়ালীদ্বয় মিলানো ছিল এবং পায়ের অঙ্গুলি সমূহ কিবলার দিকে ছিল' *(মুস্তাদরাক হাকেম ১/৩৪০ পৃঃ, হা/৮৩৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১/৩২৮ পৃঃ)*। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদারত অবস্থায় পা দু'টি মিলিত রাখতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদারত অবস্থায় তাঁর পাদ্বয় মিলিত রেখেছিলেন বলেই আয়েশা (রাঃ)-এর একটি হাত তার দু'টি পায়ের উপর পতিত হয়েছিল।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৮৬)ঃ সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়া যাবে কি? উক্ত সূরা তিনটি পড়ার ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আমজাদ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সকাল-সন্ধ্যা এ সূরা তিনটি পড়া ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ সময়ে উক্ত সূরা তিনটি তিন বার করে পড়ার আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, সূরা তিনটি সবকিছুর জন্য যথেষ্ট *(আবুদাঊদ হা/৫০৮২)*। ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ার আদেশ করেছেন *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৬৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৮৭)ঃ প্রচলিত চার মাযহাব কি স্ব স্ব ইমাম সৃষ্টি করেছেন, না-কি তাঁদের মৃত্যুর পরে তৈরী হয়েছে?

- মুখলেছুর রহমান
হামিরকুৎসা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মাযহাব ইমামগণ সৃষ্টি করেননি; বরং তাদের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন শত বছর পরে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ১৫০ হিঃ, ইমাম মালেক (রহঃ) ১৭৯ হিঃ, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ২০৪ হিঃ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ২৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ ইমামগণের নামে মাযহাবের প্রচলন হয় ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বলেন যে,

إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْمَعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِ مَذْهَبٌ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ–

'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'। তিনি আরো বলেন, কোন সমস্যা সৃষ্টি হ'লে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারু মাযহাব যাচাই করা হ'ত না *(শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩ '৪র্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দেখুনঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?, পৃঃ ২১-২৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮৮)ঃ নবী করীম (ছাঃ) আবু জাহল সম্পর্কে বলেছিলেন যে, আবু জাহল যদি আমাকে মারতে আসে, তাহ'লে ফেরেশতারা তাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবে, একথা কি সত্য?

-আব্দুল কুদ্দূস
রাজাসন, ঢাকা।

উত্তরঃ এটি একটি ছহীহ হাদীছের অংশবিশেষ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আবু জাহল মক্কার কাফেরদের

Contents

বলল, তোমাদের সম্মুখে মুহাম্মাদ কি মাটিতে সিজদা করে? বলা হ'ল, হ্যাঁ। তখন আবু জাহল বলল, লাত ও উয্যার কসম! যদি আমি তাকে এরূপ করতে দেখি, তাহ'লে আমি পা দিয়ে তার ঘাড় পিষে দিব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল, তখন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। এ সময় আবু জাহল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তাঁর গর্দান মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসছিল। যখন সে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তৎক্ষণাৎ দেখা গেল, সে তড়িৎ বেগে পিছনের দিকে হটছে এবং উভয় হাত দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তোমার কি হয়েছে যে, তুমি এভাবে পিছনে হটছ? সে বলল, আমি আমার ও মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের এক বিরাট গর্ত দেখছি এবং এক ভয়ংকর দৃশ্য ও ডানা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা। উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যদি আবু জাহল আমার নিকটবর্তী হ'ত, তাহ'লে ফেরেশতাগণ তার এক একটি অংশ ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন ও টুকরা টুকরা করে দিতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৮৯)ঃ ছালাত অবস্থায় মুছল্লীর দৃষ্টি কোথায় থাকবে?

-শাহাবুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় মুছল্লীর দৃষ্টি সর্বদা সিজদার স্থানে থাকবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আনাস! তোমার চক্ষু তোমার সিজদার স্থানে রাখ' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৯৯৬)*। এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীছ রয়েছে যা সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা প্রমাণ করে *(আলবানী, মিশকাত ৩১৫ পৃঃ, ২নং টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৮০)ঃ সূরা ফাতিহা শেষে সশব্দে আমীন বলার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহমাদ
আদর্শ বায়া, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ সূরা ফাতিহা শেষে ইমাম মুক্তাদী মিলে এক সাথে সশব্দে আমীন বলা এক গুরুত্বপূর্ণ শারঈ বিধান। এর প্রমাণে ১৬টি ছহীহ হাদীছ রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত দু'টি হাদীছ উপস্থাপন করা হ'ল- ইমাম যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে সশব্দে আমীন বলতেন। আত্বা বলেন, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) সরবে আমীন বলতেন। তার সাথে মুক্তাদীদের আমীন-এর আওয়াযে মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত *(বুখারী ১/১০৭ পৃঃ; মুসলিম ১/৩০৭ পৃঃ)*। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গায়রিল মাগযুবে... বলার পরে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতে শুনেছি' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৪৫)*।